দূর হইতে সুদূরে কত নক্ষত্রলোক রহিয়াছে, তাহা নিরূপণ করা মানবের অসাধ্য। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন আকাশে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত যে ছায়া-পথ রজনীকালে দেখা যায়, তাহা অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জে পরিপূর্ণ। কতকগুলি নক্ষত্রের অস্পষ্ট আলোক লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে পৃথিবীতে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের হইতে বহু দূরে যে-সকল নক্ষত্র স্থিতি করিতেছে, তাহাদিগের আলোক পৃথিবীতে পৌছিতে আরও কত কোটি কোটি বৎসর লাগিবে! আমাদের পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ জলরাশি ও বায়ুমণ্ডল প্রভৃতি লইয়া যেমন ভূলোক; আকাশস্থ অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডল লইয়া সেইরূপ দ্যুলোক। ভূলোক ও দ্যুলোক কত বড় প্রকাণ্ড! কিন্তু ইহাদের সীমাতীত আর একটী লোক মনুষ্যের জ্ঞানচক্ষুর গোচর হইয়াছে; তাহা স্বর্গলোক বা অধ্যাত্ম-লোক। তাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও ভূলোক ও দ্যুলোকের মত অমোঘ সত্য। মৃত্যুর পর জীব-সকল ইহলোক হইতে সেই পরলোকে গমন করিয়া থাকে, আমরাও সকলে যাইব। ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্‌গণ কেহ সপ্ত-লোক, কেহ চতুর্দ্দশ বা অষ্টাদশ ভুবন ইত্যাদির বর্ণনা করিয়া থাকেন। কবিবর্ণিত গোলক বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি দেবলোকও ইহার মধ্যে পরিগণিত। এই সকল লোক-মণ্ডলের বৃহত্ত্ব ও অসীমত্ব চিন্তা করিলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কি বিশাল—কি প্রকাণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হয়! এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি-পালনকর্ত্তা যিনি, তিনি কি মহান্ অনন্ত! তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই অধিবাস করিতেছেন।—

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।"

তিনি জলবিন্দু ও বালুকণার অণু হইতেও সূক্ষ্মতর হইয়া এবং বৃহৎ বৃহৎ সূর্য্য চন্দ্র অপেক্ষাও বৃহত্তর হইয়া স্বরাট্ ও বিরাট্ মূর্ত্তিতে এই ব্রহ্মাণ্ডে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনি সকল দিক্ অধিকার করিয়া আছেন।

"স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ স
পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এ বাদ্য স উ শ্বঃ॥"

তিনি অধঃতে, তিনি ঊর্দ্ধেতে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। তিনি ভূতভবিষ্যতের নিয়ন্তা। তিনি অদ্যও আছেন, পরেও থাকিবেন।

গীতাতে বর্ণিত আছে, অর্জ্জুন এই জগন্নিধান পরমেশ্বরের বিশ্বরূপ দর্শন করিতে করিতে বলিতেছেন:—

"নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ।"

হে সর্ব্বেশ্বর! আমি তোমার সম্মুখে নমস্কার করি, আমি তোমার পশ্চাতে নমস্কার করি, আমি তোমার চতুর্দ্দিকে নমস্কার করি। তুমি অনন্তবীর্য্য ও অপরিমিত-বিক্রমসম্পন্ন; তুমি সমুদয় বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছ; এই নিমিত্ত সকলে তোমাকে সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

ভক্ত নানক এই দেবতাকে আরতি করিতে গিয়া গাহিয়াছেন—"গগনমৈ থালু রবিচন্দ্র দীপক...

"গগনের থালে রবি-চন্দ্র দীপক জলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে।

ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুটন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি হে ভবখণ্ডন
ভব আরতি,
অনাহত শবদ বাজন্ত ভেরী রে।"

পরমেশ্বর সমস্ত প্রকৃতিরাজ্য পূর্ণ করিয়া আছেন। এই বিশাল বিশ্বমন্দিরে ব্রহ্ম-বাদিনী প্রকৃতি নানাসাজে সজ্জিত হইয়া নিয়ত তাঁহার পূজা করিতেছেন। দিবসে রজনীতে, উষা প্রদোষ মধ্যাহ্নে প্রকৃতি কত বিভিন্ন বেশ পরিধান করিয়া বিভিন্ন ভাবে সেই দেব-দেবের স্তবস্তুতি, ধ্যান-ধারণা ও অর্চনা বন্দনা করিতেছেন্—ছয় ঋতুতে নানা পত্র-পুষ্প-ফলের ছয় ডালি মাথায় লইয়া ইহাঁরই চরণে ঢালিয়া দিতেছেন! ভক্তজন নদীর লহরীতে, সমুদ্রের তরঙ্গ-রঙ্গে, পর্ব্বতের উন্নত শিখরে, অরণ্যের গাম্ভীর্য্যে এবং সৃষ্টির শান্ত ভাবে অথবা ঝটিকা, তুফান, বৃষ্টিপাত, বজ্রাঘাত জলপ্লাবন ও ভূমিকম্প প্রভৃতির ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটিতে সেই মহেশ্বরের লীলা দর্শন করিয়া তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

অসভ্য ও প্রাচীন কালের লোক এই এক সত্যস্বরূপ সর্ব্বারাধ্য দেবতাকে না জানিয়া বহুরূপে তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করিয়াছে। তাই প্রাচীন বৈদিক যুগে আকাশের দেবতা ইন্দ্র, জলের দেবতা বরুণ, অগ্নির দেবতা বৈশ্বানর, সূর্য্যের দেবতা সবিতা ইত্যাদি কল্পিত হইয়াছে। এবং অজ্ঞানলোক এই অপরিচ্ছিন্ন দেবতাকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া এক এক ক্ষুদ্র স্থানে তাঁহার পূজা করিয়াছে। বস্তুতঃ, এক বিশাল বিশ্বমন্দিরের দেবতা ব্রহ্ম। যাঁহারা বিরাট্ মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে সহস্রশীর্ষ পুরুষ সহস্রপাণিপাদ ইত্যাদি কবিত্বচ্ছন্দে বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। উপনিষদ্ যথার্থই বলিয়াছেন—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ
সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে
সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

সর্ব্বত্র তাঁহার হস্তপদ, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ চক্ষু মস্তক, সর্ব্বলোকে তাঁহার শ্রোত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সকল জগৎ ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন।

ব্রহ্মজ্ঞ ভক্তগণ বহু-সাধনে হৃদয়ের প্রিয়ধনকে হৃদয়ে পাইয়া বিশ্ব-সংসারে সর্ব্বত্র তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন।

বৈদিকযুগে যেমন অজ্ঞতা-বশতঃ লোকে সূর্য্যে, চন্দ্রে, জলে, অগ্নিতে জগতের এক এক বিভাগে ইষ্টদেবতার বাসস্থান কল্পনা করিয়া পরিমিত ভাবে তাঁহার পূজা করিয়াছেন, পৌরাণিক যুগে সেইরূপ নরনারীগণ কাশী, শ্রীক্ষেত্র, মক্কা, জেরুজিলম্ প্রভৃতি এক একটী স্থানকে ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ও মানবের পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া মনে করিয়াছে। এবং সেখানে মন্দির, মস্জিদ, সিনাগগ নির্ম্মাণ করিয়া তাহারই মধ্যে সেই অনন্ত বিশ্বেশ্বরকে আরাধনা করিয়াছে। কিন্তু ঈশ্বর দেবালয় এবং দেবভূমি-সকলের মধ্যে, এই জন্য ইহারাই পবিত্র, ইহাদের বাহিরে যাহা তাহা পবিত্র নহে, ইহা বিষম ভ্রান্তি।

ভ্রান্তিবশতঃ মানুষ মানুষের হাত-গড়া মন্দিরে মানুষের মনগড়া দেবতাকে সীমাবদ্ধ

করিতে পারে, কিন্তু যিনি ভূমা মহান্, অসীম অনন্ত, প্রকৃত পক্ষে কে তাঁহাকে কোন্ প্রাচীর-মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে? তিনি জলে, তিনি স্থলে, তিনি অগ্নি-বায়ুতে, তিনি অন্তরীক্ষে, তিনি অন্তরে বাহিরে, সর্ব্বস্থান পূর্ণ করিয়া আছেন।

জড়ের এক অণু পরমাণু তাঁহা ছাড়া নহে, শরীরের এক রক্তকণা তাঁহার শক্তি ভিন্ন থাকিতে পারে না এবং বুদ্ধি, মন ও আত্মার সত্তাও তাঁহার অবলম্বনে। তিনি যে স্থান স্পর্শ করিয়া আছেন, তাহাই পবিত্র স্থান এবং সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার পুণ্যজ্যোতিঃতে সমুজ্জ্বল; সুতরাং, এই বিশাল বিশ্বমন্দির পবিত্র দেবমন্দির এবং ব্রহ্মোপাসকগণ এই মন্দিরে তাঁহাদের উপাস্য দেবতাকে আরাধনা করিয়া থাকেন। দেব-পূজার জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ কোনও দেবালয়ে যাইতে হয় না; এবং সুদূর তীর্থস্থানের পথশ্রমও স্বীকার করিতে হয় না। ভক্ত এই বিশ্বমন্দিরের যেখানে বসিয়া বিশ্বনাথকে পূজা করেন, ভক্তবৎসল ভগবান্ সেইখানেই তাঁহার পূজা গ্রহণ করেন। কাষ্ঠ-প্রস্তরাদি-নির্ম্মিত মানুষের হাতগড়া দেবতা যেমন বিনষ্ট হয়, ইষ্টক-প্রস্তর-নির্ম্মিত মানুষের হাতগড়া দেবমন্দিরও সেইরূপ ভগ্ন ও বিনষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু ঈশ্বরের হস্ত-নির্ম্মিত বিশ্বমন্দির তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি, ইহা চির নূতন, চিরসরস ও চিরসুন্দর। ইহা কখনও ভক্তজনকে পূজার আসনদানে বঞ্চিত করিবে না। মানব-হস্তনির্ম্মিত দেবালয় যত সুন্দর হউক্, যত বৃহদায়তন হউক্, কালে তাহা বিনষ্ট হইবে এবং আমরাও তাহাতেও চিরকাল বসিয়া উপাসনা করিতে পারিব না। ঈশ্বরের স্বহস্ত-নির্ম্মিত আমাদের আত্মাতে, যে প্রাণমন্দিরে এবং বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে যে তাঁহার বিশ্বমন্দির, তাহাই চিরস্থায়ী এবং তাহাতে চিরদিন আমরা উপাসনার অধিকার পাইব। কাহারও সাধ্য নাই সে অধিকার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে। মর্ত্ত্যধামে অমরধামে এই দেবমন্দিরে দেব-উপাসনা করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ করি। অতএব এখন নির্ভয়ে মুক্ত-কণ্ঠে বল—"সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং"। এই সুবিশাল বিশ্বমন্দিরকে পবিত্র ব্রহ্মমন্দির বলিয়া দেখ এবং তথায় সকলে ব্রহ্মবাদিনী প্রকৃতি ও নিত্যমুক্ত ভক্ত-মণ্ডলীর সঙ্গে মিলিত হইয়া সমুদয় হৃদয়-মনঃ-প্রাণের সহিত বিশ্বেশ্বরকে পূজা করিয়া কৃতার্থ হও।

বিবিধ।

১। সমুদ্র পরিষ্কার।—যুদ্ধের পরে এখন সমুদ্র-মধ্যস্থ বারুদ-ভাণ্ডার সকল পরিষ্কার-করণ কার্য্যে কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষ তৎপরতা দেখাইতেছেন। এই কার্য্যের ভার বহু পরিমাণে গ্রেট ব্রিটেনের উপর অর্পিত হইয়াছে। ইহা অতিকষ্টসাধ্য ও বিপজ্জনক কার্য্য। একণে ইহা এতদূর সাধিত হইয়াছে, যে কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রকাশ করিয়াছেন, যে

নবেম্বর মাসের মধ্যে কার্য্য শেষ হইবে। এই গুরুতর কার্য্যক্ষেত্র ৪০ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত। এই জলরাশির মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান প্রয়োজনীয়। আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে ব্রিটিশ ও জার্ম্মানদিগের ১৯,০০০ বারুদ-ভাণ্ডার এবং ভূমধ্য-সাগরে ৩,৫০০ বারুদভাণ্ডারের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। বারুদ-ভাণ্ডার-ধ্বংসকারী তিনখানি জাহজ ব্রিটিশ সমুদ্রে ও দুইখানি ভূমধ্য সাগরে নষ্ট হইয়াছে। সমুদ্রে নিরাপদে গতিবিধির জন্যই এই কার্য্যের বিশেষ প্রয়োজন।—মহিলা বান্ধব।

২। জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুনিপুণ কাষ্ঠশিল্পকর একজন জাপানী ; সে জাপানের রাজধানী টোকিও সহরে বাস করে। সে কাষ্ঠে তাহার নিজ মূর্ত্তি এমন ভাবে ক্ষুদিয়াছে, যে সেটীকে তাহার পার্শ্বে স্থাপন করিলে বলা যায় না যে কোন্‌টী জীবন্ত কোন্‌টীর মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে, আর কোনটীর মধ্যে বহিতেছে না। বহু শিল্পপণ্ডিত এই কাষ্ঠমূর্ত্তিটীকে, বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যত মনুষ্যমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুসম্পন্ন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শিল্পকর ইহার অবয়বের উপর প্রত্যেকটী ক্ষত-চিহ্ন, শিরা ও লোলচিহ্ন এমন ভাবে প্রতিফলিত করিয়াছে, যে প্রত্যেকটী অতি স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। মূর্ত্তিটী দুই হাজার কাষ্ঠখণ্ডে নির্ম্মিত হইয়াছে; কাষ্ঠগুলি এমন ভাবে জোড়া দেওয়া হইয়াছে যে, জোড়ের একটী মুখও ধরা যায় না। চুল বসাইবার জন্য যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছদ্র করা হইয়াছে, ইহাতে কাচের যে চোখ বসান হইয়াছে, এবং ইহার চক্ষুর পাতায় যে লোম আছে, এই সকলে শিল্পকরের নিজ মূর্ত্তির সহিত যে কোন অসামঞ্জস্য আছে, তাহা ধরিবার যো নাই। জাপানী শিল্পকর এই মূর্ত্তি-গঠনকালে আপনাকে দুইটী দর্পণের মধ্যে স্থাপন করিত, এবং মূর্ত্তিখানি সমাপ্ত হইলে পর সে প্রায়ই এটীকে নিজের পার্শ্বে স্থাপন করিত ; তাহাতে দর্শকগণ বিষম গোলোযোগে পড়িত। কারণ, কোন্‌টী কাষ্ঠমূর্ত্তি ও কোন্‌টী শিল্পকর তাহা চিনিতে পারিত না। মূর্ত্তিটার এক হস্তে একটি মুখস ও অপর হস্তে তাহা ক্ষুদিবার একটি যন্ত্র রহিয়াছে। সজীব-চক্ষুবৎ চক্ষু-দুইটি মুখসটির দিকে তাকাইয়া আছে এবং মুখখানি দেখিলেই বোধ হয়, যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন—মহিলা-বান্ধব

৩ আমাদেরি যুবরাজ প্রিন্স-অব-ওয়েলস আগামী মার্চ্চ মাসের প্রথমে অষ্ট্রেলিয়া যাত্রা করিবেন, এবং আগামী শীতকালে ভারতে আসিবেন এইরূপ প্রচার।

৪। লর্ড সিংহের বিলাত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদে বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যানরূপে তার পাঠাইয়াছিলেন যে, (লর্ড সিংহের) তাঁহার পৈত্রিক বাস ভূমি বীরভূমের জন সাধারণ তাঁহাকে আন্তরিক অভ্যার্থনা করিতেছেন। প্রত্যুত্তরে লর্ড সিংহ জানাইয়াছেন যে, তাঁহার নিকট জন্মভূমির অভ্যর্থনার তুল্য মিষ্ট আর কিছুই নাই।

অন্তরের বিশুদ্ধি ও অভিসন্ধির সরলতা।

সংসারাসক্ত মানুষ মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব ক্ষুদ্রতার গণ্ডী দেখিয়া সেই ক্ষুদ্রতা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য 'মুক্তি মুক্তি' বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠে। কিন্তু 'মুক্তি মুক্তি' করিয়া বৃথা বাক্যব্যয় করিলে মুক্তি পাওয়া যায় না। এই মুক্তির জন্য সর্ব্বতোভাবে ক্রমে ক্রমে আপনাকে প্রস্তুত করিতে হয়। গভীর অভিনিবেশ-দ্বারা সাধুজনগণ জানিয়াছেন, মানুষ দুইটী বস্তুকে আশ্রয় করিয়া পার্থিব বস্তুর আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইতে পারে। সেই দুইটী বস্তু—পবিত্রতা ও সরলতা,—মানুষের মনের অভিসন্ধির সারল্য বা অকপটতা এবং প্রীতির নির্ম্মলতা। সরলতা মানবকে ঈশ্বর-লাভে অগ্রসর করিয়া দেয় এবং বিশুদ্ধি তাহাকে তাঁহার বিধান বুঝিতে সামর্থ্য প্রদান করে ও তাঁহার রসাস্বাদনে শক্তিদান করে।

মানুষ নিজের মনটাকে এরূপ ভালবাসে যে, সর্ব্বক্ষণ তাহারই সন্তোষের জন্য সে ব্যস্ত হয়—সে যাহা বলে তাহারই সমর্থন করিয়া তাহারই অধীন হইয়া থাকিতে চাহে। দেহের প্রতিও মানুষের যথেষ্ট ভালবাসা আছে। ইহা আমরা প্রত্যহই উপলব্ধি করি। মানুষের এই দেহ-মনের প্রতি ভালবাসাই অন্যান্য বস্তু অপেক্ষা জগতে তাহার অধিক অপকার করিতেছে। যেরূপ অত্যধিক প্রীতি ও আসক্তি মানুষ কোনও বস্তুর উপর স্থাপন করে, ঠিক্ সেই পরিমাণেই মানুষ সেই বস্তুর দ্বারা বশীভূত হইয়া থাকে—ঠিক্ সেই পরিমাণেই তাহার প্রভাব অনুভব করে। কিন্তু ঐ প্রীতি যদি বিশুদ্ধ, সরল ও সামঞ্জস্যময়ী হয়, তাহা হইলে পার্থিব বস্তুর বন্ধন হইতে মানুষ সহজেই মুক্ত হইয়া যায়।

সংযমাদির অভ্যাস,-দ্বারা মনকে এরূপ ভাবাপন্ন করিতে হইবে যে মন স্বভাবতঃই বলিতে থাকিবে, "যে বস্তুর প্রাপ্তি বিধিসম্মত নহে, তৎপ্রতি আমার লোভ হইবে না।" এরূপ বস্তুর প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য নহে, যাহা মানুষকে ক্ষুদ্রতায় আবদ্ধ করিয়া ফেলে বা তদ্দ্বারা তাহার আভ্যন্তর স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়া যায়। মানুষের যাহা কিছু আছে—যাহা কিছুর জন্য সে লালায়িত—সে সমুদয় লইয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করা কর্ত্তব্য। বৃথা দুঃখাগ্নিতে বসিয়া বসিয়া দগ্ধ হইলে কি হইবে? অন্যান্য চিন্তার ভার বহন করিয়া করিয়া ক্লান্তি বোধ করিলে কি হইবে? ঈশ্বর-প্রীতিতে বাস না করিলে হৃদয়ে শান্তি আসিবে না। যে মুহূর্ত্তে মানব ঈশ্বর-প্রীতিতে বাস করিবে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার আর কোনও আশঙ্কা থাকিবে না—তাহার কোনও ক্ষতি হইবে না।

মরুমরীচিকায় ভ্রান্ত জলার্থী পথিকের ন্যায় সুখের অন্বেষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুতে আকৃষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিলে কি হইবে? ইহা পরীক্ষিত সত্য যে, মানব সুখের আশায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়ায়, ততক্ষণই সে সুখের অভাব অনুভব করে; সে যতই সুখ পাউক্ না কেন, তাহার মন নিরন্তর বলিতে থাকে—'আরও

একটী হইলে হয়, আর একটী হইলে হয়।'

মানুষের সুখ বা মঙ্গল বাহ্য বস্তুর প্রাপ্তিতে বা তাহার উপচয়ে নহে। বাহ্যবস্তুর পরিহারেই সুখ—অন্তঃকরণ হইতে বাসনার মূলোচ্ছেদেই সুখ। কেবল ধনাগম, বিভবাতিশয্যের বাসনাকে পরিত্যাগ করিলে হইবে না, সম্মানেচ্ছা, যশঃস্পৃহা, শুষ্কপ্রশংসা-লিপ্সা—এই সকলকেও পরিবর্জ্জন করিতে হয়।

স্বচ্ছ-পদবীতে আরোহণ করিলে কি হইবে? হৃদয়ে যদি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে সে অবস্থা বায়ুভরে বিক্ষিপ্ত শুষ্ক পত্রেরই ন্যায়। ইহাতে মনের শান্তি স্থায়ী হয় না। বাহিরে যে শান্তির অন্বেষণ, সে শান্তি চিরস্থায়ী হয় না। জীবনের মূলভিত্তি যদি ঈশ্বরে সংস্থাপন না করিয়া অন্য কোনও বস্তুর উপর স্থাপনা করা হয়, তাহা হইলে, ইহা ধ্রুবরূপে জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, বহু পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তে মানব ঘুরিতে পারে, কিন্তু তাহার যথার্থ উন্নতি সে-স্থানে নাই।

মানুষ যদি কোনও বস্তুর প্রতি অস্বাভাবিক ভালবাসা বা আসক্তি পোষণ না করে, তাহা হইলে কোনও সৎকর্ম্মই মানুষের প্রতিবন্ধকরূপে প্রতীত হয় না। যদি কেবলমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছাই—অন্য কিছু নহে—জীবনে প্রতিফলিত করিতে ঐকান্তিক বাসনা হয়, এবং আত্মীয় স্বজনে, জ্ঞাতি, বন্ধু ও প্রতিবেশিগণের মঙ্গল-কামনা ও মঙ্গল সাধনই মানুষের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে রসে পূর্ণ আভ্যন্তর স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারে।

চিত্ত নির্ম্মল হইলে, প্রত্যেক সৃষ্টজীব মানবের নিকট এক একখানি স্বচ্ছ দর্পণ ও পবিত্র মন্ত্রপুস্তক বলিয়া প্রতীত হয়। জগতে এতাদৃশ হেয়, ক্ষুদ্র সৃষ্টবস্তু নাই, যাহার দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা, ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপ প্রকাশিত না হয়। অন্তরকে নির্ম্মল করিতে পারিলে, সাধু করিতে পারিলে, মানুষ সকল বস্তুর মধ্যেই প্রবেশলাভ করিতে পারে ও সকলই বুঝিতে সমর্থ হয়। স্বর্গ হইতে নরক পর্য্যন্ত এরূপ বস্তু থাকিতে পারে না, যাহা বিশুদ্ধান্তঃকরণের অগম্য থাকে। বিশুদ্ধ চিত্ত সকলই বুঝিতে সমর্থ।

মানুষের অন্তরটি যেরূপ হয়, বাহিরের জিনিষকেও সে সেইরূপই দেখে, সেইরূপই মনে করে। বাস্তবিক জগতে প্রকৃত আনন্দ যদি থাকে, তবে নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তিই তাহার একমাত্র অধিকারী; এবং নিদারুণ ক্লেশ বা যন্ত্রণা বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে অবিবেকী, দুরাচারই তাহা উত্তমরূপে জানে।

লৌহখণ্ডকে অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিলে, তাহা যেমন মরিচা হইতে বিমুক্ত হইয়া শুভ্র জ্যোতিতে দীপ্তি পাইতে থাকে, তদ্রূপ মানুষ তাহার মনটীকে একবার সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের দিকে ফিরাইয়া দিলে, তাহার সকল আলস্য, সকল জড়তা নিমেষের মধ্যে পরিহার করিয়া নূতন মানুষ হইয়া যায়। মানুষ আন্তরিকতা-শূন্য, উদ্যম বিহীন ও আলস্যপরতন্ত্র হইতে আরম্ভ করিলে, স্বল্প পরিশ্রমেই কাতর হয় এবং বাহ্য সুখ সম্ভোগের জন্য লালায়িত হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু মানব একটীবার সম্পূর্ণরূপে আপনাকে জয় করিতে আরম্ভ করিলে, ঈশ্বরের আদেশবাণী শিরে ধারণ করিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে বীরত্বের সহিত চলিতে আরম্ভ করিলে, সে সকল বস্তুর মোহই অতিক্রম করে। যে মোহ পূর্ব্বে তাহার নিকট অতিগুরু বলিয়া বোধ হইত, তাহা অতিতুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, সে মুক্ত হইয়া যায়।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 677. January, 1920

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৭ বর্ষ। ৬৭৭ সংখ্যা।	পৌষ, ১৩২৬। জানুয়ারী, ১৯২০।	১১শ কল্প। ৬ষ্ঠ ভাগ।

নিবেদন।

যে যা বলে বলুক, যেন তাতে টলি না।
সব ভুলে রে ভুলতে যেন, তোমায় ভুলি না!—
অ-পর যদি হতে চায় পর
পায়ে ঠেলে, নাই কিছু ডর
আমি যেন ভুলে কারেও,—মাথায় ঠেলি না।
ঝঞ্ঝাঘাতের আঘাত বেগে পিছে হেলি না॥

চক্র দিয়ে সৃজলে যারে সর্প তাহার নাম
জানি,—তবু মানি তোমার সৃষ্টি-শোভা সাম!
চক্র' পরে চরণ তোমার
স্পষ্ট দেখি ভুল কোথা তার
দংশনে তার বিষের জ্বালাও তুচ্ছ বলি না।
তবুও সে সৃষ্টি তোমার, যেন ভুলি না!

দন্ত নখর ভীষণ প্রখর, উজ্জ্বল কঠোর দৃষ্টি,
ব্যাঘ্র!—ওগো হোক না, তবু সেও ত·
তোমার সৃষ্টি!
তর্জ্জনে তার বধির শ্রবণ
নখাঘাতে আকুল জীবন
হয়ত হোক, তবুও বিধান মন্দ বলি না,
আমি যেন হিংসিতে তায় হিংসা তুলি না!

মিছে করি তর্ক দ্বন্দ্ব মনের মলাতে
হিসাব নিকাশ থাক তোমার পায়ের তলাতে!
লাঞ্ছনা-ঘায় জড়ে দলে
এস মম চেতন-মূলে,—
হৃদয়-পদ্ম পরিমলে, ফুটাও সান্ত্বনা
আঘাত-ব্যাঘাত তুমিই যেন, ভুলেও ভুলি না!

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

গানের স্বরলিপি।

ভৈরবী—একতালা।

আর দুখেরে ভয় করবো না—
দুঃখ-রথে তুমিই আস,
আমি মরণ এলেও মরব না!
আস্‌চো তুমি প্রাণে আমার
সুখে আমার—দুঃখে আমার;
যে দিন আকাশ ঘন আঁধার
সে দিনও যে ডরব না!
আসে আসুক্ নিবিড় কালো,—
জানি তোমার স্নেহ-করুণ
দৃষ্টি আছে সমান ভালো!
মৃত্যু হানা দিক্ না দ্বারে
জান্‌বো তোমায় বারে বারে;
আমায় নূতন করে ফুটা'তে চাও
আমি মরব না যে ঝরব না॥

কথা ও সুর—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এল।

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

অস্থায়ী।

[দা]

২´ ৩ ০ ১
সা II {জ্ঞা -া জ্ঞা। জ্ঞা জ্ঞরা -সা। সঋা -জ্ঞা ঋা। সা -া -া}I
আর দু ০ খে রে ভ০ য় ক০ র্ ব না ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I সা -া সা। ঋাঃ সঃ -ণ্া। সা জ্ঞা -া। রা সজ্ঞা -ঋসা I
দু ঃ খ র থে ০ তু মি ই আ স ০০

২´ ৩ ০ ১
I সনা সা সঋা। ঋা ঋা জ্ঞা। সা -সজ্ঞা ঋা। সা -া -া II
আমি ম রণ্ এ লে ও ম র ব না ০ "আর"

অন্তরা ।

২´
[-দা দা মা] ৩ ০ ১
II {-পা মপা দা । দা দা -ণা । ণা ণা র্সা । র্সা র্সা -া I
০ আস্ চো তু মি ০ প্রা ণে ০ আ মা র্

২´ ৩ ০ ১
র্স´ র্স´
I র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া । র্জ্ঞা র্জ্ঞর্রর্সা -র্সা । র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া । র্ঋা র্সা -া} I
সু খে ০ আ মা০০ র্ দু খে ০ আ মা র্

২´ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা -া । র্ঋা র্সাণ -া । ণা ণা -া । দা পা -া I
যে দি ন্ আ কা শ্ ঘ ন ০ আঁ ধা র্

২´ ৩ ০ ১
I জ্ঞা জ্ঞা -া । জ্ঞা জ্ঞঋা সা । সঋা -জ্ঞা ঋা । সা -া -া II
সে দি ন্ ও যে০ ০ ড০ র্ ব না ০ "আর"

সঞ্চারী ও আভোগ ।

২´ ৩
[ঋা সা -ণ্া । দা দাঃ -ণঃ]
৩ ০
II { সা সা -া । ঋা সাঃ -ণ্ঃ । সা রজ্ঞা -া । রা মজ্ঞা -ঋসা I
আ সে ০ আ সু ক্ নি বি০ ড়্ কা লো ০০

২´ ৩ ০ ১
I সা সা -ঋা । ঋা ঋা -া । ঋঋা ঋা -া । ঋা ঋা -জ্ঞা I
জা নি ০ তো মা র্ স্নে০ হ ০ ক রু ণ্

২´ ৩ ০ ১
I সা -া ঋা । ঋা ঋা -জ্ঞা । সা ঋসা -া । ণ্া সা -া} I
দূ ০ টি আ ছে ০ স মা০ ন্ ভা লো ০

২´
[-দা দা মা]
৩ ০ ১ র্ র্জ্ঞ´
I { -পা মপাদ দা । দা দা -ণা । ণা -র্সা র্সা । র্সা র্জ্ঞা র্ঋর্সা I
০ দুঃ০ ত্রা হা না ০ দি ব্ না যা বে ০০

২´ ৩ ০ ১
ঋ´ ঋ জ্ঞ´
I র্সা -া ঋা। ঋা জ্ঞা -ঋর্সা। ঋা ঋজ্ঞা -া। ঋা র্সা -া I
জা নু বো তো মা ০য় ০বা রে০ ০ বা রে ০

২´ ৩ ০ ১
I দদা র্সা র্সর্সা। ঋা র্সা -া। পা পা া। দা পা -া I
আমার নু তন্ ক রে ০ কু টা ০ তে চা ও

২ ৩ ০ ১
I জ্ঞজ্ঞা জ্ঞজ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞা জ্ঞা ঋর্সা। সঋা -জ্ঞা ঋা। সা -া
আমি মর্ ব না যে ০০ ঋ০ র ব না ০
-া II II

"স্বর"

সোনার কমল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

বড় সুখেই শ্রীপতির জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত হইতে লাগিল। ধন, মান, যশঃ, রূপ, যৌবন, স্বাস্থ্য, অনুরূপা প্রিয়তমা পত্নী, স্নেহশীলা জননী—এ সংসারে তাঁহার কোন কিছুরই অভাব ছিল না। কমলকে গৃহে আনিয়া তাঁহার সুখের মাত্রা যেন আরও চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। এত সুখ বুঝি মানুষের অদৃষ্টে ঘটে না! বালিকা কমল "রূপে লক্ষ্মী" "গুণে সরস্বতীর" ন্যায়, তাঁহার অন্তরের ভিতরে বাহিরে মধু ঢালিয়া দিয়াছিল। কমলের মত গুণবতী বধূ লাভ করিয়া শ্রীপতির মাতাও অল্প সন্তুষ্ট হন নাই। কমল শাশুড়ীর সমস্ত কাজগুলি নিজের হাতে তুলিয়া লইল। প্রভাতে উঠিয়া স্নান করিয়া শাশুড়ীর পূজার ফুল তুলিয়া আহ্নিকের স্থান করিয়া, মায় তাঁহার জলখাবারের ফলগুলি পর্য্যন্ত গুছাইয়া রাখিত। তাহার পর তাঁহার হবিষ্যান্নের যোগাড় করিয়া দিয়া কাছে বসিয়া থাকিত, শাশুড়ীর অনুমতি পাইলে তবে কার্য্যান্তরে চলিয়া যাইত। এমন রূপ, এমন গুণ যে বধূর, কোন শাশুড়ী সে বধূকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন? দুইদিনেই যেন কমল সকলকার চিরপরিচিত হইয়া উঠিল। তাহার কার্য্যকলাপ দেখিলে কে বলিবে সে ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা মাত্র! কে বলিবে অতিশয় অল্পদিন তাহার বিবাহ হইয়াছে! এ যেন তাহার জন্ম-জন্মান্তরের পরিচিত গৃহ। এ গৃহের সহিত যেন তাহার যুগ যুগান্তর হইতে সম্বন্ধ বন্ধন ছিল। কমল যে রকম ভাবে সংসারের কাজ করিত, অনেক নিপুণ গৃহিণী-

রাও সে-রকম পারেন না। শ্রীপতির ঘরটী সে এমন ভাবে সাজাইয়াছে, যাহা ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার কোন ভৃত্যই পারে নাই। প্রত্যহ নিজের হাতে টেবিল, চেয়ার, দেরাজ, আল-মারি প্রভৃতি গুলি ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া গুছাইয়া জুতাটি পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিয়া, স্বামী কখন্ কোন্ কাপড়গুলা পরিবেন্, সেগুলি সম্মুখে গুছাইয়া রাখিত। কাগজ, কলম, খাতা, বই, পেন্‌সিল প্রভৃতি যখন যা কিছুর দরকার হয়, শ্রীপতি তখনি তাহা সম্মুখে দেখিতে পান্। কোন জিনিষ চাহিবার পূর্ব্বেই কমল তাহা তাঁহার সম্মুখে আনিয়া হাজির করে। তখন তিনি দুই হস্তে সাদরে কমলের মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া সপ্রেম দৃষ্টিতে চাহিয়া বলেন, "তুমি আমার মনের কথা কেমন করে জান্‌তে পার, বলত! এটা যে আমার এখন চা'ই, তা, তোমাকে কে বলে দিলে?"

কমলরাণী হাসিয়া উত্তর করে, "কে আবার বল্‌বে? তুমি যে আমার দেবতা, আমি যে তোমার সেবিকা। দেবতা কি কথা ক'য়ে তাঁর সেবিকাকে বলে দেন, তাঁর কি চাই? দেবতার মন বুঝেই সেবিকা তাঁর কাজ করে যায়!

শ্রীপতি সস্নেহে তাহাকে বক্ষে ধরিয়া বলেন, "তুমি ভারি দুষ্ট! তোমার কাছে কথায় পার্‌বার যো নেই! এইটুকু বয়েসে এত কথা কোথ্‌কে শিখ্‌লে বলত?"

শ্রীপতি ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া মনে মনে বলেন "কত জন্মের সুকৃতি-ফলে এমন প্রেমময়ী সরলা স্ত্রী পেয়েছি।" আর কমলের মনের ভাব অবর্ণনীয়, এত সুখ, এত ঐশ্বর্য্য এমন দেবদুর্লভ স্বামী যে তাহার অদৃষ্টে মিলিয়াছে, সে যেন একথা বিশ্বাস করিতে পারিত না! তাহার মনে হইত সে যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছে। সর্ব্বদাই যেন কেমন "হারাই" "হারাই" আশঙ্কা তাহার হৃদয় অধিকৃত করিয়া থাকিত। রাত্রিতে শয়ন করিয়া গল্প করিতে করিতে শ্রীপতি যখন ঘুমাইয়া পড়িতেন্, কমল তখনও তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া হয় পা টিপিত, না হয় বাতাস করিত। কিম্বা কেবল অনিমেষনেত্রে মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিত। অর্দ্ধ-রাত্রে নিদ্রা-ভঙ্গের পর হয়ত, শ্রীপতি চাহিয়া দেখিতেন, সেবানিরতা কমল তখনও পর্য্যঙ্ক বসিয়া আছে। তখন তিনি কমলকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিতেন, "একি কমল! তুমি এখনও ঘুমোও নি! অসুখ করবে যে!" কমল তখন স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িত। ঘুমের ঘোরে কত সুখ-স্বপ্ন দর্শন করিত। আর শ্রীপতি সেই নিমিলিত চক্ষু-যুগলে চুম্বন করিয়া হৃদয়ে অসীম তৃপ্তি অনুভব করিতেন্। এমনই সুখে তাঁহাদের দিনগুলি ভাসিয়া যাইতেছিল। কিন্তু চিরদিন অবিচ্ছিন্ন সুখভোগ কাহারও অদৃষ্টে ঘটে না। তাঁহাদেরও এ মিলনের মধুর দিনগুলি সহসা বিষাদে ভরিয়া গেল। এ সুখ-স্বপ্ন অচিরে ভগ্ন হইয়া গেল। তাঁহাদের সুখের অঙ্কে যবনিকা পড়িল।

আশ্বিন মাস আসিল। বঙ্গে দুর্গোৎসব সমাগত। শ্রীপতির বাটীতে বরাবর মহা সমারোহের সহিত দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। সরকার গোমস্তাগণ বাজারের ফর্দ্দ লইয়া ব্যস্ত। ভৃত্যবর্গ চারিদিকের কাজে ছুটাছুটি লাগা-ইয়াছে। যাত্রার দল বায়না লইয়া গিয়াছে।

নববস্ত্র এবং নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারে শ্রীপতির ভাণ্ডার পূর্ণ। নহবতে সানাই আগমনী গাহিতেছে। হালুইকরগণ মাথায় গামছা বাঁধিয়া মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছে। শ্রীপতির মাতা কমলের কাছে বসিয়া দেখাইয়া দিতেছেন, কমল অতি নিপুণভাবে বরণডালা সাজাইতেছে। সে প্রতিমা বরণ করিবে, তাহার আনন্দ দেখে কে ?

সুদক্ষ শিল্পি দ্বারা কমলের জন্য এক সুট জড়োয়ার গহনা প্রস্তুত করাইয়া শ্রীপতি নিজের হাতে কমলকে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "কেমন! গয়না-গুলো তোমার পছন্দ হয়েছে ত ?"

কমল বলিল, "তোমার পছন্দ হলেই আমার পছন্দ! যার এমন দেবদুর্লভ স্বামী গয়না কি আর তার চ'খে বেশী সুন্দর ঠেকে!"

শ্রীপতি তাহার খোঁপাটী নাড়িয়া দিয়া সহাস্যে বলিলেন, "কথায় তোমাকে কোন দিন এঁটে উঠ্‌তে পারলুম্ না।"

আজ সপ্তমী তিথি। রসুন-চৌকি ও সানাইয়ের গানে শ্রীপতিমোহনের বৃহৎ বাটী মুখরিত করিয়া তুলিল। ব্রাহ্মণ পূজায় বসিলেন। বালকের দল কাঁসর ও ঘড়ী বাজাইবার জন্য বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিল। কমল নব বসনভূষণে সজ্জিতা হইয়া "ঠাকুর দালানে" আসিয়া প্রতিমা দর্শন করিয়া নিজের জন্ম সার্থক মনে করিল। কিন্তু অন্যান্য বারে যেমন সমাগত দর্শকমণ্ডলীতে শ্রীপতির বৃহৎ দালান ও প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া যায় এবার তাহার কিছুই দেখা গেল না। বাড়ীর ভৃত্যবর্গ লোকজন এবং জনকতক বালক ভিন্ন এবার দর্শক আদৌ নাই। পুরোহিত পূজা সমাপনান্তে আরতি শেষ করিলেন। দিবা-দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল। সমস্ত গ্রামের লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিল, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের জন্য নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজনেরও দেখা নাই। শ্রীপতি কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সরকারকে ডাকিয়া কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। সরকার তালিকা পাঠ করিয়া সকলের নাম শুনাইল। কাহারও নাম ভুল হয় নাই। প্রত্যেক বৎসরের ন্যায় নিজগ্রাম এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে যেখানে সেখানে নিমন্ত্রণ করা হয়, এবারও সেই সমস্ত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তবে তাঁহাদের না আসিবার কারণ কি ? শ্রীপতি ইহার কোন কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতিবেশিগণকে আহারের নিমিত্ত ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলা বাহুল্য, তাহারা এই আহ্বানের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে বাছা বাছা কতক জন দলপতি শ্রীপতির বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া শ্রীপতি অগ্রসর হইয়া বলিলেন "আসুন, আসুন, আপনাদের এত দেরি হ'ল কেন ? অনুগ্রহ করে আহারে বসে যান্, পাতা প্রস্তুত, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তাহারা কিন্তু কোন উত্তর দিল না। পরস্পর মুখাবলোকন করিয়া ইঙ্গিতে যেন কি বলাবলি করিল। তাহার পর এক ব্যক্তি বলিল, "মাপ্ করবেন্। আমরা আপনার বাড়ীতে খেতে পার্‌বো না।"

কথাগুলি শুনিয়া শ্রীপতি বিস্মিত ; তাঁহার সমস্ত লোকজন স্তম্ভিত। শ্রীপতির মুখের উপর এমন অপমান-সূচক উত্তর শুনিবার আশা কেহ করে নাই। উচ্ছ্বসিত ক্রোধবেগ প্রশমিত করিয়া শ্রীপতি বিনীতভাবে বলিলেন, “এর কারণ? আপনাদের কথার অর্থ ত কিছু বুঝতে পারলুম না।”

সে ব্যক্তি দৃঢ়স্বরে বলিল, “অর্থ আবার কি! আমরা আপনার বাড়ীতে খেতে পারব না, এই আর কি?

ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া শ্রীপতি বলিলেন, “আমার অপরাধ?”

সে সেইরূপ উত্তেজিতভাবেই বলিল, “অপরাধ আপনার কেন হতে যাবে, অপরাধ আমাদেরই। আপনি বড় লোক যা করবেন, তাই শোভা পাবে। আমরা গরিব মানুষ, পাঁচজন জ্ঞাতিকুটুম্ব নিয়ে আমাদের থাকতে হয়, জাত কুল মেনে চলতে হয়, সমাজ-বিরুদ্ধ কোন কাজত' আমরা করতে পারি না।”

শ্রীপতি বলিলেন, “আপনাদের এ সমস্ত হেঁয়ালির কথা ত' আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না! কি হয়েছে আমাকে স্পষ্ট ক'রে বলুন! প্রতি বৎসর সকলেই ত' মায়ের প্রসাদ পেয়ে থাকেন, এ বৎসর কি ত্রুটি হ'ল আমাকে বুঝিয়ে দিন।”

আর এক ব্যক্তি জিহ্বা কাটিয়া, মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, ‘মা মাথায় থাকুন, মায়ের প্রসাদে ত্রুটি হবে কেন? আপনি আরজা কন্যা বিবাহ করেছেন, সুতরাং আপনার বাড়ীতে খেলে পর আমাদের সমাজচ্যুত হতে হবে।”

অতিরিক্ত অপমানে, লজ্জায় ক্রোধে শ্রীপতির মুখখানা অস্বাভাবিকরূপে রাঙা হইয়া উঠিল। তাঁহার আপাদ মস্তক কাঁপিতে লাগিল। কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি এক-খানা চৌকির উপর বসিয়া পড়িলেন। লোকগুলা চলিয়া গেল। তাহারা যেন পরামর্শ করিয়াই শ্রীপতিকে অপমানিত করিবার জন্য আসিয়াছিল। শ্রীপতি প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় কিয়ৎক্ষণ নীরব নিঃস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি উঠিয়া তাঁহার জনৈক জ্ঞাতি খুল্লতাতের নিকট গিয়া বলিলেন, “কাকা, এ সব কি শুনতে পাচ্ছি।”

খুড়া-মহাশয় তাঁহার নেয়াপাতি ভুঁড়িটি বাহির করিয়া একখানি আটহাতি থানপাড় ধুতি পরিয়া তাঁহার গৃহের দাওয়ায় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন, উত্তপ্তমস্তিষ্ক শ্রীপতি একেবারে তাঁহার নিকটে গিয়া বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কাকা, এসব কি শুনতে পাচ্ছি!” তিনি বলিলেন কি সব শুনতে পাচ্ছ, শ্রীপতি?”

কিছু ইতস্ততঃ করিয়া শ্রীপতি বলিলেন, “আপনারা সব নাকি আমার বাড়ীতে খাবেন্ না?”

মুখটা ভার করিয়া খুব গম্ভীরভাবে খুড়া-মহাশয় বলিলেন, “তা কেমন ক'রে খাব বাবা! তুমি যদি জাত দাও, আমরা ত' তোমার সঙ্গে জাত দিতে পারব না!”

শ্রীপতি স্তম্ভিত। সরলচিত্ত সংসারানভিজ্ঞ যুবক বুঝিতে পারেন নাই যে, এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নেতা এই খুড়া মহাশয়। শ্রীপতির অতুল ঐশ্বর্য্য এবং দেশভরা যশঃ সমস্ত

জ্ঞাতিবর্গেরই ঈর্ষার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।' কি প্রকারে তাহাকে অপমানিত ও অপদস্থ করিবে, তাহারই সুযোগ অনুসন্ধানে তাহারা রত ছিল। উত্তরের আশায় খুড়া মহাশয় শ্রীপতির মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু শ্রীপতি কোন কথা কহিলেন না। নীরব নিঃস্পন্দভাবে নতমস্তকে বসিয়া রহিলেন। তখন খুড়া মহাশয় পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তোমরা এখনকার সব ছেলেরা বাপু, দুপাত ইংরিজি পড়ে একেবারে খ্রীষ্টান হয়ে উঠেচ। জাতিধর্ম্মও মান না, গুরুজনের পরামর্শও নাও না, যা মন যায়, তাই কর। এমন কর্‌লে কি আর জ্ঞাতিকুটুম্ব নিয়ে বাস করা চলে? কি বল্‌ব বাপু, তোমরা ত আর আমাদের চাও না। যদি চাইতে তাহলে আর এমন কাজ কর্‌তে পার্‌তে না।"

শ্রীপতি সমস্ত মনটা সংযত করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনাদের চাই না এমন কথা কে বল্লে? আপনাদের না হলে থাকব কাকে নিয়ে?"

উদ্ধতভাবে খুড়া মহাশয় বলিলেন, "কই আর আমাদের চাও বাপু, চাইলে কি আর এমন কাজটা কর্‌তে পার্‌তে?"

ধীরে ধীরে শ্রীপতি বলিলেন "জ্ঞান-কৃত এমন কি অপরাধ করেছি তাতো বুঝতে পাচ্চি না। যদি না জেনে করে থাকি আমায় ক্ষমা করুন। আমি ত আপনাদের সন্তান।"

শ্রীপতিকে এমনি কাতরভাবাপন্ন দেখিয়া খুড়া মহাশয়ের অন্তরাত্মা আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি মনোভাব গোপন করিয়া মুখে গাম্ভীর্য্যের ভান করিয়া বলিলেন, "এই যে বাপু, যখন বিয়েটা করেছিলে একবার আমাদের মত নিয়েছিলে কি? মত নেওয়া চুলোয় যাক্, একবার মুখের কথাও বলনি যে কোথায় বিয়ে ক'চ্ছ। একবার পরামর্শ করা তখন দরকার মনে কর্‌লে না, যা মন হল, তাই করলে, একেবারে হুম্ ক'রে বিয়ে করে নিয়ে এলে।"

কুণ্ঠিতভাবে শ্রীপতি বলিলেন, "কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেছল, পরামর্শ করবার সময় পাইনি। তার জন্যে ক্ষমা চাইচি।"

খুড়ামহাশয় বলিলেন "এমন কি তাড়াতাড়ি বাপু! বিয়ে না করলে তোমার কি জাত যাচ্ছিল! কথায় বলে লাখ কথা নইলে বিয়ে হয় না। যেমন তাড়াতাড়ির বিয়ে তার ফলও তেমনি হয়েছে। তখন যদি একবার আমাকে জানাতে বাপু তাহলে আর এ বিভ্রাটটি ঘট্‌ত না! ক্ষমা চাইলে আর এখন হবে কি? যে কাজ করেছ, তাতো আর ফির্‌বে না। রায় বংশের এতবড় নামটা ডুবুলে? বাপ্‌-পিতামহর মাথা হেঁট করালে? তোমার জন্যে আমি শুদ্ধ লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি না। সবাই বলে, দুর্ল্লভবাবু, তুমি থাক্‌তে তোমার ভাইপো এমন একটা অঘরের মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে এল! যাই হোক্, তুমি আমার ভাইয়ের ছেলে ত বটে! তোমার বাপ্ আমার স্বর্গীয় দাদা মহাশয় আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজই কর্‌তেন্ না! আহা! কি ভালই বাস্‌তেন আমাকে! তোমরা কি আর বাপু, এখন আমাদের গ্রাহ্য কর? আমরা মুর্খ, আমরা গরিব।"

নিতান্ত অপরাধীটির মত শ্রীপতি

বলিলেন, "আমি যে অপরের মেয়ে বিবাহ করেছি তার প্রমাণ কি?"

খুড়ামহাশয় বলিলেন, "প্রমাণ আছে বই কি, বাবা! আমরা ত আর কাঁচা ছেলে নই যে, প্রমাণ না পেয়ে এত বড় একটা কথা বলব! তোমার শ্বাশুড়ী ঠাক্‌রুণটির বাড়ী কোথায় তা জান কি?"

শ্রীপতি ধীরে ধীরে বলিলেন দেবীপুরে।

খুড়ামহাশয় বলিলেন, "হাঁ দেবীপুরই বটে! কিন্তু কি সূত্রে তিনি এখানে এসে বাস করচেন? নিজের দেশ ভূঁই ঘর ভিটে ত্যাগ করে তাঁর পলাশপুরে থাক্‌বার কারণটা কি, সে খপর কিছু রাখ কি?"

পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে শ্রীপতি বলিলেন, "না"।

মুখ টিপিয়া একটু বক্র হাসি হাসিয়া খুড়ামহাশয় বলিলেন, "তবে? দেশভূঁই ফেলে, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে এমন ভাবে বিদেশ বিভূঁইয়ে কোন ভদ্র ঘরের মেয়ে থাকে কি, বল্‌তে পার?

শ্রীপতি নীরব। খুড়া-মহাশয় পুনর্ব্বার একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ওঁর স্বামীর মৃত্যুর পরে একটা চাবার সঙ্গে এখানে পালিয়ে আসেন। তার পর তোমার স্ত্রীর জন্ম হয় বুঝ্‌লে কি না! আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে তুমি অনুসন্ধান করে দেখ্‌তে পার।"

শ্রীপতির মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি চক্ষে সমস্ত অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল বুঝি তাঁহার পায়ের তলা হইতে পৃথিবীটা সরিয়া যাইতেছে। দুই হস্তে মাথাটা জোরে টিপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুপরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "এর কি কোন প্রতিকার হতে পারে না?"

গর্ব্বিত ভাবে খুড়ামহাশয় বলিলেন, "প্রতিকার আর এখন কি হবে বাপু! আগে যদি একটু আমি জান্‌তে পারতুম তাহলে কি আর এ কাণ্ডটি ঘট্‌তে দিই!" বলিয়া তিনি একটু চুপ করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তবে যদি এক কাজ কর্‌তে পার, বউটিকে ত্যাগ ক'রে একটা প্রায়শ্চিত্ত টায়শ্চিত্ত করে ফেল্‌তে পার, তা'হলে সব গোলই মিটে যাবে। পুরুষের কি আর জাত যায়? সমাজই আর কেরে বাপু, সেও ত আমরাই। একটা প্রায়শ্চিত্ত করে ফেল্লে, বউটিকে ত্যাগ কর্‌লে, আর কার সাধ্যি কিছু বলে! আর কাজটাও এমন কিছু শক্ত নয়! খুব সহজই!"

শ্রীপতি নীরবে চলিয়া গেলেন। খুড়া-মহাশয় কাজটা যত সহজ বলিয়া বর্ণনা করিলেন শ্রীপতির তত সহজ বলিয়া মনে হইল না। কোন্ অপরাধে সরলা বালিকা পরিণীতা ধর্ম্মপত্নীকে তিনি পরিত্যাগ করিবেন? কোন্ প্রাণে তাহাকে জন্মের মত বিদায় দিবেন? শ্রীপতি তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, সে ভালবাসার কোন-খানে স্বার্থগন্ধ ছিল না। শ্রীপতি বাড়ী আসিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন না। বাহিরের একটা প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়া রহিলেন, তাঁহার অন্তর মধ্যে যে কি বিপ্লব ঘটিতেছিল, তাহা তিনিই জানেন। প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যরাশি দীন-দরিদ্রগণ যত পারিল খাইল, বাকি প্রচুর পরিমাণে বাঁধিয়া লইয়া গেল। তাহাদের জন্য যে সকল নূতন কাপড় আনিয়াছিল তাহা কতক তাহারা পাইল কতক ভৃত্যবর্গ আত্মসাৎ

করিল। শ্রীপতি কিছুই দেখিলেন না। যাত্রার দল আসর সাজাইতেছিল, শ্রীপতি নিষেধ করিয়া দিলেন—"যাত্রা হইবে না।" এমেচার পার্টির যুবকের দল থিয়েটার করিবার জন্ত ষ্টেজ বাঁধিতেছিল, শ্রীপতি বলিয়া দিলেন—"থিয়েটার বন্ধ করে দাও।" মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত আমোদ-প্রমোদ যেন ঘোর বিষাদে পরিণত হইয়া গেল। সমগ্র গ্রামময় এই কথাটা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিল। নিষ্কর্ম্মা নরনারীর দল ঘাটে পথে এই আলোচনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এদিকে শ্রীপতি সমস্ত দিন জলবিন্দুও স্পর্শ করিলেন না; স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি চোখ মুখ ফুলাইয়া ফেলিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, "যে বিধবাকে দেখিলে অন্তরে ভক্তির উদ্রেক হয় তাহার এই চরিত্র! যাহার মূর্ত্তি পবিত্রতা এবং সরলতার আধার বলিয়া মনে হয়, তাহার ভিতর এত কুটিলতা! ছি! ছি! তার এই হীন চরিত্র! তিনি আকুল হইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "কমল! কমল! সত্যই কি তুমি তাই! সত্যই কি তোমার দেহে নীচ শোণিত প্রবাহিত? না না কখনই তা নেই! আমার মন বল্‌ছে—তুমি নির্ম্মল, পবিত্র! তোমাকে ছেড়ে আমি যে বাঁচ্‌ব না!"

আবার ভাবিতে লাগিলেন, "যদি সত্যই তাই হয়, তবে সে দোষ কি কমলের? কমলের জন্মের জন্ত কি কমল দায়ী? কমল যে অনাঘ্রাত পবিত্র কুসুম, দেব-পূজার যোগ্য, আমি তাকে বুকে তুলে নিয়েছি, এখন কোন্ প্রাণে পাষণ্ডের মত তাকে দূরে নিক্ষেপ ক'রব। কেমন ক'রে সে কোমল কমলকে পদদলিত ক'রবো! না, না, আমি তা পারব না। যে যা বলে বলুক,—আমি কারও কথা শুনব না। আমি দেশ চাই না, সমাজ চাই না, জাতি চাই না, সবাই আমাকে ত্যাগ করুক্, নিন্দুকের সহস্র রসনা আমার নিন্দা বাদ করুক্, তবু আমি কমলকে ত্যাগ করতে পারব না। কমলকে নিয়ে আমি দেশান্তরে বাস ক'র্‌বো; নির্জ্জন স্থানে গোপনে থাক্‌ব সেও ভাল।

শ্রীপতি যখন মনে মনে এই সংকল্প স্থির করিয়া হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া তুলিলেন, ঠিক্ সেই সময়ে তাঁহার মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "শ্রীপতি! একি সর্ব্বনাশ করেছিস্ বাবা! বউমা নাকি অঘরের মেয়ে? এই কথা নিয়ে ও বাড়ীর অতুলের মা আমাকে নানান কথা শুনিয়ে দিলে। ঘাট থেকে যখন নেয়ে আসি তখন আমার জল একটু তার গায়ে লেগেছিল ব'লে সে মাটির কলসীতে জল নিতে এসেছিল, কলসীটা ঢুম করে ফেলে দিলে। আর যে কথা বল্‌লে সে আর তোর কাছে কি বল্‌ব! কি কর্‌লি বাবা, জাত কুল মান সব গেল! এখন আমি লোকের কাছে মুখ দেখাব কেমন করে?"—

শ্রীপতির সকল সঙ্কল্প ভাসিয়া গেল। মাতৃ-বৎসল পুত্র সব সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু মাতার কষ্ট সহ্য করিতে পারিত না। মায়ের কথা শুনিয়া তিনি উঠিয়া বসিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "চুপ্ কর মা! কেঁদ না। আমি তোমার চখে জল দেখ্‌তে পারি না, এখনি আমি সমস্ত আপদ দূর ক'রে দিচ্ছি, তুমি বাড়ীর ভেতর যাও।"

মাতা চলিয়া গেলেন। তখন ঠিক সন্ধ্যা হইয়াছিল, শারদ সপ্তমীর শশী গাছের আড়াল হইতে উঁকি দিয়া ধরণীর কার্য্য দেখিতেছিলেন। দিনের আলোক মনে করিয়া কাকগুলা মাঝে মাঝে 'কা কা' করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল। পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ দেবীর আরতির আয়োজন করিতেছিলেন। শ্রীপতি বাহিরে আসিয়া বাটীর বৃদ্ধ গোমস্তা নীলকণ্ঠ চক্রবর্ত্তীকে ডাকিয়া বলিলেন, "শীগ্‌গির বেহারাদের ডাক্‌তে পাঠান, পাল্‌কি নিয়ে এখনি কমলকে তার মায়ের কাছে পলাশপুরে রেখে আসুক্‌।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া শ্রীপতি উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কি, কথাটা কানে গেল না নাকি ?"

বৃদ্ধ নীলকণ্ঠ তখন ভয়ে ভয়ে জড়সড়ভাবে বলিল, "হুজুর, ভাল করে না জেনে শুনে শুধু পরের কথায় মা লক্ষ্মীকে আজকের দিনে কাল সাঁজিতে ঘরের বার করে দেবেন না।"

বজ্রগম্ভীরস্বরে শ্রীপতি বলিলেন, "তাতে তোমার কি ? তোমার কাছে আমি কোন উপদেশ চাইনি। তোমাকে যা বল্লুম, শীগ্‌গির আমার আদেশ পালন কর। আর তুমি যদি সঙ্গে যেতে না পার, একাই বেহারাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।"

নীলকণ্ঠ আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। শ্রীপতির মুখের ভাব দেখিয়া তিনি ভীত হইলেন। শ্রীপতির এ রকম ক্রোধ, এমন রূঢ় কথা, এ প্রকার মুখভাব, তিনি জীবনে কোন দিন দেখেন নাই। তিনি অতি সত্বর প্রভুর আদেশ পালন করিলেন। পাল্‌কি শ্রীপতির নিজের ছিল, বাহকগণ আসিয়া তাহা নামাইয়া ঠিক করিয়া লইল। অনেক দাসী কমলকে ডাকিতে গেল। কমল ইতঃপূর্ব্বে সমস্তই শুনিয়াছিল। শুনিয়া সে বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়াছিল। ভাল মন্দ কোন কথা কহিল না, একটী প্রতিবাদ করিল না; তাহার নয়ন হইতে একটী অশ্রুকণাও নির্গত হইল না। তাহার হৃদয়ের উৎস যেন একেবারে শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল। দাসী আসিয়া ডাকিল "এস মা, বাবু বলে দিলেন তোমাকে পলাশপুর যেতে হবে।" কমল সমস্তই বুঝিল। বলিল "একটুখানি দাঁড়াও ঝি, এখনি আস্‌চি।" এই বলিয়া কমল নিজের শয়নকক্ষে গিয়া শ্রীপতিদত্ত নূতন গহনাগুলি একে একে সমস্ত খুলিয়া একটা বাক্সে রাখিল, পরিধেয় মূল্যবান কাপড়খানি রাখিয়া একখানি অতি সামান্য জীর্ণ মলিন বস্ত্র পরিধান করিল। তাহার পর গহনার বাক্সটি হাতে করিয়া স্বপ্নাদিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ঝির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

যাইতে যাইতে কমল বলিল, "ঝি কোথায় তিনি ? একবার কি দেখা হতে পারে না ? জন্মের-শোধ একটিবার।"

কমলের কথা শুনিয়া ঝির চক্ষেও জল দেখা দিল। আঁচলে চোখ দু'টা মুছিয়া বলিল "আহা ! এমন লক্ষ্মী বউর কপালে এই ছিল গা"—বাবু বাইরে টেবের ঘরে শুয়ে আছেন। এস মা, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

কমলকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া ঘরটী দেখাইয়া দিয়া ঝি বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে আজ যে কমলের বুকটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল। এ ঘর আজ তার নয়। এ দেবতুল্য স্বামীর উপর আজ

তাহার কোনও অধিকার থাকিবে না। কমল দেয়ালে ঠেস্ দিয়া ক্ষণেক দাঁড়াইল। ঝি বলিল, "যাওনা মা, বাবু একলা শুয়ে আছেন।"

কম্পিত পদে কমল প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, শ্রীপতি বালিশে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। কমল গহনার বাক্স ও চাবির থলেটী ধীরে ধীরে পালঙ্কের এক পার্শ্বে রাখিয়া পালঙ্কের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নত হইয়া শ্রীপতির দুই পায়ের উপর মাথা ঠেকাইল। এইবার তাহার উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ যেন হৃদয়ের দ্বার-প্রান্তে আসিয়া ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। জন্মের মত সে স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া চলিয়াছে। এ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইতে তাহার প্রাণ যে চায় না। এ দেবসেবায় বঞ্চিত হইয়া তাহার ব্যর্থ নারীজন্ম লইয়া কেমন করিয়া সে জীবনের সুদীর্ঘ দিনগুলা অতিবাহিত করিবে? এই ত তাহার জীবনের মধুর প্রভাত মাত্র দেখা দিয়াছিল। এখনই তাহার সুখ-সূর্য্য অস্তমিত হইয়া যাইবে, সে কথা সে ত ভাবে নাই। কিন্তু বালিকা তাহার হৃদয়ের অপরিসীম শক্তিবলে শীঘ্রই আত্মসংবরণ করিয়া লইল। ভাবিল, "ছি ছি—আমি এমন স্বার্থপর! আমার নিজের দুঃখের ভারেই অবনত হয়ে পড়্‌ছি, স্বামীর কথাতো ভেবে দেখ্‌ছি না। আমি কাছে থাকলে স্বামীকে যে লোক-সমাজে লাঞ্ছিত, অপমানিত হতে হবে। ধিক্ আমাকে, আমার নিজের সুখই কি বড়?" এই ভাবিয়া তখন কমল আবার দুই হস্তে স্বামীর পদস্পর্শ করিয়া সেই হস্ত নিজের মাথায় ও বুকে ঠেকাইল; এবং কম্পিতকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল, "তবে যাই!"

শ্রীপতি নীরব। কথা কহিবার সামর্থ্য বোধ হয় তাঁহার ছিল না। প্রবল অশ্রুবেগ তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিয়াছিল। কমল আর অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে সাহস করিল না। জন্মশোধ একবার স্বামীর প্রতিমূর্ত্তিখানি চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া লইল। তাহার পর একটা গভীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীর পাদবিক্ষেপে কক্ষ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া গেল। বহুক্ষণ পরে শ্রীপতি যখন চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, দেখিলেন, কমলের গহনার বাক্সটী তাঁহার সম্মুখে। তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কমল! কমল! তোমার গয়নার বাক্স নিয়ে যাও, এ কার জন্যে রেখে গেলে?" কিন্তু হায়! কমল তখন কোথায়? কমল তখন শিবিকারোহণে পলাশপুরের পথে। অভাগিনী একবস্ত্রে, রিক্তহস্তে পতিগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে!

আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল। শ্রীপতির কাণে আজ সমস্তই বেসুরা শুনাইতে লাগিল। সপ্তমীতে বিজয়ার বাদ্য বলিয়া তাঁহার মনে হইল। সানাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাহিতেছিল, "ওগো সে চলে গেছে, সে নাই গো নাই!"

কাংসঘণ্টা শঙ্খ সব যেন সেই সুরে সুর মিলাইয়া বলিতেছিল "সে নাই! নাই! নাই!" একজন ভৃত্য একটা তুবড়ীতে আগুন ধরাইয়া দিল, শ্রীপতি বাজীর শব্দ শুনিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "খবরদার!"

আর এক ব্যক্তি প্রতিমার পার্শ্বে রংমশাল জ্বালিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ক্রুদ্ধ শ্রীপতি তাহা দেখিয়া বলিলেন, "মশাল নিবিয়ে ফেল!"

সমস্ত আনন্দ-উৎসব নিবিয়া গেল। সমস্ত বাড়ীটাময় কেবল বিষাদের ধ্বনি যেন হাহাকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। (ক্রমশঃ

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

যাত্রার ফল।

৩

যথা সময়ে মোগল সরাইয়ে দুইজনেই নামিয়া পড়িলেন। চুঁচুড়ায় পাঞ্জাব মেল দাঁড়ায় না, সুতরাং কলিকাতা মেলে আসিতে হইয়াছিল; কলিকাতা মেল এলাহাবাদ যায় না, সুতরাং মোহিতকেও সেইখানে গাড়ী বদলাইতে হইবে। শরৎ যখন ছেলেদের লইয়া কাশীর গাড়ীতে উঠিল, তখন ললিত বাপের হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। স্বামীকে সঙ্গ ছাড়া করিতে শরতের প্রাণ কেমন করিতেছিল, সে বলিল "আর এলাহাবাদ নাই বা গেলে? তুমিও এস না; ছুটিটা আমোদ করে কাশীতেই কাটান যাক্।" মোহিতের প্রাণটাও এই দিকেই টানিতেছিল। স্ত্রীপুত্রের টানের অপেক্ষা কোন্ টান অধিক? কিন্তু অবিনাশকে টেলিগ্রাফ্ করা হইয়াছে। কথার অন্যথা করা যায় না—তা ছাড়া এক্ষেত্রে শরতের সঙ্গে গেলে, মোহিতের বন্ধুদের হাতে যে লাঞ্ছনার সম্ভাবনা রহিল, তাহার সীমা যে কতদূর তাহা মোহিতের অজানিত ছিল না। কেন না এই অপরাধে দুই একটি বন্ধুর বেলায় মোহিতও শাস্তিদাতা দলের একজন ছিল; সুতরাং শরতের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল "পাটনার হরেনের কথা মনে আছে তো? তাতে রাজী থাক তো তোমাদের সঙ্গে যাই।" "না না রক্ষে কর, যে তোমাদের গিন্নীর দল! তার চেয়ে দুই এক দিনে ফিরতে চেষ্টা ক'র, দেখো খুব সাবধানে থেকো, আমোদ পেয়ে একেবারে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হ'য়ো না, হিম লাগিয়ে কি অনিয়ম ক'রে অসুখ করলে মজা দেখ্‌বে, আর কখন কোথাও যেতে দেব না"। মোহিত ছেলেরা বা অপরে দেখিতে না পায় এই ভাবে হাতজোড় করিয়া বলিলেন "যে আজ্ঞে"। "শুধু তাই নয় রোজ চিঠি দেওয়া চাই। যদি ছুটি ফুরিয়ে চ'লে যাবে তা হলে ভেব না আমি একা চুঁচড়োয় ফিরবো; এখনকার মত কাশীবাসের ব্যবস্থা করব।" মোহিত সহাস্য দৃষ্টিতে শরতের মুখের প্রতি চাহিল; তাহার অর্থ "তুমি ভারী দুষ্ট"। শরৎ জানিত এই দণ্ড স্বামীর পক্ষে অমোঘ।

শেষে ছেলের বিষয়ে মোহিত অনেক সতর্কতার উপদেশ দিয়া নিয়মিত চিঠিপত্র দিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া নিজের গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

কাশী ক্যাণ্টনমেণ্টে বাড়ীর গাড়ী ও লোকজন মজুত ছিল, শরৎ ছেলেদের লইয়া নির্ব্বিঘ্নে যথা সময়ে বাড়ীতে পৌঁছিল। শরতের মাসীমা শারদাসুন্দরী জমীদারগৃহিণী; স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি কাশীতেই বাস করিতেন, তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকার নাম ছিল "শারদা ভবন"। কাশীতে এ নাম বলিলে প্রায় অনেকেই চিনিত। শারদা সুন্দরীর দানধ্যানও কম ছিল না, সুতরাং নামের খ্যাতিও বা না হইবে কেন? আগে হইতে সংবাদ দেওয়া ছিল; সোজা ছেলেদের লইয়া কোন অসুবিধায় পড়িতে হইল না। এখানে আসিয়া ললিত, সরিৎ মহা স্ফূর্ত্তিতে খেলিতে লাগিল। বিশেষ আমোদ বানরের দল দেখিয়া। ছেলেদের

আনন্দ দেখিয়া শরতের কাশী আসা সার্থক মনে হইতে লাগিল।

মোহিত তো যথা কালেই এলাহাবাদ পৌঁছিলেন, মোহিতকে পাইয়া বন্ধুবর্গ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; মোহিতের মত সরল-প্রাণ আমোদপ্রিয় অকপটহৃদয় বন্ধু দুর্লভ; প্রবাসাগত অধরের অভিনন্দনে মোহিতের সম্বর্দ্ধনাই বোধ হয় অধিক হইল; দিন চার পাঁচ এলাহাবাদে মহা হৈ চৈয়ে কাটিয়া গেল, শেষে সকলে স্থির করিল, অনেক দিন সকলে একত্র তাজমহল দেখা হয় নাই, আগরার তাজ মহল দেখিয়া উৎসবের অবসান করা যাইবে। এলাহাবাদবাসীরা এলাহাবাদ আসিবে, অপর সকলে সেইখান হইতে স্ব স্ব স্থানে গমন করিবে। যেমন পরামর্শ তেমনই কাজ, সদলবলে সকলে আগরা যাত্রা করিলেন।

ট্রেণে সেদিন অত্যন্ত ভিড়। আগে যদি ঠিক থাকিত তাহা হইলেও না হয় গাড়ী রিজার্ভের ব্যবস্থা দেখা যাইত; একে ট্রেণেই লোক ঠাসা, তার উপর নিজেদের দলটিই একটি "বিপুল বাহিনী"। আবার যাঁহারা বিদেশাগত তাঁহাদের ট্রাঙ্ক বিছানা প্রভৃতি রীতিমত সরঞ্জাম সঙ্গে। এলাহাবাদবাসীরা এ বিষয়ে বন্ধুপ্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া এক একটি বন্ধুর স্কন্ধেই নিজেদের শয্যাবস্ত্রের দায় অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং বাদ-ছাদ দিয়াও সঙ্গে যে জিনিষ ছিল এ ক্ষেত্রে তাহাই এক বিরাট ব্যাপার; যা হক্ মহা ঠেলাঠেলি গুতাগুতির পর এক কামরায় সকলে স্থানসংস্থান হইয়া উঠিলেন।

"যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতে ন জন" তা এ ট্রেণ তো তেঁতুলপাত অপেক্ষা খুবই বড় স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং মনে আনন্দ ও দেহে শক্তি থাকিলে এ ভিড়ে কি যায় আসে! কিন্তু এ মনের মিল বন্ধুদল ছাড়া তো সকলের সঙ্গে হইতে পারে না, বিশেষ বসিবার স্থান লইয়া যখন পশ্চিমবাসীদের সঙ্গে তর্ক বাধে তখন তাহার মীমাংসা সহজে করা বড় দুষ্কর। কেন না তাঁহারা 'টিকস্', তাহার মূল্য, ক্রয়স্থান, বিক্রয়কারী প্রভৃতির এরূপ সুসঙ্গত নিদর্শন দেখাইয়া অধিকার সাব্যস্ত করেন যে, বঙ্গে শত শত ন্যায়বাগীশ, তর্কবাগীশ উপাধিধারী থাকিলেও এমন ধৈর্য্যবাগীশ কেহই নাই যে, স্থিরভাবে সে তর্কের মীমাংসা করিতে পারেন; সুতরাং উষ্ণরক্তধারী বঙ্গবীরদের সহিত দুই একজনের হাতাহাতির সূত্রপাতেরও ত্রুটি হইল না। মোহিতের হাকিমি-গৌরববাহি-শোণিতই বা কি করিয়া স্থির থাকে? বরং একটু বিশেষ রকমই উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তবে সংখ্যাধিক্য থাকায় "মার্‌বার সময় ধর্‌বার লোকের"ও অভাব হইল না, কিন্তু যখন কোন পক্ষেরই ট্রেণ ত্যাগ করিবার সম্ভব নাই তখন অগত্যা সন্ধি স্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত পরামর্শ স্থির করিয়া কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বা ঝুলিয়া চলিতে লাগিলেন।

কিন্তু গভীর রাত্রে যখন ঘুমে চক্ষু আচ্ছন্ন হইয়া স্কন্ধদেশ আলোড়িত হইবার উপক্রম হইল, তখন বন্ধুদল একটু চিন্তান্বিত হইয়া উঠিলেন। বসিয়া বা দাঁড়াইয়া ঘুমান যায় বটে, যদি ঘরের ঢেঁকি কুমীর না হয়; অর্থাৎ ঘাড় যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করে! মুণ্ডটাকে সে যদি একটু শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখে ত অনায়াসেই বসিয়া বা দাঁড়াইয়া নিদ্রাকে আক্রমণ

স্বীকার করিতে পারা যায়। কিন্তু সারাটা দিন সেই প্রভাত হইতে অর্দ্ধ রাত্র বা তদূর্দ্ধ সময় ও ভার বহিয়া বহিয়া যখন নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া কেবলি এদিক হইতে ওদিক হেলিয়া হেলিয়া ঘাড় বলিতে থাকে "আর পারি না" "পারি না", তখন মস্তকটাকে একটা ঠেক্‌নো দিয়া রাখিতে না পারিলে কিছুতেই তো চলে না। যাহারা কাঠের দেওয়ালে মাথা রাখিয়া চোখ বুঁজিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, দেওয়াল সজোরে ধাক্কা দিয়া তাঁহাদের জানাইল "এখানে নয়" "এখানে নয়" কিন্তু সে কথা শুনিলে ট্রেণের যাত্রীর চলে না; তাহারাও জোর করিয়া মাথা চাপিয়া ধরিল; সুতরাং সেখানেও উভয় পক্ষের আপত্তি-সম্মতিতে ঠকাঠক্ ঠকাঠক্ ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাধিয়া গেল; তখন আরোহীর দল নিরুপায় হইয়া একটু আশ্রয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইলে একদল নামিয়া পড়িয়া যে যেখানে পাইলেন এক আধটু স্থান অধিকার করিয়া মহানন্দে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন, বাকিগুলি যথাসাধ্য ইহার মধ্যেই শয়নের জোগাড় করিতে লাগিলেন। বিদেশে যাহারা চাকরী করে তাহাদের স্বাভাবিক একটু কষ্টসহিষ্ণু হইবার কথা, কিন্তু যাহারা পরিবার সঙ্গে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় তাহারা প্রায় ইহার বিপরীত হইয়া পড়ে; সর্ব্বদা আদর ও সেবা যত্নের মধ্যে থাকিয়া কষ্ট সহাটা নিতান্ত অনভ্যাসের মধ্যে হইয়া যায়। মোহিতও একজন সেই শ্রেণীর, সুতরাং যখন ট্রেণ একটু খালি হইয়া গেল, তখন অনর্থক কষ্টটুকু না সহিয়া একটু বিশেষ আরামের জন্য মেঝের নিজের বিছানাটা খুলিয়া পাতিয়া ফেলিলেন, কিন্তু আরও ২।৩ জন সে সুখশয্যার অংশপ্রার্থী হইয়া আসিয়া জুটিল। সে রাত্রে শীতও বড় কম নহে, এক জায়গায় কুণ্ডলী হইয়া পা গুটাইয়া শোওয়া যে চলে না তাহা নহে তবে এরূপ "ডেপুটি বর সেহে" সেরূপ ভূমে গড়াগড়ি অতি অশোভন হয় সুতরাং কাল-উপযোগী গয়া চূড়া পরিয়া প্রস্তুত হইবার প্রয়োজন হইল।

মোহিতের সঙ্গে যে হিন্দুস্থানীটির মারামারী হইয়াছিল তিনি বহুপূর্ব্ব হইতেই উপরের বেঞ্চের অর্দ্ধেকখানি অধিকার করিয়া, কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া পরম আরামে শুইয়া ছিলেন, স্থানাভাবে যখন কতকগুলি লোক অপর গাড়ীর সন্ধানে নামিয়া গেল, তখন শুধু মুখখানি বাহির করিয়া সকৌতুকে দেখিতেছিলেন, তার পর মোহিত প্রভৃতির অন্নস্থানে শয়নের ব্যবস্থা দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছিলেন।

মোহিত এলাহাবাদে আসিতে হইবে বলিয়া, অর্ডার দিয়া নূতন স্যুটটি তৈয়ার করাইয়াছিলেন, শরতের হিসাবের তাগাদা সত্ত্বেও ৭০।৮০ টাকার কম দামে হইয়া উঠিল না, জুতা জোড়াটিও আসিবার সময়েই ১৬ টাকায় কিনিয়া আনা হইয়াছিল, কারণ মোহিত পোষাক-পরিচ্ছদে কায়দা দুরস্ত, নূতন স্যুটের সঙ্গে পুরাণ জুতা চালান তাহার কাজ নয়, মোহিত সযত্নে জুতা জোড়াটি খুলিয়া রুমালে ধূলা মুছিয়া একটু সন্তর্পণে রাখিয়া ট্রাঙ্ক খুলিলেন। সচরাচর বাহিরে যাইতে হইলে যত বড় ট্রাঙ্ক হইলে একজনের চলে মোহিতের ট্রাঙ্কটি তাহা অপেক্ষা একটু বিশেষ বড়ই ছিল; তাহার কারণ মোহিতের সাজসজ্জার কোন অঙ্গের হীনতা তাহার সহিত না, বাবুর সাজ সাহেবিসাজ মায়ুলি

সাজ যাহাই হউক না সবই পূর্‌রাদস্তুর তাহার সঙ্গে মজুত থাকিত, শাল দোশালা হইতে গামছা তোয়ালে আতর পমেটম আয়না চিরুণী প্রভৃতি করিয়া কিছুই বাদ পড়িত না। শরৎশশীর গোছানর হাতও অতি পরিপাটী; সুতরাং কিছু ভুল চুক হওয়ার তো সম্ভব ছিলই না বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্যে ট্রাঙ্কের উদরটা পরিপূর্ণ থাকিত। মোহিত একটা ক্ষুদ্র বাক্স বাহির করিয়া আগে তাহাতে সোণার ঘড়ি ঘড়ির চেন খুলিয়া রাখিল; অতিরিক্ত সাবধান জন্য অঙ্গুলের হীরার আংটিটাও খুলিয়া তাহাতে রাখিয়াছিল ঘুমন্ত অবস্থায়, (কাহার মনে কি আছে কে বলিতে পারে?) আংটি কেহ খুলিয়া লওয়া আশ্চর্য্য নয়; পরে জামার পকেট হইতে মণিব্যাগটি বাহির করিয়া একবার মুখ খুলিয়া টাকাগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া লইল। পরে টিকিটখানি তাহাতে রাখিয়া বাক্সের ভিতর সেটিও বন্ধ করিয়া ট্রাঙ্কের এক পাশে রাখিল। পরে নিজের যত্ন-প্রস্তুত নূতন সুটটি খুলিয়া ভাঁজ করিয়া ট্রাঙ্কে তুলিল, পরিধানে ধুতি জামার উপর ওভার কোটটা পরিয়া লইল, পরে ট্রাঙ্ক বন্ধ করিয়া চাবিটি পকেটে ফেলিয়া মোহিত কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। অপর বন্ধুদের এত বালাই ছিল না, তাঁহারা ততক্ষণ নাক ডাকাইতে সুরু করিয়াছিল।

লোকে বলে কষ্টোপার্জ্জিত ধনে অধিক সখ হয়; এই শয়নের স্থানটুকু ও এই নিদ্রা-টুকু যে কত কষ্টোপার্জ্জিত তাহা মোহিতরাই জানে; আর সেই নিদ্রাটা সে যে কি তৃপ্তিকর তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কে বুঝিবে! যখন কয় বন্ধুতে সেই শয্যায় দেহ ঢালিল তখন রাত্রের অধিকাংশ ভাগ অতীত হইয়াছে; তাহার পর কখন যে প্রভাত হইয়া গিয়াছে তাহা কেহই জানিতেও পারে নাই। "ও অতুল অতুল, ও মহেন, ও মোহিত! কি ভয়ানক তোরা মরে আছিস্ না ঘুমুচ্ছিস?" চোখ মুছিতে মুছিতে অতুল হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিল, জড়িতকণ্ঠে বলিল "কেন বল দেখি? এখানে তো তোমার সাত রাজার ধনটি নেই, যে কেড়ে নিতে ডাকাত এসেছে! অমন ক'রে চেঁচাচ্চ কেন?" বলিতে বলিতে আরও তিন জন জাগিয়া পড়িলেন।

"বলি নাম্‌তে হবে মনে আছে? বেরিয়ে এস"। "সত্যি নাকি?" ধড়মড় করিয়া সকলে উঠিয়া পড়িলেন, বাহির হইতে তখন আওয়াজ আসিল "দাও দাও তোমাদের ট্রাঙ্ক ব্যাগগুলো এগিয়ে দাও, আমরা নামিয়ে নিই।" সকলে যথাসাধ্য আপন আপন জিনিস বাহির করিয়া দিতে লাগিল, মোহিতও বিছানাগুলা তাড়া-তাড়ি ভাঁজ করিয়া ঠেলিয়া দিয়া ট্রাঙ্ক দিতে গেল; একি! মোহিত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। ট্রেণে পূর্ব্ব দিনের সকল যাত্রীই উপস্থিত আছে, নাই কেবল সেই মোহিতের প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুস্থানী বীরটা; তিনি যে কখন কোন ষ্টেশনে নামিয়া পড়িয়াছেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। লোকে ট্রেণে সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর নাম-ধাম অনেক পরিচয়ই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার সহিত প্রথম হইতে বিবাদের সূচনা হইয়া তাহার উপর সকলের মন এত বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, কেহই তাহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক হয় নাই; সে ব্যক্তি তো নয়ই, পরিচয় জানিলেও যে কোন কিনারা হইত, সে

আশাও ছিল না ; আর ভাবনা বৃথা ; শুষ্ক মুখখানি চুণ করিয়া মোহিত গাড়ী হইতে নামিল। কিন্তু টিকিটখানি পর্য্যন্ত নাই, রেলের লোক চুরির কথা শুনিবে না "হয় টিকিট দাও, নয় টাকা দাও"। মোহিতের প্রয়োজন-উপযোগী অর্থ মণিব্যাগে রাখিয়া আর সব ট্রাঙ্কে বন্ধ ছিল, রাত্রে মণিব্যাগটিও ট্রাঙ্কে রাখিয়া আজ মোহিত কপর্দ্দকশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। মোহিতের বৃহৎ ট্রাঙ্কের ভরসায় যাঁহারা দ্বিতীয় বস্ত্রশূন্য হইয়া আসিয়াছিলেন মোহিতও তাঁহাদেরই দলের অন্যতম হইলেন। তখন অপর বন্ধুরা পকেট ঝাড়িয়া কোন মতে মোহিতকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। অতঃপর উপায়! ফিরিয়া যাওয়া তো চাই ; এত অধিক অর্থ কাহারও কাছেই নাই যে, মোহিতকে দ্বিতীয় বার সাহায্য করিতে পারে। তখন শরতের কাছে টেলিগ্রাফ গেল, টেলিগ্রাফে টাকা পাঠাও।

আগ্রার টেলিগ্রাফ দেখিয়া শরৎ ভাবিল মোহিত দেশভ্রমণেই ব্যয় করিবার জন্য টাকা চাহিয়াছে, স্বামীর সুখ বা তৃপ্তিতে শরৎ কখনও বিন্দুমাত্র আপত্তি জানায় নাই ; সে কিছু অধিক অর্থই পাঠাইয়া দিল।

মোহিতের আগ্রার আনন্দ আর জমিল না, সে বন্ধুদের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিয়া কাশী রওনা হইল ; কিন্তু জিনিষপত্র হারাইয়া মন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া যাওয়ায় শরৎকে যাওয়ার বিষয় পূর্ব্বে সংবাদ দিতে ইচ্ছা হইল না।

মোহিত ইতিপূর্ব্বে আর কখনও কাশী আসেন নাই, বরাবর সহরে সহরে ঘুরিয়া ধারণা ছিল কাশী সহরটাও তাহারই অন্যতম। গাড়ীতে উঠিয়া ঠিকানা বলিলেই সকল স্থানেই পৌঁছান যায় ; কিন্তু কাশীর মধ্যে গলির যে গোলকধাঁধাঁ আছে, সে যে কি বিষম ব্যাপার তাহা যদি মোহিতের ঘূণাক্ষরেও জানা থাকিত তবে এমন দুঃসাহসের কাজ করিতে কখনও প্রবৃত্তি হইত না। কিন্তু মোহিতের মাহেন্দ্রক্ষণের যাত্রাটিই এবার কিছু বিষম ছিল, তাই মোহিতের বুদ্ধি দুষ্ট সরস্বতীর বশীভূত হইয়া পড়িল। গাড়োয়ান যখন একটা গলির মুখে গাড়ী দাঁড় করাইয়া বলিল, "নামুন বাবু, এখান থেকে আর গাড়ী যাবে না আমার ভাড়া চুকিয়ে দিন," তখন মোহিত চারিদিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাড়ী তবে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে ?" "সে এখানে কোথায় বাবু, ভেতরে চ'লে যান।"

"তুই আমার সঙ্গে গিয়ে বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে আস্‌তে পারিস্ ?"

"না বাবু আমার ঘোড়া বড় খেটেছে, তাদের দানা জল না দিলে ম'রে যাবে।"

মোহিত আর কি করেন ? অগত্যা ভাড়া দিয়া গাড়োয়ানকে বিদায় করিয়া বিশ্বনাথের নাম স্মরণ পূর্ব্বক গলিতে ঢুকিয়া পড়িলেন, দুধারের বাড়ীর দিকে চাহিতে চাহিতে চলিতে গিয়া মোহিত সহসা ধাক্কা খাইলেন ; কাশীর গলির পরিসর মোহিতের বিশেষ জানা না থাকিলেও যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের অবিদিত নাই। তার উপর মানুষেরা যাতায়াত করিবার সময় তবু আগন্তুককে কষ্টে একটু পথ করিয়া দিয়া চলে, কিন্তু অলিতে গলিতে বিশ্বনাথের গলাই লগর ষণ্ডমহাশয়েরা কাহারও খাতির-সম্ভ্রমের ধার ধারেন না। পথের সম্মুখে একটী ষণ্ড ছিলেন, সুতরাং গজেন্দ্রগমন বৃষভের দেহসংঘর্ষে মোহিত তাল সামলাইতে

না পারিয়া পাশে পড়িয়া গেলেন, সেই একমাত্র জামা-কাপড় তাও কাদা-মাখা হইয়া গেল ; মাথার চুলগুলি ও মুখখানিও বাদ গেল না। ঠেলাঠুলি দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া যথাসাধ্য কোঁচার কাপড় দিয়া মোহিত মুখের ও মাথার কাদা ধুলা মুছিয়া লইল। তখন ক্ষোভে দুঃখে চক্ষে জল আসিবার যো হইয়া পড়িল, মনের ভাব মনেই রাখিয়া মোহিত আবার চলিতে লাগিলেন।

"মশাই অনুগ্রহ ক'রে বল্‌তে পারেন, '৮২ নং শারদা ভবন' কোথায় ?"

"আপনি 'শারদা ভবন' যাবেন ? এই সোজা গলি ধ'রে চ'লে যান ; তার পরে বাঁ হাতি একটা গলিতে গিয়ে আবার পূব মুখো একটা গলি পাবেন তারই ছটো বাড়ীর পাশে একটা বাড়ীর পিছনে দেখতে পাবেন।"

ঠিকানা শুনিয়া মোহিত পরম বাধিত হইলেন। তবু কি করেন যথাসাধ্য ডান বাঁ উত্তর পূব হিসাব করিতে করিতে চলিলেন, আধ ঘণ্টার উপরেও যখন কিছু আবিষ্কার করিবার ক্ষমতা কুলাইল না, তখন মোহিত আবার একজনের শরণাপন্ন হইলেন ; "ওঃ শারদা ভবন ! এই তো কাছেই চ'লে যান মশাই সাম্‌নে আর খানিকটা গেলেই পাবেন।" আবার দুধারে দেওয়ালের পাথর দেখিতে দেখিতে গমন। এবারেও তিন চারিটী স্ত্রীলোকের গায়ে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেলেন। "আমর্-মিন্‌সে কানা নাকি ?" "ন্যাকা মিন্‌সে ঢং ক'রে গায়ে পড়ে দ্যাখ না" প্রভৃতি মধুর আপ্যায়নে মোহিত বিমোহিত হইতে লাগিলেন। তখন মোহিতের ধৈর্য্য শেষ সীমার কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ; ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শরীর ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। মাথার উপর রৌদ্রের তাত ; তবু যাই শীতকাল তাই তখনো চলিবার সামর্থ্য ছিল, কিন্তু আর বুঝি তাও থাকে না। এবার একজন দোকানীকে কিছু দিয়া মোহিত জিজ্ঞাসা করিল "বাবু ৮২নং 'শারদা ভবন' কোথায় বল্‌তে পার ?" "ওঃ সে যে আপনি অনেক দূর ফেলে এসেছেন !" "ফেলে এসেছি ? কতদূরে ?" "তা প্রায় পোয়াটাক পথ হবে।"

"বাপু একবার দেখিয়ে দিতে পার ?"

"না মশায় দোকান ছেড়ে যেতে পারি না।"

মোহিত আবার পশ্চাদ্দিকে ফিরিলেন, কখন ডান, কখন বাম, কখন সম্মুখ, কখন পশ্চাৎ চলিতে চলিতে সেই শীতকালেও মোহিতের গলদ্ঘর্ম্ম ছুটিয়া গেল, ক্লান্ত হইয়া এক দোরগড়ায় বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই সেই বাড়ীর দ্বার খুলিয়া একজন স্ত্রীলোক বাহির হইল, মোহিতকে দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওমা একটা মাতাল মিন্‌সে কোত্থেকে এল ! নেশা ক'রে থানায় পড়েছিলেন, এখন বস্‌বার আর জায়গা পেলেন না, এখানে এসেছেন মর্‌তে ; উঠে যা মিন্‌সে এ গেরস্তর বাড়ী।" ব্যথিত মর্ম্মাহত দৃষ্টিতে মোহিত তাহার দিকে চাহিল, সে দ্বিগুণ ঝঙ্কারে বলিতে লাগিল, "আর কোথাও জায়গা না থাকে সাম্‌নে মা গঙ্গা আছেন যাও, আমার দোর থেকে শীগ্‌গির না উঠলে ভাল হবে না বলছি, আমায় চেনেন না !"

মোহিত তাহাকে চিনুন আর না চিনুন, গঙ্গার পথটা চিনিবার জন্য একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করিল "কোন দিকে গঙ্গার

পথ বলতে পার ? "তোমার যমকে জিজ্ঞাসা করগে" বলিয়া ভামিনী সশব্দে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিলেন। নিকটেই একটী ভিখারী বালক দাঁড়াইয়া ছিল ; মোহিত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "গঙ্গার ঘাটে আমাকে নিয়ে যেতে পারিস ? তোকে চারটে পয়সা দেব।" পয়সার লোভে সম্মত হইয়া বালক পথ দেখাইয়া চলিল, ক্ষণ পরেই মোহিত দেখিলেন সম্মুখেই কাশীর সৌন্দর্য্যের সার গঙ্গা কুলু কুলু স্বরে প্রবাহিতা।

দর্শনেও যেন মোহিতের দেহ শীতল হইল। ইচ্ছা ছিল পায়ের জুতা মোজা খুলিয়া ফেলিয়া জলে নামিয়া হাত মুখ ধোন ; কিন্তু পথের সম্বল জুতা জোড়াটি যদি যায় তাহা হইলে লোকের গালি খাইয়াও পথ চলিবার উপায় থাকিবে না ভাবিয়া মোহিত সে আশা ত্যাগ করিলেন। কূলে বসিয়াই যথাসাধ্য মুখ হাত পরিষ্কার করিয়া অঞ্জলি পূরিয়া জল পান করিলেন। তখন বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে ; মোহিত উপরের সিঁড়িতে উঠিয়া গিয়া, বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

শীতকাল, একে বেলা ছোট, তার উপর সন্ধ্যার আগেই হিম পড়ে ; সুতরাং বায়ু-সেবনার্থীর দল এই সময়েই গঙ্গার ধারে বাহির হইয়াছে, মোহিত তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন যদি কোন পরিচিত মুখ চোখে পড়ে। অনেক ভদ্রব্যক্তিকে সেখানে দেখিলেও শারদা ভবনের ঠিকানা আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না, কারণ সে সব প্রদর্শিত পথ অনু-সন্ধান করা এখন মোহিতের চরণের সাধ্যাতীত ; তার উপর সে অনুসন্ধানের পরিণামে এত শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে যে পুনরায় সে অনুষ্ঠানে আর তাঁহার রুচি নাই। "যা থাকে কপালে" বলিয়া মোহিত হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছেন ; কিন্তু অকূলেও লোকে কূল পায়। অগতিরও তো গতি হয়! মোহিতও সম্মুখে দেখিলেন চাকরের কোলে ললিত সবি-ৎকে দিয়া শরৎশশীও ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। প্রথমে ললিত চীৎকার করিয়া উঠিল "বাবা বাবা"! শরৎ প্রথমে চমকিয়া উঠিল ; কিন্তু চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিল "ধ্যুৎ কি বল্‌ছিস্ ?" "ওই দেখনা মা বাবাই তো বসে আছেন" বলিয়া সজোরে চাকরের কোল হইতে নামিয়া পড়িয়া সম্মুখে ছুট দিল। "তাইতো, মুখখানি যেন ওঁরই মত ভাব আসে বটে। আমারই যেন চেয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে ; কিন্তু ছেলে কি পাগল, ভদ্রলোকটী কি ভাব্‌বেন এখন ?" হ'রে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল "মা বাবুই নাকি ? কিন্তু তিনি অমন ক'রে পাগলের মত ঘাটে বসে থাক্‌বেন ?" "দূর তুইও যেমন ক্ষেপেছিস্, তাঁর মত মুখের ভাব দেখে ছেলে ছুটে গিয়েছে। যা ললিতকে ভুলিয়ে নিয়ে আয় ; বলিস্ তিনিও আজই হয় তো আস্‌বেন।" চাকর ললিতকে আনিতে চলিল, ললিত ততক্ষণ ঝাঁপাইয়া পিতার বক্ষে উঠিয়া দুই হাতে গলা ধরিয়াছে আর ললিতের কোমল গণ্ডে চুম্বনের উপর চুম্বন দিয়া মোহিত আপনার সকল লাঞ্ছনার অবসান করিতেছেন। এই দৃশ্যে শরৎ একটু বিস্মিত হইল ; ইনি কি তবে ললিতকে চেনেন না কি ? আপনার কেউ হবেন হয়তো। শরৎ মাথার ঘোমটা একটু ভাল করিয়া দিল। ততক্ষণে পায়ে পায়ে

তাঁহারাও প্রায় পিতাপুত্রের নিকট আসিয়া পড়িয়াছেন, তখন শরতের কাণে গেল; মোহিত চাকরকে বলিতেছেন "কোন চুলোয় তোদের বাসা নিয়েছিস্? সারাদিন ঘুরে ঘুরে তা' কুল কিনারা পেলুম না। না খাওয়া না দাওয়া বাপ্‌রে প্রাণটা বার হয়ে গেছে।" শরৎ মুখের ঘোমটা ফেলিয়া দ্রুতপদে যাইয়া বলিল "তুমি? তোমার এমন চেহারা কেন? জিনিষপত্র সব কোথায়? কখন এসে পৌছুলে?" "বাড়ী গিয়ে সে সব কথা হবে, এতক্ষণ প্রাণে বেঁচে আছি এই ঢের। চলিতে চলিতে মোহিত হাসিয়া শরৎকে বলিলেন, "পাতিব্রত্যের গরব কর, আর আমায় চিন্তেও পাল্লেনা, এতেই বলে নারী কেবল সুখের পায়রা! আমার ছেলে দেখ, বাপের এই বেশ এই চেহারাতেও এক পলকে চিন্তে পেরেছে।" শরৎ বলিল, "তা ঠাট্টা ক'রে যাই বল, আজই কিন্তু আমার কাশী আসা সার্থক হল। আজ সত্যই আমি অন্নপূর্ণার দুয়ারে শঙ্কর-ভিখারী দর্শন করিলাম, আমার রাজ-রাজেশ্বর কাঙ্গালবেশে বসিয়া আছেন, এ আমি কি করিয়া মনে ভাবিব।"

৪

কাশীতে বাকি কয়টা দিন মন্দ কাটিল না, এদিকে ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছে, সুতরাং শরৎশশী তল্পি-তল্পা গুছাইতে সুরু করিলেন। অবরুদ্ধা বঙ্গবালা যখন তীর্থস্থানে ঘরের বাহির হন, তখন দেখিয়া শুনিয়াও গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি কিনিয়া তাঁহাদের আর আশ মেটে না; শরতের সঙ্গে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় অনেক জিনিষই বস্তাবন্দী হইল। মোহিত বৃথা আস্ফালনে শরৎকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু এ বিষয়ের ফলাফল চিরকাল যাহা হইয়া আসিয়াছে তাহাই হইল। মোহিত যেটা লইতে নিষেধ করিলেন সেটা গোপনে লওয়া হইল। ব্যাপার বুঝিয়া মোহিত হাল ছাড়িয়া দিয়া চরমের পরম বুলি আওড়াইলেন "যা খুসি করগে।"

এবার সারাপথ মন্দ কাটিল না কিন্তু একটা মুস্কিল হইল, অত্যন্ত বাদলা নামিল। ট্রেণের মধ্যে অবশ্য বৃষ্টি-বাদলায় তত বেশী কিছু যায় আসে না, কিন্তু যখন চুঁচুড়া ষ্টেশনে নামিলেন, তখন এজন্য মহা অসুবিধায় পড়িতে হইল। যদিও তখন বৈকাল, কিন্তু মেঘ ও বৃষ্টিতে অন্ধকার করিয়া সন্ধ্যার মত দেখাইতেছিল। তাহার উপর ষ্টেশনে এক খানিও গাড়ী নাই, রুগ্ন ছেলেপিলে লইয়া কোন রকমে বাড়ীতে পৌছাইতে পারিলে হয়। কিন্তু এই জিনিষপত্র লটবহর লইয়া কি করিয়া যে যাওয়া যায়, প্রধান ভাবনার বিষয় হইয়া পড়িল। মোহিত তখন শরতের উপর ঝাল মিটাইতে লাগিলেন; "নাও সঙ্গে আরও জিনিষ! বল্লে তো একটিও কথা শুন্‌বে না কেবল একগুঁয়েমী; এখন থাক্ এ সব ষ্টেশনে পড়ে।"

"তা থাক্ না, এ গুলো আজকেই বাড়ী নিয়ে যাবার তো কোন দরকার নেই, বামু আজ ওগুলো আগ্‌লে ষ্টেশনে থাকুক, কাল একখানা গরুর গাড়ী বন্দোবস্ত করে নিয়ে গেলেই হবে।" "সেটা বড় সুবিধে, একে এই দুর্য্যোগ, তাতে চাকরটা এখানে থাক্‌বে, বাড়ী গিয়ে তুমি সব করবে তো?" "আচ্ছা গো আচ্ছা তোমার কোন কষ্ট না হ'লেই তো হল? এখন গাড়ীর কি হয়?"

মোহিত উত্তর করিলেন "একটা কুলিকে কিছু বকসিস দিয়ে পাঠিয়েছি তো; তুই যে আসছে দেখছি, কিরে গাড়ী টাড়ী পেলি?"

সে নিকটে আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে বাবু একখান গাড়ী পেয়েছি, কিন্তু সে বলে আমি অন্য সওয়ারী হ'লে যেতুম; ডেপুটি বাবুকে নিয়ে যেতে পারবে না।"

"কেন রে ডেপুটি বাবু কি অপরাধ করলে?" "আজ্ঞে তার গাড়ীখানা তত ভাল নয়। চাকাগুলোও একটু বে-মজবুত আর ঘোড়া দুটোও তত সুবিধে নয়; সে বলে ডেপুটিবাবুকে পৌঁছুতে গিয়ে যদি ভেঙ্গে টেঙ্গে পড়ে হুজুর গোসা করতে পারেন।"

মোহিত শরতের দিকে চাহিলেন, অর্থ "কি বল?" শরৎ বলিলেন, "না যাওয়ার চাইতে যাওয়াই ভাল। গাড়ী ভাঙ্গিতে পারে, নাও ভাঙ্গিতে পারে তো; তা ছাড়া জিনিষ খুব সামান্যই সঙ্গে যাইবে; গাড়ী বোঝাই হইবে না।" তখন মোহিত মুটেকে বলিলেন, "কই তোর গাড়োয়ান? ডাক দেখি।" "বাবু একটু বাহিরের দিকে আসুন।" তখন সদলবলে মোহিত পুষ্পক রথের নিকটস্থ হইলেন। শরৎ বলিলেন "তাই তো, মজা দেখেছ? গাড়ী ঘোড়ার অবস্থা যাই হোক গাড়োয়ানটি তো খুব জাঁকাল, গায়ে আবার ওভারকোট তা সেটি যেমন তেমন নয়, তোমার কোটটির ঠিক জোড়া বলে মনে হচ্ছে। পায়ে জুতা মোজার বাহার দেখেছ? ওগো মিন্‌সে চোর নয় তো? এই দুর্য্যোগের রাত্রে ওর গাড়ীতে উঠে শেষ কালে গুষ্টিশুদ্ধ অপঘাতে মরতে হবে না তো? আজ যে রাত; রাস্তায় চেঁচিয়ে মরে গেলেও একটা লোকের মুখ দেখা যাবে না।" "অগ-খাতে মরা আশ্চর্য্য নয়; কিন্তু হাকিমের স্ত্রী হয়েও তোমার বুদ্ধি খুলল না? চোরাই মাল নিয়ে চোরেরা এমন বাহার দেয় না।" পরে গাড়োয়ানকে বলিলেন, "বাপু একবার এদিকে এস, আমার লোক বেশী নেই, দু একটা জিনিষ তুমিও গাড়ীতে তুলে নাও।" গাড়োয়ান নিকটে আসিলে বলিলেন "গাড়ীখানির অবস্থা তো চরম ক'রে রেখেছ, কিন্তু নিজের জামা কাপড়গুলি তো খুব বাবুর মত দেখছি হে?" দন্তপংক্তি বিকাশ করিয়া হাসিয়া দুই হাত জোড় করিয়া গাড়োয়ান বলিল, "এজ্ঞে হুজুর সে আপনাদেরই দয়া; কাল চন্দননগরে সোয়ারী নিয়ে গেছনু, ফিরবার উয্যুগ কর্‌ছি এমন সময়ে এক বাবুর ছেলে মটর গাড়ী নিয়ে বাড়ী সেঁধুবে একেবারে আমার গাড়ীর চাকায় ধাক্কা মেরে দিয়েছে; চাকাখান তখুনি তো ভেঙ্গে পড়ার মত হ'ল, গাড়ীখানও যেন কেমন কেমন হ'য়ে গেল। তা হুজুর কর্ত্তাবাবু সাক্ষাত দেবতা, আমায় ডেকে তখুনি গাড়ী সারাতে ১০টা টাকা দিয়ে দেলেন, সওয়ারী বইতে গিয়ে ভিজে গেছনু, আমায় নিজের গা হ'তে সব খুলে দিয়ে দেলেন।" "আর তুই ব্যাটা টাকাকড়ি ট্যাঁকে গুঁজে, দিব্যি বাবু সেজে ভাঙ্গা গাড়ী নিয়ে ভাড়া খাটতে এসেছিল্‌?"

"না কর্ত্তা তেমন নেমকহারাম আমি না, আমি সারাদিন গাড়ীর কারখানায় যাবার লেগেই বসেছেনু তা দেবতা আর থরে না, শেষে পড়্‌তি বেলায় সুয্যুগেতেই বেরিয়ে পড়নু; তা আমাই বেরথা হল, আজ কারখানায় কেউ নেই বন্ধ, গাড়ী নিয়ে ফিরে যাচ্ছিনু, পথে আমায় এই লোকটি কাতর নাল ক'রে ধরে

নিয়ে এস।" "হাঁ বেস করেছে, নে এখন চল ; গাড়ীর বাতি টাতি আছে তো ? এর মধ্যেই তো অন্ধকার হয়ে এল।" "এজ্ঞে সে সব ঠিক আছে ; উঠুন মা ঠাকরেণ।"

দুর্গানাম স্মরণ করিয়া শরৎ ছেলেদের লইয়া উঠিল ; বাবু ষ্টেশনে জিনিসপত্র আগ্‌লাইয়া রহিল, সকালে যাইবে। শরতের ক্যাস বাক্স, হাত বাক্স প্রভৃতি গাড়ীর মধ্যে তুলিয়া দেওয়া হইল। এখন বিছানার মোট লইয়া হ্যাঙ্গাম পড়িল। সেটা যদি গাড়ীর ছাদে লওয়া যায় তো সঙ্গে লওয়া না লওয়া বৃথা হইবে, কারণ সমস্ত পথ বৃষ্টির জল লাগিয়া একেবারে ভিজিয়া গেলে রাত্রে তাহাতে আর কি করিয়া শোওয়া যাইবে ? আবার গাড়ীর মধ্যে বিছানা লইলে একদিকের বেঞ্চ তাহাতেই ভরিয়া যাইবে, মোহিতের পর্য্যন্ত বসিবার স্থান থাকিবে না। হ'রের তো নয়ই। শরৎ বলিল, "বিছানা ভেজে ভিজুক, তোমাকে আমি কিছুতে কোচবাক্সে বসিতে দিব না, ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ হইলে তখন কি হইবে ?"

"আর সমস্ত রাত বুকে হাত দিয়া হি হি করিয়া কাটাইলে শরীর খুব সুস্থ থাকিবে। এ তবু মাথার ছাতি থাকিবে, গায়ের মোটা কোটটা যদিও ভেজে, বাড়ী গিয়া ছাড়িয়া ফেলিলেও চলিবে, আর কতক্ষণই বা সময় লাগিবে।"

তবু শরৎশশী কিছুতে মত করিবে না, তখন মোহিত বিরক্ত হইয়া বলিল, "সব তাতে অমন জোর পাকড়াগিরি ক'র না দেখি ; পথে ঘাটে যখন যেমন তখন তেমন না হ'লে চলে না, যা বলি শোন তো চল, নইলে ষ্টেশনে ব'সে থাকো।" অগত্যা শরৎ নিরুত্তর রহিল, মোহিত গিয়া কোচবাক্সে উঠিল, হরে পিছনে সহিসের স্থানে দাঁড়াইল, কোচম্যান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। বৃষ্টি আরও দ্বিগুণ চাপিয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে শীতের কন্‌কনে বাতাস, একে কৃষ্ণপক্ষের রাত, তাতে দারুণ দুর্য্যোগ, অন্ধকারে সামান্য দূরের বস্তুও দেখা যায় না, গাড়ীর ভিতর আরও অন্ধকার, ললিত দুই হাতে মাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া ঘুমের উদ্যোগ করিতে লাগিল। সরিৎকে বুকে চাপিয়া শরৎশশী বসিয়া রহিল ; কেবল মনে করিতে লাগিল "বাড়ী পৌঁছিতে পারিলে বাঁচি।"

খানিক পথ এক রকমে চলিয়া গিয়া সহসা এক বিপদ ঘটিল। পথের পাশে ইটই হউক কি কাঠই হউক পড়িয়া ছিল, গাড়ীর খঞ্জ চক্রখানি তাহাতে হড়াং করিয়া ঠোক্কর খাইল। যেমন লাগা অমনি সুদর্শন চক্রের সঙ্গে সঙ্গে ভূতলে পতন। গাড়ীও অমনি সেই দিকে কাং হইয়া পড়িল, গাড়ীও যেমন কাং হইয়াছে সেই দিকের আরোহীও সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়িয়া গেল ; মানুষের পতনের শব্দ পাইয়াই হরে পিছন হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। কাছে আসিয়া হরের চক্ষুঃ স্থির ; "কি সর্ব্বনাশ, বাবু যে" ! শরৎ তখন দুই হাতে দুই ছেলেকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া সভয়ে দুর্গানাম স্মরণ করিতেছে ; গাড়ীর দুই দিকেরই দরজা বন্ধ। একজন লোকের পড়িয়া যাওয়ার শব্দ কাণে গিয়াছিল, কিন্তু সে কেহ ইচ্ছা করিয়া লাফাইল কি পড়িয়া গেল বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু হরের কণ্ঠস্বর কাণে যাইতেই শরৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে কি হ'ল রে ?" যে দিকের চাকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল সেদিকে একটা ঘোড়াও শুইয়া পড়িয়াছিল, আর

একটা তাহার উপর ফেলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, সুতরাং বাবুই পড়ুন আর যাই হোক, তখন ঘোড়া না সামলাইয়া আর কোন কাজ হইতে পারে না; সুতরাং গাড়োয়ান সেইদিকেই মনোযোগ দিল। এ দিকে ভ'রে শরতের কথা শুনিয়া আরও চেঁচাইতে লাগিল "ওমা বেরিয়ে এস গো বাবু যে কথা কয় না কি হ'ল গো!" শরৎ তখন তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিবা মাত্র দুই ছেলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; সেই অন্ধকারে মা ফেলিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া দুই ছেলে চীৎকার করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। ওদিকে ঘোড়া তুলিতে তুলিতে কোচম্যান চেঁচাইতে লাগিল, 'ভয় কি! কি হয়েছে?" যেখানে গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল সে স্থানটার দুইপাশেই বাগান, দুই একখানি ঘর মধ্যে মিশেলে থাকিলেও সে রাত্রে কোন লোকই হঠাৎ বাহিরে আসিতে রাজী নয়; সুতরাং এত গোলমালেও একটি লোক আসিয়া দাঁড়াইল না।

শরৎ এদিকে মহা-বিপদে পড়িল, স্বামী মূর্চ্ছিত হইয়া কাদার উপর পড়িয়া আছেন, সে আর এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিতে পারে না, এদিকে উপরে বৃষ্টি ও নীচের এক হাঁটু কাদায় ছেলেদের বাহিরে আনিতেও পারে না। হরেকে কেবল বলিতে লাগিল "ওরে তুই গাড়ীর ভিতর ছেলেদের কাছে আয়।" চারিদিকের চেঁচামেচিতে কে যে কি বলিতেছে, কিছুই ভাল বোঝা যাইতেছে না। শরৎ আর থাকিতে না পারিয়া ছেলেদের ফেলিয়াই নামিয়া পড়িল; ছেলেরা খুব উচ্চগ্রামে স্বর চড়াইয়া দিল; শরৎ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে স্বামীর মাথার কাছে গিয়া বসিয়া পড়িল। যে ভাবে মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিল তাহাতে আর শরতের জ্ঞান রহিল না, সে মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া চেঁচাইতে লাগিল "ওগো কি সর্ব্বনাশ হল; ওগো একবার মুখ তুলে চাও, আমি কিক্ষণে তোমায় নিয়ে বেরিয়েছিলুম গো, শেষে এই হ'ল!" তখন উঠাইয়া বসাইবার চেষ্টায় শরৎ দুই হাতে ধরিয়া খানিক টানাটানি করিয়া শেষে হরেকে ডাকিতে লাগিল, "দ্যাখনারে বাবুকে তুলতে পারিস্ কি না, গাড়োয়ান মিন্‌সে কোন্ চুলোয় গেল, ডাক না দুজনে মিলে বাবুকে গাড়ীর মধ্যে বসিয়ে দেনা বাবা।" গাড়োয়ান তখন গাড়ীর একটা আলো নামাইয়া লইতেছিল। শরৎ শুনিল সে বলিতেছে "ভয় কি!" রাগে শরৎ গর্জ্জিয়া উঠিল, "মর্ মিন্‌সে তোর কাছে কেউ অভয় চায়নি ভারী বীর পুরুষ এত ডাকাডাকি করছি আস্‌বার নাম নেই ওখান থেকে বলছে ভয় কি! কি কুবুদ্ধিই আমার ঘটেছিল? লক্ষ্মী-ছাড়া মিন্‌সের গাড়ীতে না উঠ্‌লে আমার আজ এ বিপদ হয় না!"

শরতের চীৎকার আস্ফালন সত্ত্বেও গাড়োয়ান নিজের কাজে তন্ময় দেখিয়া শরৎ আরও জ্বলিয়া গেল। "হরে তুই কি মরে আছিস্ আয় না, আর এ মিন্‌সে যেন নবাব বাদশা কাণে কথাই যায় না, বাবু যদি না বেঁচে উঠেন জানিস্ হতভাগা তোকে জেল খাটাব, আয় বল্‌ছি এদিকে।

ভিতরে তখন ছেলেরা আরও চেঁচাইতেছে তাহাদের নিকট গাড়ীর দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া হরেও একবার "বাবু গো!" একবার "কি

হ'ল গো" করিয়া চীৎকার করিতেছে, শরতের কথা তাহার কাণেই যাইতেছে না; এদিকে শরৎ নিরুপায়ভাবে স্বামীর মাথা কোলের কাছে তুলিয়া ধরিয়া খুব কাঁদিতেছে; মোহিত কিন্তু একই ভাবে পড়িয়া আছে।

তখন কোচম্যান মহাশয় ধীরে সুস্থে নিজের কাজ সারিয়া আলোটী হাতে লইয়া শরতের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ব্যাপার কি বল দেখি?" মুখ তুলিয়া চাহিয়া শরৎ আশ্চর্য্য হইয়া গেল, "একি তুমি?" "আজ্ঞে হ্যাঁ।" "আর তুমি একি কর্‌ছ?" শরৎ তখন লাফ দিয়া উঠিয়া "তুমি পড়নি? এতক্ষণ তবে ছিলে কোথা? একটা কথার সাড়াও তো দিতে হয়।"

"দিই নি? পঞ্চাশবার বল্‌ছি কি হয়েছে? ভয় কি? কে শোনে! উল্টে আবার গালমন্দ দিয়ে জেলে পূর্‌ছিলে, অন্য কেউ হ'লে সে তর্জ্জনের পরেওকি আর এমুখো হয়, আমার যাই বড় বুকের পাটা!!"

"নাও থাও যাও, বাঁচলুম বাপু আমাতে কি আর আমি ছিলুম। ছেলে ছুটো কেঁদে কেঁদে গেল, আমি ওদের কাছে যাচ্ছি। নিজের সর্ব্বাঙ্গ তো ভিজে গোবর হয়ে গ্যাছে—এলোকটার কি হল দ্যাথ।"

লোকটা পড়িয়াছিল বটে কিন্তু হয় নাই বেশী কিছু। প্রথমে যখন পড়ে চোটটা খুব লাগিয়াছিল, তাহার পর যখন হরে তাহাকে চাপিয়া চীৎকার করে তাহার হরেকে সরাইয়া ফেলিয়া উঠিবার ক্ষমতা হয় নাই, হরেও প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইবার যখন এমন সুযোগ পাইয়াছে তখন বাবুকে যথাসাধ্য চাপিয়া না ধরিয়া কেমন করিয়া টেঁচায়?

হরে যখন একটু স্থান দিল তখন সে উঠিবার ইচ্ছা করিতে না করিতে শরৎশশী আসিয়া পড়িল, তখন গাড়োয়ানের ভাগ্যে যে সৌভাগ্য ঘটিল তাহার প্রলোভন সে তো সামান্য গাড়োয়ানমাত্র অনেক ভাগ্যবানেও ত্যাগ করিতে পারেন কি সন্দেহ, শেষে যখন বাবু স্বয়ং আসিয়া দুই হাতে মাথা তুলিয়া ধরিলেন, তখন সে চোখ চাহিল। "কোথায় লেগেছে বলতো বাপু, উঠে বস্‌তে পারবে কি?"

"আজ্ঞে তা পারব" বলিয়া বেচারি বসা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; এমন সময় শোনা গেল দূরে যেন একখান গাড়ী আসিতেছে। এবার যা যাত্রার ফল মোহিত হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছে, এ পর্য্যন্ত প্রাণে প্রাণে রক্ষা হইয়া তো এতদূর হইল, এখন এই অন্ধকারে ঘাড়ের উপর একখান গাড়ী আসিয়া যদি পড়ে তবে তো সকল দফাই রফা হইয়া যাইবে। মোহিত আলোটা যথাস্থানে বসাইয়া কোচম্যানকে বলিলেন, "তুমি আর হরে ভাঙ্গা চাকার জায়গাটা ধরে গাড়ীটা একটু ঠ্যাল দেখি।"

নিজে ঘোড়া দুটার মুখ ধরিয়া আস্তে আস্তে টানিয়া একটু পাশের দিকে আনিতেই গাড়ীখান নিকটে আসিয়া পড়িল; অন্ধকারে পথের মাঝে আধ ভাঙ্গা গাড়ী ও লোকজন দেখিয়া কৌতুকপরবশ হইয়া আরোহী গাড়ী থামাইতে আদেশ দিলেন। অল্প মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে এখানে?" কণ্ঠস্বর শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া মোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "কে অমর?" "আরে তুমি কে? মোহিত না? এ পাণ্ডব-সারথি-বেশে এখানে? এমন সময়ে?"

"হাঁ গো, সে তো স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছ, তুমি এ সময়ে কোত্থেকে ?

"আমি এলাহাবাদ থেকে কলকাতা হ'য়ে আসৃচি তোমার সঙ্গে কেউ আছেন নাকি ?

"কেউ বলে কেউ।"

"বটে ! তবে তো আমি খুব সময়ে এসে পড়েছি তুমি তা হ'লে খুব বিপদে পড়েছিলে বল ?"

"ওঃ একেবারে পদচ্যুতি হবার উপক্রম।"

"সে কি রকম ?"

"এই তোমাদের ডেপুটিবাবু থেকে একেবারে রথের সারথিতে পরিণত।"

"ব্যাপারটা ভেঙ্গে না বল্লে বুঝ্ব কি করে।"

"সে সব বাড়ী গিয়ে হবে, এখন এই অকূল পাথার থেকে তো আগে উদ্ধার হই।"

তখন অমরের গাড়ীতে শরৎশশী ছেলেদের লইয়া উঠিলেন; ভিতরে অমরের স্ত্রী ছিল; সুতরাং দুই বন্ধুতে ভাঙ্গা গাড়ীর ভিতরে গিয়া বসিলেন। কোচম্যানকে বলিয়া দিলেন, মেয়েদের পৌছাইয়া ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের লইয়া যাইবে।

পরদিন কাছারী হইতে ফিরিয়া মোহিত দেখেন, শরৎশশী কাগজ পুড়াইয়া স্তূপাকার করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ?" শরৎ হাসিয়া বলিলেন, "তোমার মাহেন্দ্রক্ষণের সদ্গতি করিলাম।

শ্রীমতী মনীবালা দেবী।

উচ্ছ্বাস।

(রাগিণী বাহার)

তোমার লাগিয়া জীবন ভরিয়া
　　ভেবে ভেবে সারা হই,
তবু প্রাণসখা নাহি দিলে দেখা
　　বিরহ যাতনা সই॥
আঁখিজলে ভেসে কত নিশিদিন
শয়ন অশন বিনা তনু ক্ষীণ
স্বপ্নেরি মত সুপ্ত এ দীন
　　পথপানে চেয়ে রই॥

মিলনেরি আশে পরাণ পিয়াসে
হেথায় হোথায় ঘুরি আশে পাশে
বাঁধিয়া রাখিব হৃদয়েরি দেশে
　　দেখিবারে যদি পাই॥
এই আশা প্রাণে রাখি অন্তদিনে
সদাই তোমারে নেহারি নয়নে
জনমে জনমে জীবনে মরণে
　　আর কিছু নাহি চাই॥

শ্রীঅরুণেশ্বর রায়।

নিরুদ্দেশ।

৭

রাধানাথ আরও ৩।৪ দিন কলিকাতায় থাকিয়া, রমেন্দ্রমোহিনীর নিকট বিদায় লইয়া বাটী যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন। গাড়ী হইতে নামিয়া তিনি বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিলেন। ষ্টেশন হইতে বাড়ী প্রায় এক মাইল পথ। বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয় নাই; মাঠে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, রাখালগণ গরু ছাড়িয়া দিয়া গ্রীষ্মের জন্য গাছতলায় আশ্রয় লইয়াছে, কেহ বা ঘুমাইতেছে, কেহ বা চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছে। গরুগুলিও যেন অন্যমনে দাঁড়াইয়া আছে, দুঃখেতে তাহাদেরও যেন চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, দূর হইতে শৃগাল, শকুনির বিকট চীৎকারধ্বনি শ্রুত হইতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া রাধানাথ রায়, কি যেন একটা ভারী অমঙ্গল আশঙ্কা করিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে গ্রামের ভীষণতা মনোমধ্যে আঁকিয়া লইলেন। তিনি বরাবর গ্রামের দিকে না গিয়া, সেই বালকগুলির নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমরা এমন বিষণ্ণমনে ব'সে রয়েছ কেন?" রাধানাথের কথা শুনিয়া একটী বালক হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "খুড়োমহাশয়গো, কি আর বল্‌ব গো, বল্‌তে যে বুক ফেটে যায়গো, আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েচে, আমার দুটী ভাই ও মা ওলাউঠাতে মারা গিয়েছে। শুধু আমাদের বাড়ী নয়, দেশে ঘরে ঘরে কি অবস্থা হ'য়েছে তার আর কি বল্‌ব! শ্যামজীবন মুখুজ্যে ও তার বউ পরশু মারা গিয়াছেন, আহা! মরবার সময় আমার সুনীলকে দেখ্‌ব বলেছিলগো খুড়োমহাশয়, আহা! মাঠাকরুণ আমাদের কত ভালবাসতেন্‌গো" বলিয়াই হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আর একটী ভীষণ কথা বলি, "আমাদের জমিদার-গিন্নীর কাল অসুখ করেছিল, সকাল বেলায় তাঁর অবস্থা বড়ই খারাপ শুনেছিলাম, এখন আছেন কিনা জানিনে।" রাধানাথ রায় বালক-প্রমুখাৎ আরও দুই একটী বাড়ীর দুর্দ্দশার কথা শুনিলেন এবং তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। তাঁহার নিজের বাড়ীতেও হয়ত এই রকম কিছু কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, এইজন্য বাড়ীর খবর কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই, কিন্তু শেষে কি ভীষণ কথা শুনিলেন, শুনিয়া তাঁহার আপাদ-মস্তক কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন অথবা জাগ্রৎ আছেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, বলিলেন, "ওহে কি ব'ল্‌লে; আমার স্ত্রী ইহজগতে নাই! সাধ্বী স্ত্রী আমার এত যন্ত্রণা পেয়ে এতদিন পরে আমায় ত্যাগ করলেন? যাক্‌, সব শেষ হ'য়ে গেল" বলিয়া রাধানাথ মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। আর বাড়ী ঘর কেন, আর সংসার কিসের জন্য বলিয়া ব্রাহ্মণ শোকার্ত্ত হৃদয়ে এবং মনের আবেগে কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে অনেক কষ্টে মনকে প্রবোধ দিলেন, যাক্‌ স্ত্রী গিয়াছে কিন্তু কন্যাগুলি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মানুষ করা ত চাই, না হয় আর একটী বিবাহই করিব।

তবে তাঁহার দুঃখের মধ্যেও একটা আনন্দ ছিল, তিনি ভাবিলেন "বেশ হইয়াছে, ভগবান্ আছেন ত? রামজীবন মুখুজ্যে যেমন জামিটে দিলে না, তেমনি ফল ফলেছে, এবার ছেলেকে কি ক'রে রক্ষে করে দেখি। বেটার ভিটায় ঘুঘু চরাব, তবে ছাড়্ব। আর মায়াদেবী ছোঁড়াটার জন্যে একটু টান্বেন, তা তিনি বেঁচে বোধ হয় নেই।"

সন্ধ্যা হইতে তখনও কিছু দেরী আছে, এমন সময় রাধানাথ আছাড় খাইয়া উঠানে পড়িলেন। তাঁহার দিদি, অনেক বুঝাইলেন, এবং তাঁহাকে ঘরে লইয়া গেলেন। মেয়ে-গুলোও মা, মা, করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, রাধানাথের বুকের ভিতর ধড়াস্ করিয়া উঠিল। কয়েক দিন মধ্যেই রাধানাথ বেশ সুস্থ হইলেন, কি করেন সংসারধর্ম্ম ত রক্ষা করা চাই, এইজন্য স্ত্রী মরিবার চারিমাস পরেই অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ করিলেন, প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের রাধানাথ নবম বর্ষের এক বালিকাকে বধূরূপে গৃহে আনিলেন।

সেইদিন রাধানাথ বাড়ী আসিয়া রাত্রি ৭টার সময় জমিদার বাড়ী গেলেন। সেখানে যাইয়া দেখেন, চতুর্দ্দিকে লোকজন ছুটাছুটী করিতেছে, সকলেই বিষণ্ণ, একস্থানে যাইয়া দেখিলেন চার পাঁচ জন ডাক্তার দাঁড়াইয়া কি গুপ্তপরামর্শ করিতেছেন, দুই একজন ডাক্তারের সঙ্গে রাধানাথের পরিচয় ছিল, সুতরাং তিনিও যাইয়া তাহাতে যোগ দিলেন। একজন ডাক্তার বলিলেন, "তা এযাত্রা রক্ষা পাইলেও পাইতে পারেন।" আর একজন বিজ্ঞ, বহুদিনের পুরাতন ডাক্তার তাঁহার দীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রু ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া বলিলেন, "তোমরা সব ছেলে মানুষ তাই একথা বল্‌ছ, কোলাপ্স হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে, এ যাত্রা আর রক্ষা নাই। আমি এ রকম রোগী আরও অনেক দেখেছি যে, অনেক দেখেছি! তা কৃষ্ণবিহারীবাবু পুত্রকন্যাকে টেলিগ্রাম করিতে চাহিতেছেন, তাহাই অবিলম্বে করুন, যদি তাঁহারা আসিয়া মাতাকে দেখিতে পান।" একজনকে টেলিগ্রাম করার কথা বলিতেই সে বলিল, "করা হইয়াছে, রাত্রি ৯টার গাড়ীতে তাঁহারা আসিবেন।" রাধানাথ এই সমস্ত শুনিয়া বাড়ীর ভিতর গেলেন এবং যাইয়া দেখেন, কৃষ্ণবিহারী বাবু স্ত্রীর পার্শ্বে বসিয়া আছেন; রাধানাথকে দেখিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "রাধানাথ তুমি কল্‌কেতা থেকে এলে কখন? রমেন, শান্তি ভাল আছে ত?" রাধানাথ বলিলেন, "কাঁদিয়া আর কি করিবেন? একটু ধৈর্য্য ধারণ করুন, কোন ভয় নাই। রমেন্দ্র শান্তি বেশ আছে।" এই কথাগুলি বলিতে বলিতে একটু দূরে একখানি চেয়ারে বসিলেন, নিকটে আসিতে তাঁহার ভয় করিতে লাগিল, কি জানি সংক্রামক রোগ দূরে থাকাই ভাল।

৮

কলিকাতার বাসায় সুনীলের ঘরে শান্তি বসিয়া সুনীলের ছবি আঁকা দেখিতেছে, তাঁর আর অন্য কোনদিকে মন নাই, আজ কয়দিন ধরিয়া শান্তির একখানি ছবি আঁকিতেছেন, অনেকগুলি ছবিই আঁকিলেন, কিন্তু কোন-খানিই যেন তাঁহার মনঃপূত হয় না। আজও সেই ছবি আঁকিতেছেন, প্রত্যেক ছবিরই যেন কিছু খুঁত থাকিয়া যায়। সেই

নন্দে মুখ, সরলতার প্রতিচ্ছবি, সেই আকর্ণবিস্তৃত নয়ন, আলুলায়িত ভ্রমরনিন্দিত কেশরাশি, কিছুতেই যেন সম্পূর্ণ হয় না। শান্তি ব'লে উঠল "দেখ সুনীলদা, আমি তোমার নিকট কি এতই সুন্দরী যে এত সুন্দর সুন্দর ছবি থাক, আর এই ছবিখানাই তোমার আঁকা হয় না? এর পর বৌ হ'লে তার ছবি আঁকতেই পারবে না" বলিয়াই শান্তি মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল। তার পরে ব'লে উঠল "বুঝেছি, আমি সব বুঝেছি, আমার ছবি তুমি আঁকবে না।" "নারে না পাগলি, তোর মতন লোকের ছবি আঁকা আমার এক রকম দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে দেখছি, তা এইখানাই একটু হয়েছে বোধ হয়, থাক্ এই খানাই শেষ করব।" বলিয়া সুনীল তাকে একটু সান্ত্বনা দিল। "আচ্ছা সুনীলদা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বলত বলি; বল বলবে?" সুনীল হাসিয়া বলিল, "আরে পাগলি, কি বলবি বল, উত্তর দেওয়ার হলে নিশ্চয়ই দেব।" "তুমি সত্যি কথা ব'লবে ত?" "আচ্ছা বলই না" বলিয়া সুনীল পুনরায় অঙ্কনে মনোযোগ দিলেন। তখন শান্তি একটু অভিমানের সুরে বলিল, "ওহো বুঝেছি, তুমি আমায় ভালবাস না? তা না হ'লে, আমি বকছি, তুমি শুনচ না, যাক্ আমি উপরে পিসীমার কাছে যাই" বলিয়াই শান্তি উঠিয়া কিছুদূর গেল, কিন্তু উপরে না যাইয়াই ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সুনীলদার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত, তিনি মুখ নীচু করিয়া পেনসিল হস্তে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। শান্তি আসিয়া ডাকিল, "সুনীলদা"। সুনীলদা চোখ তুলিতেই চারিচক্ষুর পূর্ণমিলন হইল, হঠাৎ উভয়েরই শরীরে একটা বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল, এই দৃষ্টিই যেন পরস্পরকে চিনিয়া লইল। কই এতদিন ত কিছুই হয় নাই? তবে আজ একি? ভাবিয়া কেহই কিছু ঠিক করিতে পারিল না। তখন উভয়েই পুনঃ ঘাড় নীচু করিল। সুনীল বলিল, "বল, শান্তি তোমার কথার আমি সত্যি প্রকৃত উত্তর দেব।" শান্তি আবার সেইরূপ বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "আচ্ছা সুনীলদা, এবার বাড়ী গিয়ে পূজার সময়, তোমার মাকে বলিব তোমার একটা বিয়ের ঠিক করতে, আর আমার মাকে ব'লব দাদার বিয়ের ঠিক ক'রতে, তোমার মত জিজ্ঞাসা ক'রছি।" "তোমার দাদার বিয়ের কথা বল, কিন্তু আমার বিয়ের কথা ব'লতে হবে না।" সুনীল এতদিন কি আশা হৃদয়ে পোষণ ক'রে রেখেছিলেন, তাহা আজ শান্তির নিকট ব্যক্ত করিতেই হইল, কারণ তিনি সত্য কথা বলিবেন বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে শান্তিকে ভালবাসেন, শান্তি কি তাহা একটুও বোঝে না? তবে কেন সে আমার হৃদয়ে আঘাত দিল? না না কখনই হইতে পারে না। সে নিশ্চয়ই বোঝে, সে তাঁহার মনের ভাব জানিবার জানিবার জন্যই হয়ত ঐরূপ বলিয়াছে? খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিলেন, তার পর বলিলেন, "শান্তি, তোমার নিকট সত্য বলিতে প্রতিশ্রুত, কাজেই মিথ্যা বলিতে পারিব না। আমার বিয়ের কথা তোমায় বলিতে হইবে না, কারণ আমি যাকে বিয়ে ক'রব ঠিক ক'রে রেখেছি, এবং তাকে ছাড়া যে আমি বিয়ে ক'রব না এটাও ঠিক।

সে আমায় ভালবাসে কিনা জানি না, তবে আমি তাকে ছাড়া আর জানি না। কিন্তু তোমায় আমি তার নাম ব'ল্‌তে পারব না।" "আচ্ছা যদি তার পিতা মাতা অন্যস্থানে তার বিয়ে দেন? আমাদের দেশের মেয়েরা ত আর স্বয়ংবরা হ'তে পারে না, সুতরাং এ রকম ত হতেই পারে। যদি এরূপ হয় তবে কি কর্‌বে? আবার আর একটী বিয়ে কর্‌বে ত?" "এই জন্যই বলি, আমাদের দেশের ছেলেরই হউক অথবা মেয়েরই হউক বিবাহ দিতে হইলে, অভিভাবকদিগের বর ও কন্যার মত জিজ্ঞাসা করা উচিত, নচেৎ অধিকাংশস্থলেই আমার ন্যায় অবস্থা হয় এবং দাম্পত্যপ্রেমে সুখ হয় না। তবে যদি তাহার বিবাহ অন্য স্থানে হয়, তবে আর বিবাহ করিব না, বৃদ্ধ পিতা মাতা যতদিন সংসারে থাকেন সেবা করিব, তার পর তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ক'র্‌ব।" সুনীলের কথা শুনিয়া শান্তির চক্ষু দিয়া টস্‌ টস্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে সুনীলের ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল, সুনীলও কাঁদিয়া ফেলিলেন।

এমন সময় বাহিরে কড়ানাড়ার শব্দ হইল। সুনীল চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" শব্দ হইল, "তার আছে।" সুনীল ছুটিয়া যাইয়া টেলিগ্রাম লইলেন, দেখেন রমেন্দ্রের নামে টেলিগ্রাম। খুলিয়া দেখেন, কি সর্ব্বনাশ! তাতে লেখা আছে, "তোমার মাতা অতিশয় পীড়িত, শান্তিকে সঙ্গে করিয়া অদ্য রাত্রি ৯টার ট্রেণেই বাড়ী আসিবে। তোমার পিতা"। রমেন্দ্র দোতালায় ছিলেন, সুনীল টেলিগ্রাম হাতে করিয়া দোতালায় ছুটিলেন, টেলিগ্রামখানি রমেনের হাতে দিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। রমেন্দ্র বলিলেন "কাঁদিও না, ধৈর্য্য অবলম্বন কর, ভাই সংসারে পুরুষেরাও যদি স্ত্রীলোকের ন্যায় সহসা অস্থির হইবে, তাহা হইলে সংসার চলে কিরূপে? সংসারে কত দুর্ঘটনা অহর্নিশ ঘটিতেছে, সব সময় ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হয়। তুমি যদি এরূপ করিয়া ক্রন্দন কর, তবে শান্তি কি করিবে? থাক্‌ তুমি বাসায় থাক, আমি, শান্তি আর রামধন বাড়ী যাই। মাতা আরোগ্যলাভ করিলেই ফিরিয়া আসিব।" সুনীলের যদিও বাড়ী যাইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রমেন্দ্রের অনুরোধে যাইতে পারিলেন না। কিন্তু সুনীলের বাড়ীতে যে কি হইয়াছে তাহা সে বুঝিবে কিরূপে? সে এখনও পর্য্যন্ত জানে না যে, পিতা মাতা তাহার জনমের মত ছাড়িয়া গিয়াছেন।

৯

যথা সময়ে রমেন্দ্র, শান্তি ও রামধন ষ্টেশনে পৌছিলেন, অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। রাত্রি ৯টার সময় তিন জনে গাড়ী হইতে নামিলেন, নামিয়াই শুনিলেন, "বাড়ী হইতে পাল্‌কী আসিয়া তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, রমেন্দ্র ও শান্তি পাল্‌কীতে উঠিলেন এবং শীঘ্রই বাড়ী পৌছিলেন।

মায়াদেবীর অবস্থা তখন অতিশয় খারাপ হইলেও সম্পূর্ণ জ্ঞান লোপ হয় নাই। তিনি পুত্রকন্যাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন, রমেন ও শান্তি মায়ের কোলের দিকে অগ্রসর হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, অনেকক্ষণ সকলে কাঁদিলেন, তৎপরে মাতা রমেন্দ্রকে বলিলেন, "আমি ত

তোদের ছেড়ে চল্‌লাম, শাস্তিকে যত্ন করিস্‌, দেখিও যেন তোমার পিতার কোনরূপ অযত্ন না হয়। আহা সুনীলকে আন নাই কেন? সুনীলের আর কেউ নাই জগতে, তাহার পিতা মাতা মারা গিয়াছেন। তাহাকে বড় ভালবাসিতাম, তাহাকে ত্যাগ করিও না।" আর রমেনের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন, "দেখিস্‌ চেষ্টা ক'রে যাতে সুনীলের সহিত শান্তর বিয়ে দিতে পারিস্‌।" সুনীলের পিতা মাতা নাই শুনিয়া রমেন্দ্র ও শান্তি অবাক্‌ হইয়া গেল এবং তাহাদের বোধ হইতে লাগিল যেন পৃথিবী ঘুরিতেছে। এমন সময় রমেন্দ্র ও শান্তিকে তাহাদের মাতার নিকট হইতে লইয়া যাওয়া হইল। পরদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মায়াদেবী জগতের মায়া কাটাইয়া বসন্তপুরকে অকূলে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিলেন।

সুনীলকে রমেন্দ্র পত্র লিখিলেন, "স্বর্গীয় মাতাঠাকুরাণী গত কল্য স্বর্গধামে প্রস্থান করিয়াছেন, কলিকাতার বাসার কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া, পিসীমাকে লইয়া কয়েক দিনের জন্য বাটী আসিও।" সুনীল পত্র পাইয়া অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "আজ আমি প্রকৃত মাতৃহারা হইলাম।" আমার গর্ভধারিণী জীবিত সত্য, কিন্তু প্রকৃত মাতা আমায় ত্যাগ করিলেন। আহা! সুনীল জানেন না যে তিনিও এ জগতে নাই। পরদিনই মোহিনীকে লইয়া বাড়ী যাত্রা করিলেন। গ্রামের লোক সুনীলকে বড়ই ভালবাসিত। কারণ যেমন তিনি পরোপকারী, তেমনি মিষ্টভাষী ছেলে ছিলেন, কাহারও কোন অসুখ করিলে সুনীল দৌড়াইয়া তাহার বাড়ী যাইতেন, বাড়ী আসিলে অনেক গরীব লোক তাঁহার নিকট সাহায্য পাইত। গরীব লোকের ঔষধের ও পথ্যের ব্যবস্থা পর্য্যন্তও কখন কখন স্বয়ং করিতেন। এই জন্যই বোধ হয় সকলে সুনীলকে সোনার চক্ষে দেখিতেন।

দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, সূর্য্য প্রায় অস্তগমনের উদ্যোগ করিতেছেন, পশ্চিম গগনের প্রায় প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, অস্তাবলম্বী ভানুর কিরণে বৃক্ষপত্রগুলি ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে এবং সেগুলি যেন সুবর্ণনির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইতেছে, এমন সময় সুনীল রেলগাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। বাড়ী হইতে পাল্‌কী আনিয়াছিল, মোহিনী ও মোহিনীর ছেলে তাহাতে উঠিলেন; সুনীল হাঁটিয়া চলিলেন। গ্রামের অনেক লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু গ্রামের অবস্থা, বাড়ীর অবস্থা কেহই স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিল না।

রামচরণ একটী অষ্টাদশবর্ষীয় বালক, মাঠ হইতে এক পাল গরু লইয়া বাড়ী যাইতেছে, সে ত সুনীলকে দেখিয়া কাঁদিয়াই অস্থির। সুনীল তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করেন কি হইয়াছে, সে কোনই উত্তর করে না, কেবল কাঁদে আর বলে, "কি আর বল্‌ব দাদাবাবু বাড়ী গেলেই সব জান্‌তে পারিবেন।" সুনীল ভাবিলেন হয় ত মায়াদেবীর কথা বলিতেছে, সুতরাং অজ্ঞাতসারে তাঁহারও নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। এইরূপে পথে যত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয় সকলেই অসম্পূর্ণ ভাবে কথা বলে, কাজেই সুনীল স্পষ্ট কিছুই বুঝিতে পারেন না। তিনি ভাবেন, "তবে

কি আমার পিতা মাতা নাই ?” না, না, তা হলে আমি পূর্ব্বেই সংবাদ পাইতাম। এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহাদের বাড়ীর নিকট আসিয়া পৌছিলেন, কিন্তু প্রথমে বাড়ী না গিয়া রমেন্দ্রের বাড়ীর দিকে ফিরিলেন, সেখানে যাইতেই শান্তি আসিয়া সুনীলের নিকট কাঁদিয়া পড়িল, রমেন্দ্রও কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে যখন সকলে একটু শান্ত হইলেন তখন সুনীল বলিলেন, “রমেন্দ্র, আমি এখন বাড়ী যাই, মা বাবার সহিত দেখা করিয়া আসি।” রমেন্দ্র বলিলেন, “এখানে হাত মুখ ধোও, একটু বিশ্রাম কর, তার পর যাইও।” রমেন্দ্রের কথা এড়াইতে না পারিয়া সুনীল হাত মুখ ধুইয়া জল খাবার খাইলেন, শান্তি সুনীলের জন্য একটু মিছরীর সরবৎ করিয়া রাখিয়াছিলেন আনিয়া দিলেন। সুনীল কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বলিলেন, “চল ভাই, তুমি ও আমি দুজনে যাইয়াই বাবা এবং মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।” তখন রমেন্দ্র সমস্ত কথা না বলিয়া কি করেন, সব বলিতে হইল। সমস্ত শুনিয়া তাঁহার পিতা মাতা ইহজগত হইতে প্রস্থান করিয়াছেন শুনিয়া হঠাৎ তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন, চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। সকলে ধরাধরি করিয়া যখন তাঁহাকে শয্যায় শয়ন করাইলেন, তখন সুনীল অজ্ঞান, নাসিকা দিয়া অল্প অল্প নিঃশ্বাস বহিতেছে। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিতে পাঠান হইল, ডাক্তার আসিলেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “হৃদয়ে গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন, তবে বাঁচিতে পারেন, শুশ্রূষার ত্রুটী হইলে বাঁচিবেন না। ঔষধ প্রতি ঘণ্টায় সেবন করাইতে হইবে।” শান্তি পিতাকে যাইয়া বলিলেন, “আমি সুনীলদার পরিচর্য্যা করিব।” কৃষ্ণবাবু বলিলেন “মা, তুমি কি পারিবে? আমি একজন সেবক নিযুক্ত করিয়া দিতেছি, সেই সেবা শুশ্রূষা করিবে। সুনীলের জন্য ভাবিও না।” একজন সেবক নিযুক্ত হইলেও শান্তি অধিক সময়ই সুনীলের নিকট থাকিতেন। এক দিন এক রাত্রি চলিয়া গেল, তবুও সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল না। দুই দিবস পর রাত্রি ১০টা বাজিয়াছে শান্তি তখনও সুনীলের মাথার পাশে বসিয়া বাতাস করিতেছেন, হঠাৎ সুনীল মা বলিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু মেলিলেন, এবং কিছু বলিবার নিমিত্ত শান্তির মুখের দিকে চাহিলেন, শান্তি ইঙ্গিতে বারণ করিল এখন কথা বলিও না। হঠাৎ এক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু সুনীলের কপোলের উপর পতিত হইল, সুনীলের নয়ন হইতেও দুই এক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, সুনীল চক্ষু বুঁজিলেন।

আরও দুই দিন চলিয়া গিয়াছে, সুনীল সুস্থ হইয়াছেন। শান্তি তখনও সুনীলের নিকট প্রায়ই বসিয়া থাকে। এক সময় সুনীল বলিলেন, “কেন শান্তি তুমি দিবারাত্র আমার জন্য এত পরিশ্রম করিতেছ? তোমার স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছ কেন?” শান্তি মনে মনে বলিল, “যার জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেও মনে তৃপ্তি হয় না, তাহার জন্য জীবন পাত করিব না ত কাহার জন্য করিব?” প্রকাশ্যে বলিল “কেন, সুনীলদা, তুমিই ত আমায় শিক্ষা দিয়াছ, “যে রোগীর সেবা করা জীবনের একটী প্রধান কার্য্য, তবে এখন

ওরূপ কথা বলিলে চলিবে কেন? আর তুমিও ত কলিকাতায় অনেক দিন সমস্ত রাত্রি বসিয়া রোগীর সেবা করিয়াছ শুনিয়াছি, তবে তোমারও না করা উচিত ছিল?" সুনীল শান্তির সঙ্গে যখন পারিলেন না তখন অগত্যা তাহার মতেই মত দিলেন। ক্রমশঃ।

গান*

[১]

তোমার আকুল সন্ধানে
কত যুগ গেল বহিয়া;
বিরহ-ব্যাকুল-ক্রন্দনে
তব পথ পানে চাহিয়া।
কত কাল বল তুমি-হারা
আঁধারে মরিব কাঁদিয়া;
হাটের মাঝারে, হারায়ে আমারে,
ত্রাসে আঁখি আসে মুদিয়া॥
কতদিন হতে হারা-পথে
ঘুরিতেছি তব লাগিয়া,
কে জানে আমারে ধরা দিতে
কোথা আছ তুমি জাগিয়া।
তুমি আছ মম পথ চেয়ে
আমি গেছি পথ ভুলিয়া;
শত পথ মাঝে, আঁধারের সাঁঝে,
শত জনে যায় ছলিয়া॥
তোমার বিমল প্রেমালোকে
দাও মোর দীপ জ্বালিয়া,
কোন্ দিকে তুমি—কোন্ দিকে,
দেহ সেই পথ বলিয়া।
একলা কাঁদিব কত আর
গহন তিমিরে পড়িয়া?
আর কত দিন, নয়ন মলিন,
ঝরিবে তোমারে স্মরিয়া॥

[২]

গোপন নিথর চিদাকাশে
ধ্রুবতারা তুমি জাগো জাগো।
মোহন মধুর আবভাবে
মম প্রাণ অঞ্জলি মাগো।
সকল পুলক শোক মাঝে
বাজে মঙ্গল শঙ্খ;
তব নন্দন-সুরভি গন্ধ
অন্ধ তমস-বিনাশে গো॥
তোমারে জীবন সঁপিয়াছি—
মনে ছিল এই অভিমান;
সে সকল ভাণ মিছামিছি,
কণাটি ছাড়িতে কাঁদে প্রাণ।
সব হতে প্রিয় 'আমি' মোর,
চরণে করিব কবে দান!
নখর চুমিয়া, রহিব ঘুমিয়া,
অমিয়া-লহরে নাচিব গো॥
হে অসীম! যবে সীমা মাঝে
নব সাজে তুমি দাও ধরা,
সীমা গুমরিয়া মরে লাজে,
আপনা লুকাতে দিশেহারা!
তোমার কিরণ বিকীরণে
মুখর আমারে কর হারা;
সব অণু জুড়ে' বাজ মধু সুরে,
লহ তনু-মন-জীবন গো॥

দরবেশ।

---

*রবীন্দ্রনাথের "ঘাটে বসে' আছি আনমনা"—সুর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 678. February, 1920.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৭ বর্ষ। ৬৭৮ সংখ্যা।	মাঘ, ১৩২৬। ফেব্রুয়ারি, ১৯২০।	১১শ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

গানের স্বরলিপি। *

বেহাগ—একতালা।

চল্ ফিরে চল্ তারে পাওয়া যাবে না।
এই আঁকা—বাঁকা ঘুরো পথ যে আর ফুরাবে না!
তারে নিয়ে গেছে পরীর দেশে,
ধরার সনে আর কি মেশে?
ধরার আঁখি নিয়ে তারে দেখ্‌তে পাবে না
আমার যে আর পা চলে না,—
(তবু) "আহা" "বাছা" কেউ বলে না;
সে ছাড়া আর নয়ন-বারি কেউ মোছাবে না!
কত দূরে কিসের মত,
আলো—আঁধার ছুট্‌ছে কত!
রইল ছায়া, গেল কায়া, ফিরে আস্‌বে না॥

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

---

* এই গানটি "নারায়ণ" হইতে উদ্ধৃত। "নারায়ণে" লেখা আছে যে গানটি স্বর্গীয় কবি রজনীকান্ত সেনের অপ্রকাশিত গান। "নারায়ণে" গানটির উপরে যে সুর ও তাল দেওয়া আছে, সেই সুরে ও তালে আমি স্বরলিপি করিলাম। রচয়িতা যদি বেহাগ সুরেই গাহিতেন, তবে কি ভাবে যে ঐ সুরে গাহিতেন, অবিকল সেই ভাবে গীত হইতে আমার শোনা নাই। সুতরাং "নারায়ণে" কে দেওয়া বেহাগ সুরেই, কিন্তু আমার ভাবে, আমি স্বরলিপি করিলাম। ভরসা করি সঙ্গীতপ্রিয় পাঠক পাঠিকা গানটিকে এই স্বরলিপির মত গাহিয়াও আনন্দানুভব করিতে পারিবেন। শ্রীমোহিনী সেন গুপ্ত।

২´ ৩ ০ ১

|I সা -া -া । গা গা মা । -পা -া পা । না -া না I

চ ল্ ০ াক রে চ ল্ ০ তা রে ০ পা

২´ ৩ ০ ১

I -না র্সা র্সা । -া র্স না । -ধনা -া পা । মগা -রগা মা I

০ ওয়া যা ০ বে না ০যা ০ বে না০ ০০ এই

২´ ৩ ০ ১

I ধা ধা -ধা । ধা পা -া । মা গা -া । গা -া -মা I

আঁ কা ০ বাঁ কা ০ ঘু রো ০ প ০ থ্

২´ ৩ ০ ১

I পা না -া । -র্সা র্সা না । -ধনা -া পা । মা -রগা -া I

যে আ ০ র্ ফু রা ০০ ০ বে না ০০ ০

২´ ৩ ০ ১

I গা -া মা । গমপা -ধপা -মা । গা -া গমা । সা -রসা -া II

"যা ০ বে না০০ ০০ ০ যা ০ বে০ না ০০ ০"

২´ ৩ ০ ১

II { পা -া পা । না না না । র্সা র্সা -া । -া র্সা র্সা I

তারে ০ নি যে গে ছে প রী ০ র্ দে শে

২´ ৩ ০ ১

I -া -া -া । -া -া -া । র্সা র্সা -া । র্সর্রা র্সা -া I

০ ০ ০ ০ ০ ০ ধ রা ০ ০র্ স নে

২´ ৩ ০ ১

I না না -ধা । পা পধা নর্সা । -ধনা -া -া । -া -া -া } I

০ আ ০ বুঝি মে০ শে০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১

I পা পা -া । মা মা -মা । পা পা -া । না না -া I

ধ রা র্ আঁ খি ০ নি রে ০ তা রে ০

২´ ৩ ০ ১

I -নর্সা র্সা -া । -া র্সা না । ধনা -া পা । মগা -রগা -া I

০০ দে ০ থ্ তে পা ০০ ০ বে না০ ০০ ০

২´　　　　৩　　　　•　　　　১
I গা -া ম্মা। গম্মপা -ধপা -ম্মা। গা -া গরা। সা ন্‌সা -া II
"যা ০ বে　না ০ ০　০ ০　০　যা ০ বে ০　না ০ ০　০"

২´　　　　৩　　　　০　　　　১
II {সাসা -পা। পা পা -া। পা -া ধা। পা ধপা -ম্মা I
আ মা র্　যে আ র্　পা ০ চ　লে না ০　০

২´　　　　৩　　　　০　　　　১
I পপা পা -ধা। ণা ণা ধা। পা ধা পা। ম্মা গা -া I
তবু আ হা ০　বা ছা ০　কে উ ব　লে না ০

২´　　　　৩　　　　০　　　　১
I -া -া -া। -া গা -া। গা গা -া। গা -া -া I
০ ০ ০　০ সে ০　ছা ড়া ০　আ র্ ০

২´　　　　৩　　　　০　　　　১
I গা গা -া। গা গরা -গরা। -া -া রা। গা রা রা I
ন য় ন্　বা রি ০ ০ ০　০ ০ কে　উ মো ছা

২´　　　　৩　　　　০　　　　১
I -গা -া ম্মা। পা -ধপা ম্মা। গা -া রা। সা -ন্‌সা -া } I
০ ০ বে　না ০ ০ মো　ছা ০ বে　না ০ ০ ০

২´　　　　৩　　　　০　　　　১
I {পা পা -া। না না -া। র্সা র্সা -া। র্সনা র্সা -া I
ক ত ০　দূ রে ০　কি সে র্　ম ০ ত ০

২´　　　　৩　　　　০　　　　১
I -া -া -া। -া -া -া। র্সা র্সা -া। র্সর্রা র্সা -া I
০ ০ ০　০ ০ ০　আ লো ০　আঁ ০ ধা র্

২´　　　　৩　　　　০　　　　১
I না -া ধপা। পা পধনা -র্সা। -ধনা -া -া। -া -া -া } I
ছু টে ছে ০　ক ত ০ ০ ০　০ ০ ০ ০　০ ০ ০

২´　　　　৩　　　　০　　　　১
I পা -া পা। ম্মগা গা -ম্মা। পা পা -া। না না -া I
র ই ল　ছা ০ য়া ০　গে স ০　কা য়া ০

২´ ৩ ০ ১
I -া -া -া। -া -া -া। না না -া। না -া -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ফি রে ০ আ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I -ধপা -র্সা র্সা। র্সা -া না। ধনা -া পা। মগা -রগা -া I
০০ স্ রে না ০ ০ আ০ স্ রে না০ ০০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা -া মা। গমপা -ধপা মা। গা -া গরা। সা -ন্‌সা -া IIII
"যা ০ বে না০০ ০০ ০ যা ০ বে০ না ০০ ০"

নিরুদ্দেশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১০)

সুনীল সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইয়া বাটী আসিল। ঘরে ঢুকিতে তাহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মাতাপিতার শূন্যকক্ষ পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের সমস্ত স্মৃতিই রহিয়াছে, কিন্তু সেই মানুষ-দুইটী নাই। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, "ভগবান্ যাহা করেন্ মঙ্গলের জন্যই। আমাকে তিনি সন্ন্যাসী করিবার অভিপ্রায়েই হয়ত মাতাপিতাকে— যাঁহারা সংসারে আমার একমাত্র বন্ধন ছিলেন, তাঁহাদিগকে জগৎ হইতে লইয়া গিয়াছেন।" এইরূপ আরও নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সুনীল গৃহে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ নানা স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিল। একটী বাক্সে তাহার মায়ের কয়েকখানি অলঙ্কার পাইল এবং পিতার বাক্সে নগদ একশত টাকা রহিয়াছে দেখিল; ভাবিল, মাতাপিতার শ্রাদ্ধ-শান্তি এই অর্থ দিয়া করিতে হইবে।

সুতরাং, মাতার একটী কণ্ঠহার ব্যতীত সে সমস্ত অলঙ্কারই বিক্রয় করিয়া ফেলিল। অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া প্রায় দেড়শত টাকা হইল। গ্রামের শ্যামকাকা, রামকাকা প্রভৃতি অনেকেই তাহাকে নানারূপ পরামর্শ দিতে আসিলেন। কেহ আসিয়া বলিলেন, "ওহে সুনীল, তুমি তোমার বাপ্-মায়ের এক ছেলে, আর তাঁরা যখন একদিনেই মারা গিয়েছেন, তখন দু'জনের শ্রাদ্ধ একটু জাঁক-যমক ক'রে করাই উচিত। তা কিছু টাকা দেনা ক'র্‌তে হয়, তাও কর।" কেহ আসিয়া বলিলেন, "দেখ গ্রামের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষকে খাইয়ে দাইয়ে একটু ভাল

রকম বিদেয় দেওয়াও উচিত। তা রাম-জীবন মুখুজ্যের ছেলে, আহা, পুণ্যাত্মার ছেলে! এমন না হ'লে চলে!"

সুনীল কিন্তু কাহারও পরামর্শ শুনিল না সে দুই একজন ব্রাহ্মণ ও গ্রামের দরিদ্র কাঙ্গাল দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করাইল। কারণ, সে তাহার অন্না-ভাবক্লিষ্ট দরিদ্র গ্রামবাসী কাঙ্গালদিগের দুঃখ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল; এবং ভাবিতেছিল যাহারা যথার্থই অন্নের কাঙ্গাল তাহাদিগকে খাওয়ানই উচিত। এই কার্য্যে রমেন্দ্র ও শান্তি তাহার প্রধান উৎসাহদাতা। বালিকাহইলেও শান্তি অনেক সময় সুনীলকে প্রৌঢ়ার ন্যায় পরামর্শ দিত।

এদিকে গ্রামের ভদ্র মহোদয়গণ, রাম-চাটুজ্যে, শ্যাম বাঁড়ুজ্যে প্রভৃতি, যাঁহারা নিমন্ত্রিতও হন নাই, এবং কিছু পানও নাই, তাহারা সুনীলের দুর্নাম রটাইতে লাগিল ও বলাবলি করিতে লাগিলেন, "সুনলে ছোঁড়া কি ভদ্র লোকের সঙ্গে মিশ্‌তে জানে? যেমন ছোটলোক, তেমনি লোকের সঙ্গে ত ওর ব্যবহার হবে। আচ্ছা, ছোঁড়াটাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে তবে আমাদের আর কাজ! গ্রামের ছোটলোকগুলোর আর শাসন করবার উপায় নাই!" এইরূপ নানা কথা হইতে লাগিল, কিন্তু সুনীল তাহাতে মোটেই কর্ণপাত করিল না।

দুই দিন পরে জমিদার বাটীর শ্রাদ্ধ খুব সমারোহে সম্পন্ন হইল। কত ব্রাহ্মণ-ভোজন হইল, কত কাঙ্গালী-ভোজন হইল, কত সদ্ব্যয় হইল, কত অপব্যয় হইল! কাজেই কৃষ্ণবিহারী-বাবুর নাম চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল।

শ্রাদ্ধাদি-কার্য্য মিটিয়া গিয়াছে, সুনীল-রমেন্দ্র কলিকাতায় যাইব যাইব করিতেছে। শান্তিও যাইতে চাহিতেছে, কিন্তু শান্তির বিবাহের বয়স হইয়াছে, আর উহাকে কলিকাতায় যাইতে দেওয়া ঠিক্ নয় বিবেচনা করিয়া কৃষ্ণবিহারীবাবু শান্তিকে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। রাধানাথ সুনীলের কলি-কাতার বাসায় থাকার সম্বন্ধে কৃষ্ণবিহারী-বাবুকে বলিবেন্ ভাবিতেছিলেন, কিন্তু শান্তি যখন কলিকাতায় গেল না, তখন রাধানাথ আর কি বলেন্; সুতরাং, তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। এবং তিনি বলিলেও কৃষ্ণ-বিহারী বাবু তাঁহার কথা, বোধ হয়, শুনিতেন না। কারণ, কৃষ্ণবিহারীবাবুর স্ত্রী মৃত্যুকালে সুনীলের সম্বন্ধে স্বামীকে যথেষ্টই বলিয়া গিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণবিহারীবাবুও সুনীলকে পালন করিবার বিষয় প্রতিশ্রুত ছিলেন। আরও একটী কথা মায়াদেবী বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, কিন্তু সেটী কৃষ্ণবাবুর মনঃপূত হয় নাই।—তাহাতে মায়াদেবী বলিয়াছিলেন, "আমার কথা না শুনিয়া যদি শান্তির অন্য কাহারও সহিত বিবাহ দেও, তবে অবশেষে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে।" রাধানাথ গোপনে গোপনে জমিদারবাড়ীর কলঙ্ক রটনার অভিপ্রায়ে ঘুরিতে ছিলেন, কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

চারিদিন পরে সুনীল ও রমেন্দ্র পিসীমাকে ও তাঁহার পুত্রকে লইয়া কলিকাতায় আসিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় বাসায় বাস করিতে লাগিল। এবার কলিকাতায় আসিয়া সুনীল সমস্তই ফাঁকা ফাঁকা বোধ করিতে লাগিল। এইরূপে দেখিতে দেখিতে দেড়মাস

কাটিয়া গেল। প্রথমে সুনীল ভাবিতেছিল, তাহার মাতাপিতৃবিয়োগই বুঝি তাহার এই শূন্যতা-বোধের কারণ, কিন্তু অল্পদিন পরেই সে বুঝিল আর একটী প্রাণীর অভাবই তাহার প্রধান কারণ। সে স্পষ্টই অনুভব করিল যে, অশেষ দুঃখ থাকিলেও সে শান্তির সান্নিধ্যে তাহার দুঃখের দিন সুখেই অতিবাহিত করিতেছিল।

ক্রমে শারদীয়া পূজার আগমনী চতুর্দ্দিকে গীত হইতে লাগিল। কলেজের ছুটি হইল। রমেন্দ্র বাড়ী যাইবে। বাটী যাইবার সময় রমেন্দ্র সুনীলকে বলিল, "বাড়ী চল। কালই রওনা হই।" সুনীল প্রথম একটু আপত্তি করিল; কারণ, পিতা নাই, মাতা নাই, জায়গা-জমি ত রাধানাথ নীলাম করিয়া লইয়াছেন!—সে কোথায় যাইবে? কিন্তু রমেন্দ্র সুনীলকে অনেক বুঝাইয়া বাটী লইয়া গেল। খুব ধুমধামে পূজা শেষ হইল।

আবার সকলের স্ব স্ব স্থানে ফিরিবার সময় আসিল, আবার নিজ নিজ কর্ত্তব্যে মনোযোগ দিবার সময় আসিল। সকলেই ফিরিবেন, রমেন্দ্র-সুনীলও ফিরিবে। এবার দেশে আসিয়াই সুনীল শুনিয়াছিল যে, আগামী বৈশাখ মাসের মধ্যেই শান্তির বিবাহ হইবে। কাজেই বাড়ীতে দুইটী প্রাণীর মন সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখিত। সুনীল অনেক সময় বসিয়া কি ভাবে, অনেক সময় অন্যমনস্কভাবে আকাশের পানে চাহিয়া থাকে, কিন্তু কি সে ভাবে তাহা সে নিজেই সব সময় বুঝিতে পারে না। আজ চতুর্দ্দশী রাত্রি, সুনীল বহির্ব্বাটীতে একটী চেয়ারের উপর বসিয়া মেঘনির্ম্মুক্ত নির্ম্মল শশীর প্রতি চাহিয়া আছে। চতুর্দ্দিক্ চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বল! প্রকৃতি হাসিতেছেন। তদ্দর্শনে সুনীলের হৃদয়ও মুহূর্ত্তের জন্য হাসিল। কিন্তু অকস্মাৎ কোথা হইতে একখানি মেঘ আসিয়া নির্ম্মল চন্দ্রমাকে আবৃত করিয়া ফেলিল, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার হইয়া গেল। সুনীলের হৃদয়ও অন্ধকার হইয়া গেল। সুনীলের মনে কি জানি কেন, একটা আঘাত লাগিল। তাঁহার মুখ হইতে কয়েকটা হতাশের কথা নিঃসৃত হইল—"তবে কি শেষ? আমি কেন ভালবাসি? তুমিই বা কেন ভালবাস? তুমি ত আমায় পাবে না, আর আমি ত সে আশাও করি না।" হঠাৎ পশ্চাদ্দিক্ হইতে নূপুরের রুণুঝুনু সুনীলের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। দৃষ্টি ফিরাইয়া সে দেখিল—শান্তি! শান্তি সুনীলকে আহারে যাইবার জন্য আহ্বান করিল। সুনীল হঠাৎ চমকিত হইল। তাহার এরূপ ব্রীড়াবনত মুখ ত সুনীল কোনও দিনই দেখে নাই! সুনীল ভাবিল—তবে কি শান্তি সব শুনিয়াছে? ইহা ভাবিয়া সে দুঃখিত হইতে লাগিল।

কলিকাতা-যাত্রা করিবার একদিন পূর্ব্বে সুনীল শান্তির নিকট আসিয়া বলিল, "শান্তি, তোমাকে একটা জিনিস দিতে ইচ্ছা করি। এইটাই বোধ হয়, আমার শেষ উপহার। কারণ, আর বোধ হয় তোমায় কোনদিন কোন উপহার দেওয়া আমার ভাগ্যে ঘটিবে না। কিন্তু যদি আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও, একটা নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বে সেটা দেখ্‌বে না তবে সেটা তোমাকে দেই।" শান্তি প্রতিশ্রুত হইল। তখন সুনীল মখ্‌মলের একটী সুন্দর বাক্স শান্তির হাতে দিয়া বলিল, বিবাহের পরে

দেখিও ইহার মধ্যে কি আছে।" পরদিন সুনীল ও রমেন্দ্র কলিকাতায় চলিয়া গেল।

১১

এদিকে শান্তির ও রমেন্দ্রের বিবাহের জন্য নানাস্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, কিন্তু দুইজনের বিবাহই একসঙ্গে দিবেন ভাবিয়া রমেন্দ্রের পিতা রমেন্দ্রের পরীক্ষার পর বিবাহ দিবেন, স্থির করিলেন। পুত্রের বিবাহ এক উচ্চবংশ মর্য্যাদাসম্পন্ন গৃহে ঠিক্ হইয়াল, কিন্তু কৃষ্ণবিহারীবাবু কিছুই দাবী করিলেন না। কন্যার বিবাহও ঠিক্ হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চ-উপাধিধারী শিক্ষিত যুবকের সহিত। যুবকটী উচ্চোপাধিধারী, এজন্য তাঁহার পিতা দশহাজার টাকা চাহিয়াছেন। আরও সাড়ে তিন হাজার টাকার গহনা দিতে হইবে। কারণ, শুধু যে তিনি উচ্চ-শিক্ষিত তাহাই নয়, তাঁহারা মস্ত কুলীন; পিতা মহাজনী করেন এবং বিষয় সম্পত্তিও যথেষ্ট আছে। পাত্রটি রূপেগুণে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণবিহারীবাবুর মনোমত হওয়ায়, তিনি সকল বিষয়েই স্বীকৃত হইয়াছেন। এক্ষণে বিবাহ হইলেই হয়।

পরীক্ষার সময় আসিল। রমেন্দ্র ও সুনীল পরীক্ষা দিল। পরীক্ষার পর রমেন্দ্র বাটী যাইবে। সে সুনীলকেও বলিল,—"চল বাড়ী যাই, দু'জনে বেশ থাক্‌ব।" কিন্তু সুনীল যাইতে অস্বীকার করিল। সে নানারূপ ওজর আপত্তি দেখাইতে লাগিল,—"আমি কি করে যাই, তা হলে আমার নাইট স্কুল আর থাকে না ইত্যাদি।" সে দরিদ্র বালকদিগকে বিনা বেতনে রাত্রিতে শিক্ষা দিত। সুতরাং, তাহাই স্থির হইল যে, সুনীলকে কলিকাতায় রাখিয়া রমেন্দ্র বাটী চলিয়া আসিবে। রমেন্দ্রের পিসীমাতারও তাহাই ইচ্ছা।

পরীক্ষা শেষ হইলে, রমেন্দ্রের মনে বিশেষ স্ফূর্ত্তি! কিন্তু রমেন্দ্র দেখেন্ মাতাপিতার মৃত্যুর পর হইতেই সুনীলের আর সেরূপ স্ফূর্ত্তি নাই। অনেক সময়ই সে চুপ করিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কি ভাবে, মুখখানি মাঝে মাঝে উদাস ভাব ধারণ করে। রমেন্দ্র নানাভাবে বুঝিয়াছিল, শুধু পিতা-মাতার শোকে সুনীল ওরূপ হয় নাই, ইহার মধ্যে আরও একটী কারণ আছে। কিন্তু কি করিয়া সে এ-সমস্ত কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করে? সুতরাং, বহুদিন তাহার মনের চিন্তা মনেই রাখিতে হইয়াছিল। সুনীল কষ্ট পাইবে ভাবিয়া কোনদিন কোনকথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করা রমেন্দ্র যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করে নাই। সে আরও ভাবিতেছিল যে, সুনীল তাহার বন্ধু হইলে কি হয়? সে দরিদ্র-পুত্র; তাহার পিতা যে শান্তির সহিত সুনীলের বিবাহ দিবেন, তাহা সম্ভব নহে। তাহার মাতার অনুরোধ যখন তিনি রক্ষা করিতেছেন না, তখন পিতাকে এতদ্বিষয় অনুরোধ করা সে ধৃষ্টতা মনে করিল। সুতরাং, রমেন্দ্র মহা মুস্কিলে পড়িল। তথাপি বাটী যাইবার পূর্ব্বে সুনীলকে সে এ-বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত বিবেচনায়, বলিল, "আচ্ছা সুনীল, আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌চি, তুমি জবাব দাও। আমার বিয়ে বৈশাখ মাসের ১২ই, আর শান্তির বিয়ে ১৬ই ঠিক্ হয়েছে। তুমি কবে বাড়ী যাচ্ছ?"

সুনীল উত্তর করিল, "আমি না গেলে কি চলবে না?" তখন রমেন্দ্র বলিল, "ভাই, তোমাকে এতদিন শুধু বন্ধু ভাবি নাই, আপনার ভাইয়ের অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিয়াছি এবং চিরকাল বাসিবও। তোমার মনের ভাব আমি অনেক দিন জানিতে পারিয়াছি এবং সমস্ত খুলিয়া বলি। দেখ ভাই, মা'র বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, শান্তির তোমার সহিত বিবাহ দেন। তুমিও বোধ হয় ইহাতে অসম্মত হইতে না। কিন্তু তাহা হইবার নহে; পিতা ইহাতে মাতার নিকট অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমারও তোমাদের বিবাহে সম্পূর্ণ মত ছিল। ভাই, আমি পিতাকে একথা কোনদিন বলিতে পারিনাই এবং আর বলিয়া কিছুই লাভ নাই। কারণ, পিতা তোমাদের মধ্যে বিবাহ হইলে যে তাহা অতীব সুখকর হয়, তাহা জানিয়াও তাহার কোন চেষ্ট করেন্ নাই। সুতরাং, সে সমস্ত কথা ভুলিয়া যাও, মনকে দৃঢ় কর। ভাই, সংসারের সহিত সংগ্রামে ভাবপ্রবণতাকে দূর করিয়া দাও, হৃদয়কে পাষাণ কর, যাহাতে সংসারের সকল ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে পার।" এইরূপ আরও নানা উপদেশবাণী শুনিয়া সুনীল কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। দুই বিন্দু অশ্রুও তাহার গণ্ডবাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। পরে সে রমেন্দ্রকে বলিল, "ভাই, তোমাদের এ-সকল কথা আমি যে পূর্ব্বে কিছু না শুনিয়াছি, তাহা নহে। কিন্তু আমার দুঃখের কারণ এই যে, তোমরা তোমাদের এই আশ্রিত হতভাগ্যটাকে এত ভালবাস কেন? আমার ত কোনও গুণ নাই, তবে তোমরা আমাকে তোমাদের নিজগুণে ভালবাস। তোমাদের এই স্নেহ দেখিয়া ও আমার দ্বারা কোনও প্রত্যুপকার হইল না ভাবিয়া আমার ক্রন্দন করিতে ইচ্ছা হয়। শান্তির কথা কি বলিব। মনে বড়ই দুঃখ হয় যে, আমার প্রতি তোমাদের স্নেহই তোমাদের শত্রুতা আচরণ করিতেছে! আমি প্রত্যহ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি যে, তিনি শান্তির এরূপ একটী বর জুটাইয়া দিন, যাহাকে লাভ করিয়া শান্তি সুখী হইতে পারে। আমার সহিত তাহার বিবাহের জন্য তোমরা চেষ্টা করিতেছিলে, তাহা জানিয়াছিলাম। কিন্তু দেবতার চরণে তাহা নিবারণ করিতে নিবেদন করিয়াছি। কারণ, আমি যে তাহাকে সুখী করিবার উপযুক্ত, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি এখন বুঝিতেছি, মায়াবন্ধন কাটানই শ্রেয়ঃ, নতুবা পরে মহা বিপদ হইবে। অবশ্য আবশ্যক হইলে, এরূপ দূরদেশে যাইব, যে তোমরা আমার আর সন্ধান পাইবে না। এই জন্যই আর বাড়ীতে যাইতে চাহিতেছি না।"

সুদীর্ঘ কথোপকথনের পর রমেন্দ্র বলিলেন, "সে হইবে না, তুমি অবশ্য অবশ্য আমার বিবাহের সময় যাইবে। নচেৎ আমি বড়ই দুঃখিত হইব এবং সে দুঃখ আমার জীবনেও দূর হইবে না। শান্তির বিবাহের সময় তোমার থাকিতে ইচ্ছা হয় থাকিও, আর যদি ইচ্ছা না হয়, কলিকাতায় চলিয়া আসিও।"

ইহার দুই একদিন পরে রমেন্দ্র বাটী আসিলেন। শান্তি দাদাকে দেখিয়া খুব প্রফুল্ল হইল। কিন্তু কি যেন, কাহার কথা সে জিজ্ঞাসা করিবে এইরূপ ভাবে দাদার

মুখের পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল। সে ভাবিল প্রথমেই সুনীলদার কথা জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু যখনই এইকথা মনে হইতে লাগিল, তখনই তাহার চোখ মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল এবং কে যেন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতে লাগিল। অবশেষে সুনীলের নামপর্য্যন্ত মুখে না আনিয়া দাদার কুশল, বাসার অন্যান্য কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া মলিনমুখে চলিয়া গেল। মায়াদেবীর মৃত্যুর পর অনেকে সংসার-ভার-বহনের সুত্রে কৃষ্ণবিহারীবাবুকে বিবাহ করিতে বলেন, কিন্তু তিনি দৃঢ়চেতা পুরুষ, বিবাহ করেন নাই। বিধবা ভগিনীর উপরেই সংসারভার ন্যস্ত করেন। শান্তি সে-দিন পিসীমাতার নিকট গিয়া ভাত চাহিয়া খাইল; খাইয়া সকাল সকাল শুইয়া পড়িল।

দ্বিতীয়খণ্ড সমাপ্ত।

উপসংহার।

১২

এইরূপে কিছুদিন চলিয়া গেল। অবশেষে শুভ বৈশাখমাস আসিয়া উপস্থিত হইল। জমিদার-বাটীর বিবাহের ঘটায় চতুর্দ্দিক্ উদ্বেল হইতে লাগিল। হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দে গ্রাম মাতিয়া উঠিল। ভারে ভারে প্রজাগণ দ্রব্যাদি আনয়ন করিতে লাগিল। ফলাহারী ব্রাহ্মণেরা চারি পাঁচদিন পূর্ব্ব হইতেই জোলাপ লইতে আরম্ভ করিল। বালকবালিকাগণ নিমন্ত্রণের নাম শুনিয়া আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল।

আগামী পরশ্ব জমিদার-পুত্রের বিবাহ। জমিদার-বাটী আজ লোকে লোকারণ্য। মাসী, পিসী, খুড়ী, জেঠাই, দিদিমা, মামীমা,—মেলা লোক আজ জমিদার-বাটীতে জটলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। কেহ বলিতেছেন, "আহা! মায়া যদি আজ বেঁচে থাক্‌ত, তবে কি সুখই সে আজ পেত।" কেহ বলিতেছেন, "আহা দিদির অদৃষ্টে যে সুখ নেই, তা পাবেন কোথা থেকে?" এইরূপ নানা লোকে নানা কথা বলিতেছেন। কিন্তু রমেন্দ্র যেন কাহার জন্য অস্থির হইয়া আছে। হায়! বন্ধুত্ব এমনই পদার্থ। সুখের সময় বন্ধু কাছে না থাকিলে সে সুখ সুখ বলিয়াই প্রতীয়মান হয় না। রমেন্দ্র কেবল ভাবিতেছে, "কই সুনীল আজও আসিল না কেন? তবে সে কি আসিবে না? যাক্, এই তাহার বন্ধুত্বের প্রতিশোধ? শুধু সে কেন, জগৎই এইরূপ।" এমন সময় একজন খবর দিল, সুনীলবাবু পিসীমাকে লইয়া আসিতেছেন্। রমেন্দ্র তাড়াতাড়ি বহির্ব্বাটীতে গিয়া বন্ধুকে আলিঙ্গন করিল। সুনীল ক্ষণেকের তরে শান্তি পাইল।

দেখিতে দেখিতে দুইদিন কাটিয়া গেল। বিবাহের দিন আসিল। রমেন্দ্র সুন্দরী লক্ষ্মীস্বরূপা নববধূ বিবাহ করিয়া গৃহে আনিল ও পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিল। কৃষ্ণবিহারীবাবুও পুত্রবধূর পূর্ণশশধরসন্নিভ মুখকমল-দর্শনে পুরাতন ব্যথা কথঞ্চিৎ ভুলিলেন। বাটীর সকলে, পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই বধূদর্শনে প্রীত হইলেন। পুত্রের বিবাহ, প্রীতিভোজন প্রভৃতি আমোদের দিন কাটিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে শান্তির বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। রমেন্দ্রের বিবাহের পর সুনীল চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিল।

কিন্তু কৃষ্ণবিহারীবাবু নিষেধ করায় যাইতে পারে নাই।

ক্রমে বিবাহ দিবস উপস্থিত। বর আসিয়া সভা আলো করিয়া বসিলেন। সকলেই বরের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শুভ অথবা অশুভলগ্নে শান্তির সহিত শ্রীমান্ সুকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরদিনই সুনীল কোথায় নিরুদ্দেশ হইল, কেহ জানিতে পারিল না। তাহার অনেক অনুসন্ধান করা হইল, খবরের কাগজে অনেক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল, কিন্তু সুনীলের কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না।

ও দিকে সুকুমার তপ্তকাঞ্চনকান্তি বিদ্যা-গুণবিভূষিতা নববধূ গৃহে আনিলেন! তাঁহা-দের বাটী আজ আনন্দে পরিপূর্ণ। প্রীতি-ভোজন সমাপন হইল। অদ্যই ফুলশয্যা। সুকু-মার সূর্য্যের উদ্দেশে, দিবসের উদ্দেশে কত যে অভিশাপ বর্ষণ করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার কেবলই একটী বাঞ্ছিত মুহূর্ত্তের আকাঙ্ক্ষা মনে জাগিতেছে। অবশেষে সুখ অথবা দুঃখপরিপূর্ণ সেই মুহূর্ত্তটীকে লইয়া বিভা-বরী উপস্থিত হইল। আনন্দোদ্বেল হৃদয়ে সুকু-মার শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু শান্তির অবস্থা দেখিয়া যারপর নাই আশ্চার্য্যান্বিত হইলেন। শান্তির সুকোমল গণ্ড প্লাবিত করিয়া অবিরল অশ্রুধারা বহিতেছে! তিনি ইহার অর্থ বুঝিলেন না; ভাবিলেন, "এ কান্না কি স্ত্রীলোকের একটা রহস্য? হইতেও পারে। নারীচরিত্র আমার সম্যক্ অপরিজ্ঞাত। স্বামীকে বশ করিতে হইলে, বোধ হয়, স্ত্রীলোকেরা এইরূপই করিয়া থাকে। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রিতে যে কেহ কাঁদে এরূপ ত কখনও শুনি নাই? যাক্, প্রকৃত অবস্থা দেখাই যাক্।" মনে মনে এরূপ বলিয়া তিনি শান্তির কাছে আসিয়া বসিয়া বলিলেন, "আজ প্রথম দিনেই কি মানভঞ্জন করতে হবে আমায়?" তখন শান্তি ধীরে ধীরে সরল মধুর বচনে বলিল, "দেখুন, আপনাকে আমার কয়েকটি কথা বক্তব্য আছে। আপনার নিকট তাহার প্রত্যুত্তর আকাঙ্ক্ষা করি। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত মহাপুরুষ; দাসীর নিবেদন আপনি অবশ্যই গ্রাহ্য করিবেন্। নতুবা আমার এই নিবেদন শুনিবার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ নাই। পিতা আছেন, কিন্তু তিনি ইহা শুনেন্ নাই। আপনি দাসীর ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন্।"

সুকুমারবাবু আশ্চর্য্যান্বিত ত প্রথমেই হইয়াছিলেন, এই সমস্ত কথা শুনিয়া আরও দ্বিগুণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; বলিলেন, "তোমায় দেখিয়া আমার বোধ হচ্ছে, তুমি বাস্তবিকই বিদুষী। তোমার কথা বল, আমি সাধ্যানুসারে উত্তর দিতে চেষ্টা করব।"

তখন শান্তি বলিল, "সে কথার উত্তর আপনি ব্যতীত আর কেহ দিবার নাই। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, পতিই নারীর পরম ধন এবং সাধ্বী রমণীর একমাত্র আশ্রয়স্থল; পতিই তাহাদের স্বর্গ, পতিই তাহাদের ধর্ম্ম এবং হিন্দুরমণীর একমাত্র পতি ভিন্ন অন্য পতি গ্রহণ করিবার প্রথা নাই। যে তাহার পতির বর্ত্তমানে অন্য পতি গ্রহণ করে, সে তাহার কুলে কলঙ্ক প্রদান করে। আমার মাতা পরম সতী ছিলেন, সতীর গর্ভে সতী ভিন্ন আর কিছু জন্মিতে

পারে না। সুতরাং সতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, ব্যভিচারিণী হই, পবিত্র হিন্দুজাতির রমণীকুলের কলঙ্কিনী হই ইহা কি আপনার অভিপ্রেত?"

সুকুমার চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া, শান্তির অপূর্ব্ব তেজোদীপ্ত বদনখানির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সেই বীরবাণী শুনিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার মনের ভাব যে কি তাহা বোধগম্য করিতে সমর্থ হইতেছিলেন না। নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি বলিয়া ফেলিলেন, "না।" তখন শান্তি পুনরায় বলিল,—"যদি না হয়, তবে কৃপাপূর্ব্বক আমাকে ত্যাগ করুন্। আমি বহুদিবসাবধি মনে মনে এক পবিত্র গলে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছি, পুনরায় আপনাকে কি করিয়া বিবাহ করিব? বিবাহের একটী মন্ত্রও আমি পাঠ করি নাই, তাহা আপনি জানেন এবং সকলেই জানিয়াছিলেন। সুতরাং আমি আপনাকে পতি বলিয়া স্বীকার করি নাই। আপনি মুক্তিদাতা হইতে পারেন, এই ভাবিয়া মাত্র ভ্রাতৃভাবে আপনার গলে মাল্য অর্পণ করিয়াছি। আপনি নিজকৃপাগুণে সত্বর আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিন্। আপনি পুনরায় দার পরিগ্রহ করিয়া সুখী হউন্। ভগবানের আশিস্ আপনার মস্তকে বর্ষিত হউক্।—আর যদি আপনি অবলা নারীর অবমাননা করেন, তবে আগামী কল্য আমাকে এ ধরাধামে আর দেখিতে পাইবেন্ না। আমার কথা প্রকৃত কি না এই সামান্য লিপিই তাহার প্রমাণ। এইখানি পাঠ করিলেই বুঝিবেন।" এই বলিয়া শান্তি সুনীল-প্রসূন সেই মখ্‌মলের বাক্সটী উন্মুক্ত করিয়া লিপিখানি প্রদান করিল।

সুকুমার বাবু স্তম্ভিত হইলেন; বুঝিলেন না, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন অথবা জাগ্রৎ আছেন। সমস্ত জগৎ তাঁহার নিকট বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অবশেষে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি পত্রখানি পাঠ করিলেন।

পত্র—

চিরায়ুষ্মতীষু,

ভগিনি শান্তি,

অনেকদিন হইতেই ভাবিতেছি তোমাকে একটী কথা জানাইব। কিন্তু ভাবিয়াছি, সে কথা হয় ত তোমাদের কোমল অন্তঃকরণে বেদনা জাগাইবে; তাই জানাই নাই। কিন্তু কর্ত্তব্যের আহ্বানে আজ তাহা না জানাইয়া আর পারিলাম না। বক্ষঃ বিদীর্ণ হইতেছে, নয়নের বারি বাধা মানিতেছে না। আমি প্রায় শিশুকাল হইতেই তোমাদিগের দ্বারা প্রতিপালিত। শুধু প্রতিপালিত যদি হইতাম, তাহাতে দুঃখ ছিল না। তোমাদের সামান্যমাত্র কার্য্য আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে যদিও তোমরা কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিয়া আমার দ্বারা বহুপকৃত হইয়াছ, বলিয়াছ, কিন্তু তথাপি আমি দৃঢ়ভাবেই জানিয়াছি, তোমাদের উপকার অপরিশোধনীয়। তাহাতেও দুঃখ নাই। কিন্তু এই হতভাগ্য নির্গুণ জীবটাকে তোমরা এত স্নেহ, প্রীতি ও দয়া কিরূপে কর, তাহা ভাবিয়া আমি অবাক্ হইয়া যাই। তোমাদের এই স্নেহপ্রীতি আমি চিরদিনই আমার সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করি। অগতির গতি ভগবান্ এইরূপেই অগতির গতি করিয়া দেন, ভাবিয়া চক্ষু অশ্রুতে প্লাবিত হইয়া

যাইতেছে। সে যাহা হউক্, যখন দেখিতেছি, আমার প্রতি তোমাদিগের সেই অকৃত্রিম স্নেহ-প্রীতি তোমাদিগের সুখ-নাশে সহায়তা করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন সে স্নেহবন্ধন ছিন্ন করা কর্ত্তব্য। আশ্রয়দাতাকে বিনষ্ট করা কি আশ্রিতের পক্ষে উচিত! কখনও নহে। মানুষ যতদিন নিজের প্রতি দৃষ্টি রাখে তত দিন সে ব্যক্তিবিশেষের উপরেও দৃষ্টি রাখে, কিন্তু ইহা সত্য, স্থির সত্য জানিও,—মানুষ যে দিন আপনাকে ভুলিতে পারে, আপনার উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারে, সেই দিন হইতেই তাহার আর ব্যক্তিবিশেষের উপর দৃষ্টি থাকে না—বিরাট্ বিশ্বের অধিপতির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আমার জন্য চিন্তা করিবার কিছুই নাই। জগতের যে কল্যাণ-কার্য্য-সাধনে যুগে যুগে বহু মনীষী সংসার ও স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, বন্ধনহীন আমারও আজ সেই আহ্বান আসিতেছে। সে কার্য্যে ক্ষুদ্রত্বের লেশ নাই, পার্থিব প্রণয়ের অবকাশ নাই। সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া হয় ত, তোমাদের স্মৃতিও বিলুপ্ত হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে দুঃখ নাই, যদি তোমরা সুখে কালাতিপাত করিতে থাক। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, তিনি তোমাদের মঙ্গল ও সুখবিধান করুন্। আমি সকল বৃত্তান্তই অবগত আছি।—তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাও। না, না, এরূপ চাহিও না। ভগবান্ আমার অপেক্ষা উত্তম বর তোমাকে দিবেন;—রাজরাণী হইয়া থাকিবে। বালিকাসুলভ অজ্ঞানতা পরিহার করিয়া স্বকর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে। দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দিয়া সংসারে তোমার কর্ত্তব্য সাধন করিবে। সর্ব্বদাই ভগবানকে হৃদয়ে আসীন রাখিও। ৺পূজনীয়া মাতৃদেবীর অবশিষ্ট একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন এই কণ্ঠহারটী তোমাকে উপহার দিলাম। ইহা আমার ৺জননীর উপহারই মনে করিবে। কারণ, তিনি তোমাকে যারপর নাই ভাল বাসিতেন। তোমার বিবাহের পরে ইহা দেখিতে যে অনুরোধ করিয়াছি, তাহার অর্থ, পাছে তুমি মনে কর, লব্ধ উপকারের প্রতিশোধের জন্য বুঝি উপহার দিতেছি। ইতি তোমার

সুনীলদা।

পত্রখানি পড়িয়া সুকুমারবাবু সমস্তই বুঝিলেন। কিন্তু এতাদৃশী চিরবাঞ্ছিতা রমণীকে পরিত্যাগ করা সর্ব্বথা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। কয়েকদিন নানাবিধ পরীক্ষার দ্বারা শান্তির সুনীলের প্রতি অকপট গভীর প্রেম, তেজস্বিতা, নির্ভীকতা ও চরিত্রের মাধুর্য্য দেখিয়া সুকুমার যারপর নাই বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইলেন এবং এই দেশে শান্তির ন্যায় পতিব্রতা রমণী যে একটীও আছে, তাহা দেখিয়া ও শান্তির ন্যায় রমণীর জন্মভূমি যে দেশে সেই দেশেই তিনি জন্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া নিজেকে ধন্য ধন্য মনে করিলেন। তিনি শান্তির হৃদয়ে সুনীলের সহিত মিলনের এক অপূর্ব্ব আশা জাগিতেছে, দেখিলেন। অবশেষে একদিন তিনি বলিলেন, "শান্তি, আমি তোমার পতিভক্তিতে যারপর নাই মুগ্ধ হইয়াছি! মানুষ যে মানুষকে এত ভক্তি করিতে পারে, ইহা আমার ধারণা ছিল না। ভক্তিই তোমাকে এই নির্ম্মল চরিত্র দান করিয়াছে। তুমি আমার গুরু। আমি তোমার আর অবমাননা করিব না। যে-সকল

পরীক্ষা প্রলোভন তোমাকে দেখাইয়াছি, তুমি তাহার অতীত। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবে। তোমার পিতার নিকটই আমি তোমাকে রাখিয়া আসিব এবং তাঁহাকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিব। তুমি বয়ঃকনিষ্ট হইলেও আমি অদ্য হইতে তোমাকে আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় দেখিব।"

পরদিন সুকুমার তাহার মাতাপিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন এবং তাঁহাদিগের অনুমতিক্রমে পরদিনই শান্তিকে তাহার পিত্রালয়ে দিয়া আসিলেন ও কৃষ্ণবিহারী বাবুকে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। কৃষ্ণবিহারীবাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় অবিচলিত রহিলেন এবং সুকুমারের অন্যত্র বিবাহ দিবার প্রস্তাবে সুকুমারের পিতাকে অনমুমতি দিতে পারিলেন না। সুকুমারবাবুর পিতা আর একটিবার পুত্রের বিবাহ দিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রচুর অর্থ লইতে পারিবেন ভাবিয়া আনন্দিত হইলেন। কৃষ্ণবিহারীবাবু শান্তির মনোগত দৃঢ়তা অবগত হইয়া মনস্তাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি কন্যাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না।

পিতৃগৃহে আসিয়া শান্তি ভাবিল, সুনীল যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছে, নারী কি এতই অধম যে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। সে মনে মনে দৃঢ় প্রতীজ্ঞা করিল যে সুনীলের ন্যায় সেও ভগবদ্দর্শনে সচেষ্ট হইবে, কঠোর তপঃসাধন করিবে। এই প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আর সে পূর্ব্বভাব রহিল না। সেই পূর্ব্বের হাসিরাশি, সেই জল্পনা-কল্পনা, সব লুপ্ত হইয়া গেল। পরিবারস্থ কাহারও সহিত আর তাহার যেন সেই পূর্ব্ব ঘনিষ্ঠতা নাই। সে যেন কোন্ মহাব্রত উদ্‌যাপনে ব্রতী হইয়াছে। যৌবনের প্রারম্ভেই কন্যার ঈদৃশ তপঃসাধনের চেষ্টা দেখিয়া মনে মনে কত যন্ত্রনাই কৃষ্ণবাবু অনুভব করিতে লাগিলেন। এবং সে কষ্টের উপশম তাঁহার জীবনে আর হইবে না ভাবিয়া অস্থির হইতে লাগিলেন্।

কৃষ্ণবিহারীবাবু কন্যার বিবাহ দিলেন, অথচ কন্যা পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল, ও জামাতার পুনরায় অন্যত্র বিবাহ হইয়া যাইল, ইহা কিরূপ ব্যাপার! প্রথমে লোকের নিকট ইহা প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, ততই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। কৃষ্ণবিহারীবাবুর ইহা অতীব অপমানজনক বোধ হইতে লাগিল। তথ্যটী সুবিস্তৃত হইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই তিনি দেশভ্রমণে বহির্গত হইবেন স্থির করিলেন্। অবশেষে একদিন শুভাহে কৃষ্ণবিহারীবাবু পুত্রের হস্তে সমস্ত ভার দিয়া কন্যাকে লইয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া গেলেন।

সমাপ্ত।

আশা-মুকুল।

কোন্ স্বপনের মোহে প্রবেশিয়া কানন মাঝার,
তোমার পূজার লাগি তুলেছিনু কুসুম-সম্ভার!
দীন হস্ত-রচা অর্ঘ্য অরপিয়া স্বর্ণবেদী-তলে,
ভাঙ্গিয়া স্বপন-মোহ, চাহিলাম যবে নেত্র মেলে,
সঙ্কোচে মলিন প্রাণ আপনাতে লুকাইল আসি,
দেখিলাম পুষ্প-ভ্রমে তুলিয়াছি কলিকার রাশি।
দেখি, তব পদপ্রান্তে যদি এর নাহি হয় স্থান,
এ কুণ্ঠিত উপচারে ঘটে যদি কোন অপমান,
সেই ভবিষ্যৎ ভাবি লুকাইয়া আশা তৃষা যত,
ফিরায়ে লয়েছি পূজা, বহুদিন হইয়াছে গত।
সে মুকুল বাড়িতেছে ধীরে সুগোপন দূর একবনে;
জগতের চোখের আড়ালে, অজানিত বিরলে বিজনে!
একদিন ফুটিবে মুকুল, এই দীপ্ত আশার কিরণ
কি আলোকে ভরিয়াছে একখানি অজ্ঞাত জীবন!

শ্রীঅমিয়া গুপ্তা।

সোনার কমল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৪

কমল নাই, কমল চলিয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে সে শ্রীপতির সমস্ত হৃদয়টাও লইয়া গিয়াছে। অতি অল্পদিনের মধ্যে শ্রীপতি যে কেমন করিয়া কমলকে তাঁহার সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। অতি অল্পদিন মাত্র কমলের সাহচর্য্য লাভ করিয়া শ্রীপতির প্রকৃতির সমস্ত বিপর্য্যয় হইয়া গিয়াছে।

শ্রীপতি যে দিকে চাহিয়া দেখেন সেই দিকেই কমলের স্মৃতি বিজড়িত দেখিতে পান। কমলের গ্লাসকেসে কমলের পুতুল সজ্জিত, আলনায় কমলের কাপড়গুলি সযত্নে রক্ষিত, আয়না, চিরুণী, চুলবাঁধা ফিতা যেখানে যেটী যেমন থাকিত তেমনই সব যথাস্থানে রহিয়াছে; শুধু কমল নাই! শয়নকক্ষে হাস্যমুখী কমলের ফটোখানা দেখিয়া শ্রীপতির মনে হইতে লাগিল, আজ শ্রীপতির যন্ত্রণা দেখিয়া কমল বুঝি বিদ্রুপের হাসি হাসিতেছে।

শ্রীপতির আর কোন কাজেই মন লাগে না। পূর্ব্বের সে উৎসাহ-উদ্যম কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গেছে। গৃহের অবস্থা আবার পূর্ব্বের ন্যায় প্রাপ্ত হইয়াছে! চেয়ারের উপর ময়লা কাপড় গাদা করা, ভৃত্য তাহা সরাইয়া গুছাইয়া রাখে না, ধোপার বাড়ীর কাপড়গুলা বেঞ্চের উপর পড়িয়া থাকে তাহা আর কেহ যথাস্থানে তুলিয়া রাখে না। বাক্স্ দেরাজের চাবি কোথায় ফেলেন খুঁজিয়া পান না। টেবিলটা আবার পূর্ব্বের মতনই অগোছাল হইয়া থাকে কেহ তাহা গুছাইয়া রাখে না, দোয়াতে কালী থাকে

না কখনো নিব থাকে না; পাঠ্য পুস্তকগুলা একখানা একখানা করিয়া খাটের উপর জড়ো হইয়াছে, তাহা আর সেখান হইতে সরাইয়া কেহ রাখে না।

শ্রীপতি একখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "সীতার বনবাস" কমলকে উপহার দিয়াছিলেন; একদিন কমলের পুস্তকগুলি নাড়িতে নাড়িতে শ্রীপতি দেখিতে পাইলেন কমল 'সীতার বনবাস'খানির এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া রাখিয়াছে—

শ্রীযুক্ত শ্রীপতিমোহন রায়—রাম,
শ্রীমতী কমলরাণী——সীতা,
সীতার বনবাস।

লেখাটুকু পাঠ করিয়া শ্রীপতির রুদ্ধ নয়নবারি প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "সীতার বনবাসই বটে।" সেই বইখানা বুকে করিয়া খুব খানিকটা কাঁদিলেন; কাঁদিয়া কাঁদিয়া যখন তাঁহার হৃদয়ের শোকবেগ কিছু প্রশমিত হইল, তখন কি ভাবিয়া তিনি উঠিয়া জনৈক ভৃত্যকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "কোচম্যানকে গাড়ী যুত্‌তে বল।" তখনি আদেশ মত কার্য্য হইল। শ্রীপতি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বলিলেন, "দেবীপুরে যাব।"

তখন নিদাঘের দিবা-দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে সমস্ত পৃথিবী ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। গ্রামে প্রবেশ করিয়া শ্রীপতি গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে চলিলেন। তাঁহার সুদৃশ্য চক্‌চকে—বেলযুক্ত গাড়ীখানি দেখিয়া পল্লী বালকগণ ছুটিয়া আসিল। শ্রীপতির সাহেবের পোষাক পরাছিল। তাহার উপর তাঁহার উজ্জল গৌরবর্ণ দেখিয়া অনেকেই তাঁহাকে সাহেব বলিয়া স্থিরীকৃত করিল। গ্রাম্য মহিলাগণ কেহ কেহ কলসী-কক্ষে জল আনিতে, কেহ উচ্ছিষ্ট বাসনের গোছা লইয়া ধৌত করিতে পুষ্করিণী-তটে যাইতেছিল; পথে সাহেব দেখিয়া বড় করিয়া ঘোম্‌টাদিয়া সভয়ে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল, এবং ঘোমটার ভিতর হইতে আড়চক্ষে সাহেবের মূর্ত্তিখানা দেখিয়া লইল। শ্রীপতি কোনদিন মাতুলালয়ে আসেন নাই কাজেই তিনি তাহার মাতামহ রামনিধি চৌধুরীর বাটীও জানিতেন না। এজন্য তিনি একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন "রামনিধি চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ী কোনখানে?" সে লোকটি তাঁহাকে চৌধুরী-বাড়ী দেখাইয়া দিল। শ্রীপতি দেখিলেন বাটীতে কেহ নাই, গৃহদ্বার রুদ্ধ। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, শ্রীপতির মাতুল পশ্চিমাঞ্চলে চাকুরি করেন, এবং সেইখানেই তিনি সপরিবারে বাস করেন।

রামনিধি চৌধুরী একজন অত্যাচারী জমিদার ছিলেন। তাঁহার নাম শুনিলে নরনারী আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত! তখনকার দিনে ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের তিনিই ছিলেন এক প্রকার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা! রূপ-চাঁদের মহিমায় পুলিশ তাঁহার হস্তগত ছিল। কিন্তু এজগতে পাপের পরিণাম হাতে হাতে ভোগ করিতে হয়। সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের হস্ত অলক্ষে থাকিয়া নিয়তই মানুষকে দণ্ড ও পুরস্কার দান করিয়া থাকে, ভ্রান্ত মানুষ তাহা বুঝিতে পারেনা। নানা প্রকার অসদ্ব্যয়ে রামনিধি চৌধুরীর সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া গেল। শেষ দশায় অত্যন্ত কষ্টভোগ করিয়া তবে

তিনি মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র জীবিকা অর্জ্জনের জন্য সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে থাকিয়া সামান্য চাকুরি করিতেন। পৈত্রিক ভিটা শ্রীহীণ হইয়া অর্দ্ধ-ভগ্ন অবস্থায় তালা-বদ্ধ রহিল। বাটীর অবস্থা দেখিয়া শ্রীপতি চিন্তিত হইলেন। সমভিব্যাহারী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা রজনীমোহন ঘোষের বাড়ীতে কেউ থাকেন্ কি? সেইখানে আমার একটু দরকার ছিল।" সে ব্যক্তি বলিল, "আমরা যখন ছোট তখন তাঁর মৃত্যু হয়, তাঁদের খপর যদি জান্‌তে চান্, চলুন আপনাকে রাধানাথ বাবুর বাড়ীতে নিয়ে যাই। ঘোষেদের পাড়াতেই তাঁর বাড়ী। আর তিনি প্রাচীন ব্যক্তি, আমাদের চেয়ে তিনি দেশের অনেক খবরই বল্‌তে পার্‌বেন্।" এই বলিয়া লোকটি শ্রীপতিকে সঙ্গে করিয়া রাধানাথ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সহিত শ্রীপতির পরিচয় করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। শ্রীপতির পরিচয় পাইয়া বৃদ্ধ রাধানাথবাবু সযত্নে তাঁহাকে বসাইয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন— "তোমার ত কখন এখানে আসা নেই, কাজেই তোমাদের চিনি না। গ্রাম সম্বন্ধে তুমি আমার নাতি হও।" ইত্যাদি

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর এ-কথা সে-কথা পাড়িয়া শ্রীপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের পাড়ায় যে রজনীমোহন ঘোষ বাস কর্‌তেন, আপনি তাঁকে জান্‌তেন্ কি? রাধানাথবাবু বলিলেন, "কে?—রজনী? তা'কে আবার জানিনা! সে ত ছেলে বেলায় আমার কাছেই দিন রাত থাক্‌ত! আমার মেজ ছেলের সঙ্গে তার বড় ভাব ছিল। ছোক্‌রা বড় ভাল ছিল। আমাকে ঠিক্ বাপের মতন শ্রদ্ধা কর্‌ত। আমিও তাকে নিজের ছেলের মতন ভাল বাস্‌তুম্। আহা! ছোক্‌রা হঠাৎ হার্টফেল হয়ে মারা পড়্‌ল।" বলিতে বলিতে অতীতের স্মৃতি অন্তরে উদিত হওয়ায় বৃদ্ধের স্নেহপ্রবণ হৃদয়টি বিগলিত হইল ও চক্ষু-দুইটী সজল হইয়া উঠিল। শ্রীপতি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তাঁর বিধবা স্ত্রীর কি হ'ল? তিনি কোথায় গেলেন, কিছু জানেন কি?"

রাধানাথবাবু একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আর সে সব পুরাণ কথায় দরকার কি ভাই! সে সকল কথা তোমার অপ্রীতিকর হবে।"

শ্রীপতি বলিলেন "কিছু মাত্র না।" শ্রীপতি ভাবিয়াছিলেন, তিনি যাহা শুনিয়াছেন রাধানাথবাবু হয়তো তাহারই পুনরাবৃত্তি করিবেন মাত্র। তাই তিনি বলিলেন "কিছু মাত্র অপ্রীতিকর হবে না, আপনি যা জানেন, অনুগ্রহ করে আমাকে সব খুলে বলুন্। কিছুমাত্র গোপন কর্‌বেন না।"

বৃদ্ধ রাধানাথ মনে করিলেন, শ্রীপতি প্রকৃত কথা অবগত আছেন, সুতরাং তাঁহার কথায় শ্রীপতির দুঃখিত হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। তাই তিনি বলিলেন, "একান্তই আমার কাছে শুন্‌বে? কিন্তু শেষে যেন ভাই আমাকে গালাগাল দিও না।" শ্রীপতি বলিলেন "সেকি কথা! আমিই আপ্‌নাকে বল্‌বার জন্যে অনুরোধ কর্‌ছি আর আমিই আপনাকে গালাগালি দোবো? আপনি

নিঃশঙ্কোচে সমস্ত কথা বলুন্। তাতে আমার ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হবেনা।

রাধানাথবাবু বলিলেন, "তোমার মাতামহ" রামনিধিবাবু যে কি রকম চরিত্রের লোক ছিলেন তা' বোধহয় জান?—তোমার বাপ সেই জন্তেই তোমার মাকে বাপের বাটীতে পাঠাতেন না।"

শ্রীপতি মাতামহর কোন বিষয়ই জ্ঞাত ছিলেন না, সুতরাং তিনি কোনও উত্তর করিলেন না। রাধানাথবাবু উত্তরের জন্ম কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া পুনরায় ধীর ভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"পল্লীগ্রামের বউ ঝিদের সর্ব্বদাই ঘাটে পথে বা'র হতে হয়। সহরের মতন ত বাঁধাবাধি নেই। তা'দের ঘরের কাজও করতে হয়, আবশ্যক হ'লে বাইরেও যেতে হয়। রজনীর স্ত্রী দেখ্‌তে বড়ই সুন্দরী ছিল। রামনিধিবাবু হঠাৎ একদিন তাকে পথে দেখে তার রূপে আকৃষ্ট হন। তাঁর চরিত্র এমনই ঘৃণিত ছিল যে, তিনি কত লোকের যে সর্ব্বনাশ করেছেন তার সংখ্যা নেই! তখনকার দিনে তাঁর সমকক্ষ ব্যক্তি এ গ্রামে কেউ ছিলনা। টাকার জোরে তিনি যে সব অত্যাচার করতেন, লোকে নীরবে তা সহ্য করত।

যাহোক যে পথে রজনীর স্ত্রী ঘাটে যেত রামনিধিবাবু সেই পথে দাঁড়িয়ে থাক্‌তেন; তাকে কত রকমে প্রলোভিত করবার চেষ্টা করতেন! সে সতীলক্ষ্মী এর কিছু জান্‌ত না। একদিন কিন্তু সে হঠাৎ রামনিধিকে ঘাটে দেখ্‌তে পেয়ে বাটীতে রজনীকে এসে সবকথা বল্লে আর সেই থেকে ঘাটে বেরুনও সে বন্ধ করলে। রজনী এ-সব শুনেত রেগেই খুন! বলে,—লাঠি মেরে শালার মাথা ফাটিয়ে দোবো, তাতে ফাঁসী যেতে হয় সেও স্বীকার! আমরা কত ক'রে বুঝিয়ে তবে তাকে ঠাণ্ডা করি। কিন্তু এক দিন সে নিজের চ'খে রামনিধিকে মেয়েদের খিড়কীর পথে লুকিয়ে থাকতে দেখে একেবারে যাচ্ছে-তাই অপমান করলে। ঠিক্ তারই দিন কতক পরে একদিন রজনী আমার বাড়ী থেকে নিজের বাড়ীতে যাচ্ছিল, অন্ধকার রাত্রি,—রাতও একটু বেশী হয়েছিল, এমন সময় ঐ বাঁশ বাগানটার কাছাকাছি যাই গেছে অমনি কে তার মাথায় লাঠি মার্‌লে। তার চিৎকার শুনে আমরা সব ছুটে গিয়ে দেখি পথের মাঝখানে রক্তাক্ত দেহে অজ্ঞান হয়ে রজনী পড়ে আছে। আমরা ধরা ধরি করে তাকে বাড়ীতে এনে তার মাথায় জলটল দিয়ে, ওষুধ পত্র দিতে তবে তার জ্ঞান হল। সে যাত্রা সে বেঁচে গেল বটে, কিন্তু শরীর থেকে অনেক রক্তপাত হওয়াতে বড়ই দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ল। সব লোকেই বল্লে, এ রামনিধিরই কাজ! খুন করবার মত্‌লবে ছিল। এই ঘটনার বছর-খানেক পরেই একদিন হঠাৎ বেচারা হার্ট ফেল হয়ে মারা গেল। তার স্ত্রীটী তখন ছ'মাস গর্ভবতী।" অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে শ্রীপতি বলিয়া উঠিলেন, "তারপর?—তারপর তিনি কোথায় গেলেন?"—

রাধানাথ আবার বলিতে লাগিলেন—"রজনীর মৃত্যুর পর তার সেই অসহায়া বিধবা পত্নীকে দেখ্‌বার আর কেউই ছিল না। এই সুযোগ পেয়ে রামনিধি রজনীর জায়গাজমি সমস্ত দখল করে নিলে, আর প্রকাশ্যভাবে রজনীর স্ত্রীকে বলে পাঠালে অবিলম্বে আমার

প্রস্তাবে যদি সম্মত না হও, তাহলে আজ আর তোমার নিস্তার নাই।” “রজনীর স্ত্রীতো এই কথা শুনে, আহা, দৌড়ুতে দৌড়ুতে আমার কাছে এসে কেঁদে পড়্‌ল।” একথাগুলি এরূপ ভাবের সহিত রাধানাথ বলিতে ছিলেন যে তাঁহার চক্ষুর দরবিগলিত ধারা দেখিয়া শ্রীপতির মনে হইল যেন রাধানাথ সে চিত্র প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। যাহা হউক্ রাধানাথ বলিতে লাগিলেন আমি ত শুনে একেবারে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম। হিংস্র ব্যাঘ্রের সম্মুখে দুর্ব্বল হরিণী! আহা হা!—কি কর্‌ব ভেবে স্থির কর্‌তে পার্‌লাম না। রাম-নিধির সঙ্গে বিবাদ করে দেশে বাস করে, তখন এমন সাহস বা সামর্থ্য কা’রো ছিল না। আমি মা’কে আমার বাড়ীতে স্থান দিতে সাহস কর্‌লুম্ না! তবে একটা উপায় মনে হ’ল।—এখান থেকে সাত ক্রোশ দূরে পলাশ-পুরে আমার গুরুদেবের বাড়ী ছিল। অনেক ভেবে চিন্তে মা’কে আমার সেইখানে পাঠানই স্থির করলুম্। রজনীর একটা বুড়ো বিশ্বাসী চাকর ছিল, সে রজনীকে মানুষ করেছিল; রজনীকে সে বড় ভালবাস্‌ত। রজনীর মৃত্যুর পরেও সে তার বাড়ী ছেড়ে যায় নি। রজনীর স্ত্রীকে সে খুব যত্ন কর্‌ত। আমি গুরু-দেবকে সমস্ত খুলে একখানা চিঠী লিখে, সেই বুড়োর হাতে সেই চিঠি দিয়ে এবং রাতা রাতি নৌকো করে সেই বুড়োকে সঙ্গে দিয়ে মাকে আমার পলাশপুরে পাঠিয়ে দিলুম্! বউটি কি লক্ষ্মীই ছিল! আর এত শান্ত ছিল, যে আমাদের বাড়ী সর্ব্বদা যাতায়াত কর্‌ত বটে কিন্তু তার পা ভিন্ন মুখ কখনও দেখিনি। যেদিন কেঁদে এসে আমার কাছে পড়্‌ল সেই দিন তাকে প্রথম দেখলুম্। আহা, মায়ের আমার কি রূপই ছিল! ঠিক্ যেন মা জগদ্ধাত্রী; এই কাল রূপই তার যত অনিষ্টের মূল! হাঁ, তারপর কি বল্‌ছিলাম্? হাঁ, আমার গুরুদেব শ্রীযুত দামোদর শর্ম্মা অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ লোক। তিনি আমার চিঠি পেয়ে মাকে অতি যত্ন ক’রে নিজের ঘরে ঠাঁই দিলেন। তারপরে তাঁর বাড়ীর পাশেই একখানি চালা ক’রে মা আমার বাস কর্‌তে লাগ্‌লেন। সেই বুড়ো চাকরটাই তাঁর অভিভাবক হয়ে রইল, আর গুরুদেব সর্ব্বদাই দেখ্‌তেন শুন্‌তেন্। এখনও মা আমার সেইখানেই বাস কচ্ছেন। তাঁর সে গর্ভে একটী কন্যা সন্তান জন্মেছে। আহা যদি একটী ছেলে হ’ত, তাহলে তবু রজনীর বংশটা থাক্‌ত।” এই বলিয়া বৃদ্ধ দুই বিন্দু অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন। তিনি জানিতেন না যে রজনীর জামাতা তাঁহার সম্মুখে! শ্রীপতি স্তম্ভিত! এরূপ কথা শুনিবার আশা তিনি আদৌ করেন্ নাই।

(৫)

শ্রীপতি রাধানাথের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া, তাঁহার গাড়ী বাটীতে পাঠাইয়া দিয়া একাকী নৌকা-রোহণে পলাশপুরে চলিলেন্। পথে যাইতে যাইতে তাঁহার মনে কত চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল! ভাবিলেন, কেমন করিয়া সেই সতীসাধ্বীর কাছে মুখ দেখাইবেন, কি বলিয়া কমলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, কেমন করিয়া বলিবেন “কমল, এক কথায় তোমাকে বিসর্জ্জন দিয়ে ছিলুম, আবার তোমাকে নিতে এসেছি,” এই সমস্ত নানান্ চিন্তা, হর্ষ, বিষাদ, লজ্জা

একীভূত হইয়া তাহার হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিল। আবার ভাবিতে লাগিলেন "ওঃ নিন্দকের রসনার বিষ কি ভয়ঙ্কর! তাহা বিষধর সর্পের অপেক্ষাও অধিক ভীষণ!" কিন্তু ক্রমে পলাশপুরের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার চিন্তা স্রোতঃ অন্যদিকে প্রবাহিত হইল। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, "যদি কমলকে দেখ্‌তে না পাই! যদি কমল সেখানে না থাকে?" এই কথা মনে উদয় হইবা-মাত্র তাঁহার বুকটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। নৌকা যখন পলাশপুরের ঘাটে পৌছিল, তখন তাঁহার পা যেন আর উঠিতে চাহে না। কে যেন তাঁহার কানে কানে বলিতে লাগিল —"বৃথা আশা! তারা নাই!" শ্রীপতির মনে হইতে লাগিল যদি বালিকা অভিমানে আত্মহত্যা করিয়া থাকে? আমি যে তাহার প্রতি নিতান্ত অবিচার করিয়াছি, কোন প্রমাণ না লইয়াই কেবল মাত্র নিন্দকের ভয়ে যথার্থই যে তাকে সীতাদেবীর মতন বিসর্জ্জন দিয়াছি তাহার পর ত আর তাহার কোনও সংবাদ লইনাই। যতই বাটীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন ততই শ্রীপতির হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে কুটীরে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, তিনি যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে। কুটীর মধ্যে কমল বা তাহার মাতা কেহই নাই। কপাটগুলা কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে, চালের খড় লোকের গরু বাছুরে টানিয়া টানিয়া খাইয়াছে, মৃণ্ময় প্রাচীরের কতক কতক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কতক বা অর্দ্ধ ভগ্নাবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। গৃহ প্রাঙ্গণ জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইবা মাত্র কতকগুলা চামচিকা সেই ভগ্ন গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার মাথার উপর উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনি দেখিয়া আর দাঁড়াইতে পারিলেন না; সেই জঙ্গল-পূর্ণ প্রাঙ্গণে ধূলার উপর হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলেন। একবার উন্মাদের মত বলিয়া উঠিলেন—"কমল! কমল!" গভীর প্রতিধ্বনি তাঁহাকে যেন উপহাস করিয়া বলিয়া উঠিল—কমল! কমল!"

কিছুক্ষণ পরে শ্রীপতি ধীরে ধীরে উঠিয়া দামোদর শর্ম্মার বাটীতে গমন করিলেন। শ্রীপতিকে দেখিয়া দামোদর শর্ম্মা সযত্নে বসিতে আসন দিলেন। শ্রীপতি উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল আর তা'র মা কোথায় গেছেন্ বল্‌তে পারেন?"

দামোদর শর্ম্মা কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তারা নেই।"

ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে নৈরাশ্য কম্পিত কণ্ঠে শ্রীপতি বলিলেন, "নেই ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি, তবে তারা কোথায় গেছে, আপনি জানেন কিনা, সেই কথা জিজ্ঞাসা কর্চ্ছি।"

দামোদর শর্ম্মা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তুমি যে রাত্রিতে কমলকে পাঠিয়ে দাও, তারপর দিন থেকে আর তাদের কেউ দেখেনি। তবে, সাধু-জেলের মুখে শুনেছি, যে তারা মা-মেয়ে না-কি এক সঙ্গেই গঙ্গায় ডুবে মরেছে। 'সাধু' বলে, তাদের মা-মেয়ের চুলে চুলে, কাপড়ে কাপড়ে না-কি গের বাঁধা ছিল।"

শ্রীপতি এমনই একটা কিছু শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। কিন্তু তবুও একেবারে আত্ম-সংবরণ করা দায় হইয়া উঠিল। তিনি

মাথা ঘুরিয়া পড়িতে পড়িতে কোনও প্রকারে ভিত্তি-গাত্র অবলম্বন করিয়া আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইলেন। তাহার পর দ্রুতপদে সে-স্থান পরিত্যাগ করিয়া উদ্দেশ্যহীন ভাবে ছুটিতে লাগিলেন। না করিলেন দামোদর শর্ম্মাকে প্রণাম, না জানাইলেন বিদায় সম্ভাষণ! * * * *

উদ্‌ভ্রান্ত শ্রীপতি গৃহে আসিয়া শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া দ্বিগুণ বেগে রোদন করিতে লাগিলেন। উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বলিলেন, "কমল, কমল, একবার দেখা দাও, আমি নিষ্ঠুরের মত তোমাকে বিসর্জ্জন দিয়েছি বটে, কিন্তু সত্যই আমি নিষ্ঠুর নই, দেখে যাও তুমি, আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে তুমিই বসে আছ। তুমি কি স্বর্গ থেকে তা দেখ্‌তে পাচ্ছ না? না, আমার নিষ্ঠুরতার জন্য আমার এই কষ্ট দেখে তোমার আনন্দ হচ্ছে?"

(৬)

স্বদেও স্বদেশবাসীর প্রতি শ্রীপতির আর কিছুমাত্র আকর্ষণ, ভালবাসা বা বিশ্বাস রহিল না। তিনি অনুক্ষণই ভাবিতেন, "এই আমাদের দেশ, এই আমাদের সমাজ! জ্ঞাতি-বন্ধুর দ্বারা আমাদের এই উপকার! এর চেয়ে নির্জ্জন বনবাস ও সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ! মানুষ হিংস্র শ্বাপদ অপেক্ষাও অধিক ভয়ঙ্কর! ঈর্ষ্যায়, বিদ্বেষে মানুষ মনুষ্যত্বটুকু বিসর্জ্জন দিয়ে এমন ভাবেই লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করে! বিদ্বেষ বশে এক জন এক জনের রক্ত পান করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সমাজের নিষ্ঠুর অত্যাচারে না জানি, কত লোকেরই এমনি সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। আর জানি না কত জন্মের পাতকের ফলে মানুষ বাংলায় নারী জন্ম গ্রহণ করে! অহো! এই নিরপরাধা অভাগিনী দুটি রমণী সমাজের নিষ্ঠুর তাড়নায় সকল যন্ত্রণার হাত হ'তে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য পুনরায় আত্মঘাতরূপ মহাপাপ অনুষ্ঠান কর্‌লে!

দিনে দিনে শ্রীপতির সুন্দর দীপ্ত মূর্ত্তি হতশ্রী হইতে লাগিল। মাতা পুত্রের অবস্থা দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন। একদিন তিনি শ্রীপতিকে বলিলেন "যা হবার হয়ে গেছে, সেত আর ফির্‌বে না। এখন তুই আবার বিয়ে থা করে সংসারী হ, ঐ-অমুকের মেয়েটী দেখ্‌তে শুন্‌তে বেশ—তাকে আমি তোর বৌ কর্‌ব বলে পছন্দ করেছি।" শ্রীপতি বলিলেন, "আমায় ক্ষমা কর মা! আমি তোমার এ আদেশ পালন কর্‌তে পারব না। দুটি নারী হত্যার পাপ আমার দুই স্কন্ধে বোঝা হয়ে রয়েছে। ভেবে দেখ দেখি মা, এর জন্য দায়ী কে? যে অত্যাচারী এই অসহায়া বিধবার সর্ব্ব-নাশের মূল, সে সগর্ব্বে সমাজের শীর্ষ স্থানে দাঁড়িয়ে রইল! এ সংসারে তার মানমর্য্যাদা কিছুমাত্র খর্ব্ব হ'ল না, কেউ তাকে সমাজচ্যুত করলে না! আর যে নিরপরাধা অভাগিনী নারী, অযথা কলঙ্কের পশরা তার মাথায় উঠে সংসার থেকে তাকে সরিয়ে দিল! তোমার বাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে কর্‌তে হবে।" বলিয়া শ্রীপতি চলিয়া গেলেন। মা আর কোন দিন শ্রীপতিকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিলেন না। তিনি শ্রীপতিকে চিনিতেন। তিনি তখন সংসার ত্যাগ করিয়া কাশীবাস করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার এ প্রস্তাবে শ্রীপতি সম্মত হইলেন। দেশ ত্যাগ করিয়া কিছুদিন স্থানান্তরে বাস করিতে তাঁহার ও অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল, তিনি বিষয় কার্য্যের একটা বন্দোবস্ত করিয়া প্রধান কর্ম্মচারীর উপর বাটীর সমস্ত ভার দিয়া মাতাকে লইয়া কাশীতে যাইলেন ; এবং সহরের প্রান্তভাগে নির্জ্জন প্রদেশে একখানি ক্ষুদ্র বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। লোকালয়পূর্ণ গ্রাম অপেক্ষা এই নির্জ্জন প্রদেশই তাঁহার ভাল লাগিল। তিনি প্রাণে যেন অনেকটা স্বস্তি অনুভব করিলেন। কিন্তু এমন লোক-সমাগম-শূন্য স্থানে বাস করিতে তাঁহার মাতার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। শ্রীপতি অতি সামান্য ভাবে বাস করিতেন। বাটী হইতে কাহাকেও তিনি লইয়া যান নাই। কেবল মাত্র একটা স্থানীয় ভৃত্য তাঁহার কাজ করিত, আর তাঁহার মাতা নিজের জন্য যে হবিষ্যান্ন রন্ধন করিতেন, শ্রীপতি তাহাই খাইতেন।

শ্রীপতির বাটীর অনতি দূরে একখানি খাপ্‌রার ঘরে জনৈক বৃদ্ধা তাঁহার একটী-মাত্র কন্যা লইয়া বাস করিতেন। মেয়েটীর বয়স বাইশ তেইশ বৎসর হইবে। তাহার অপরূপ রূপ লাবণ্য সে যেন যত্ন পূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিত; কিন্তু তাহা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিকণার ন্যায় অনুমিত হইত। শ্রীপতির মাতা ক্রমশঃ এই বৃদ্ধাটির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া লইলেন। অবসর মত তিনি বৃদ্ধার কুটীরে সমাগত হইতেন। মেয়েটি রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পড়িয়া শ্রীপতির মাতাকে শুনাইত। কোন কোন দিন বৃদ্ধাও মেয়েটিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাটীতে আসিতেন। কিয়দ্দিবস এইরূপ করিতে করিতে একদিন হঠাৎ শ্রীপতির মাতা পীড়িত হইলেন। একাকী শ্রীপতি মাতাকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু উক্ত বৃদ্ধার কন্যাটি এ বিষয়ে তাঁহাকে বড়ই সাহায্য করিল। তাঁহার মাতার সমস্ত পরিচর্য্যার ভার সে নিজের হাতে তুলিয়া লইল। শুধু তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াই সে নিরস্ত হইত না, সমস্ত গৃহকার্য্য গুলি পর্য্যন্ত অলক্ষিতে নিমিষে সম্পাদন করিয়া শ্রীপতির আহারান্তে স্বগৃহে চলিয়া যাইত। তাহার নিপুণ পরিচর্য্যা দেখিয়া শ্রীপতি বিস্মিত হইলেন। শ্রীপতি নিজে একজন মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার, কিন্তু এই দরিদ্র পল্লী-বাসীনী অশিক্ষিতা নারীর কার্য্য-দক্ষতা দেখিয়া তিনি একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। শ্রীপতি অবাক হইতেন্ যে সে তাঁহাদের বাটীতে আসিয়াই নিমিষে শুশ্রূষার মধ্যে সকলের অসাক্ষাতে সকল কক্ষগুলির শ্রী ফিরাইয়া দিত ; বিছানাটি অতি পরিপাটি রূপে পাতিয়া দিত, কাপড়ের আলনাটিকে এমন গুছাইয়া রাখে যে একখানা লইতে আর একখানা পড়িয়া যায় না। টেবিলটি এমন ভাবে সাজান হয় যে, একখানা বই আবশ্যক হইলে পাঁচখানা নামাইতে হয়না। কলম খুঁজিতে পানের ডিবা হাতড়াইতে হয়না, কালী খুঁজিতে বাক্স খুলিতে হয়না। সমস্তই হাতের কাছে দেখিতে পান। মায় জলখাবারের রেকাবিটি পর্য্যন্ত ত্রিপায়ের উপর সজ্জিত থাকে। প্রথমে শ্রীপতি, এসকল কে করিত কিছুই বুঝিতে পারিত না, কিন্তু পরে কোনও দিন কাহাকেও এ সকল করিতে

না দেখিলেও কন্যাটির কীর্ত্তি বলিয়াই অনুমান করিয়াছিলেন। হঠাৎ গৃহের এই অবস্থা পরিবর্ত্তনে তাঁহার বহুদিনের পুরাতন এক-খানা স্মৃতি হৃদয়ে উদিত হইয়া হৃদয়কে মথিত করিয়া তুলিল। একদিন এমনই করিয়া একজন তাঁহার জিনিষগুলি গুছাইয়া রাখিত, এমন করিয়াই তাঁহার কক্ষটি সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিত। একদিন কন্যাটি শ্রীপতির ঘরটি পরিষ্কার করিয়া শ্রীপতির জুতাগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া রাখিতে ছিলেন, এমন সময়ে অসতর্কভাবে শ্রীপতি বাহির হইতে আসিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রমণীকে এই হীনকার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন "একি! একি! আপ্‌নি কেন এসকল কাজ কর্‌ছেন। না, না, রেখেদিন্‌ রেখেদিন্‌। ওসব আমি করে নেব।"

কন্যাটি মুহূর্ত্তমাত্র শ্রীপতির মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর অবগুণ্ঠন টানিয়া ত্রস্ত ভাবে অনদ্বার-পথে চলিয়া গেল। শ্রীপতি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া চেয়ারের হাতলে মাথাটা রাখিয়া অবনত মুখে কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীপতির এমন হইল যে সেই মহিলাটির আগমনের জন্য প্রত্যহই তিনি যেন উৎসুক হইয়া থাকিতেন, তাহার পদশব্দেই শ্রীপতি তাঁহার আগমন বুঝিতে পারিতেন। তাহার সহিত কথা কহিতে তাহাকে দেখিতে তাঁহার অন্তর যেন ব্যগ্র হইয়া উঠিত। কিন্তু রমনিটী শ্রীপতির সম্মুখে বাহির হইতেন না। কোনও দিন দৈবাৎ যদি শ্রীপতি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িতেন, সে তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইত। আর শ্রীপতি নিজের মনের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিয়া পাইতেন না পরস্ত্রীর প্রতি একি আসক্তি, না কৃতজ্ঞতা, কিম্বা আর কিছু!

কন্যাটির ঐকান্তিক যত্নে ও শ্রীপতির সেবায় শ্রীপতির মাতা ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিলেন। হঠাৎ একদিন মহিলাটি আসি-লেন না। পলে পলে শ্রীপতি উৎকর্ণ হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু তিনি আসিলেন না। শ্রীপতির কক্ষগুলি আবার পূর্ব্বের ন্যায়ই হতশ্রী হইয়া রহিল। তাহার সংবাদ লইবার জন্য শ্রীপতির মন অস্থির হইতে লাগিল কিন্তু কেমন একটা অজ্ঞাত লজ্জায় তাঁহাকে যেন কেমন সঙ্কুচিত করিয়া তুলিল। কেন এ লজ্জা, কেন এ সঙ্কোচ, শ্রীপতি তাহা বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীপতির মাতা সংবাদ লইয়া জানিলেন, সেই রমণীটীর মাতা অত্যন্ত পীড়িতা। সুতরাং তিনি পুত্র শ্রীপতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা সেই মেয়েটির মার বড় অসুখ, তুই একবার গিয়ে দেখে শুনে একটু ওষুধ পত্র দিস্‌। আহা, ওরা বড় গরিব ডাক্তার ডাক্‌বার ক্ষমতা নেই। মেয়েটি আমার যে সেবা যত্ন করেছে, আমার পেটের মেয়ে থাক্‌লেও তার চেয়ে বেশী কর্‌তে পার্‌ত না।"

মাতার আদেশে শ্রীপতি বৃদ্ধার কুটীরে গিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধার অবস্থা অতিশোচনীয় মেয়েটি যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিতেছেন্‌ বটে, কিন্তু চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। এবার আর সে শ্রীপতিকে দেখিয়া সরিয়া গেল না। মাতার পার্শ্বেই বসিয়া রহিল। একবার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে শ্রীপতির মুখের দিকে চাহিয়া, অল্প অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। সেই

সজল চক্ষু দুটির সকরুণ দৃষ্টি শ্রীপতির অন্তরকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। শ্রীপতি বলিলেন, "এঁর এমন অবস্থা হয়েছে আমাকে খবর দেননি কেন?" রমণী কোনও উত্তর দিলনা। শ্রীপতি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কদিন থেকে এমন হয়ে পড়েছেন?"

ধীরে ধীরে রমণী বলিল—"আজ তিন দিন হল।"

শ্রীপতি তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধ লিখিয়া দিলেন কিন্তু ঔষধ লইয়া আসিবার কেহ নাই। শ্রীপতি নিজেই ঔষধ আনিয়া বৃদ্ধাকে খাওয়াইয়া দিলেন। কয়েক দিবস পর্য্যন্ত শ্রীপতি ঐকান্তিক যত্ন সহকারে বৃদ্ধার চিকিৎসা করিলেন, শুধু চিকিৎসা নহে, আত্মীয়ের ন্যায় দিন রাত্রি বসিয়া তত্ত্বাবধান করিলেন, রাত্রি জাগরণ করিয়া ঘড়ি ধরিয়া ঔষধ খাওয়াইলেন। কিন্তু কোনও ফল হইলনা। বৃদ্ধার জীবনের হিসাব নিকাশ শেষ হইয়া গিয়াছিল, ভগবানের ডাক পড়িয়াছিল, আর কাহার সাধ্য তাঁহাকে ধরিয়া রাখে? মুমূর্ষু মাতার চরণ প্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া কন্যাটী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"মাগো, আমাকে কার কাছে রেখে যাবে? আমি একা কেমন করে থাক্‌বো মা! চিরদিন আমাকে কাছে কাছে রেখেছ, এখন পরলোকেও আমাকে সাথী কর মা! একা আমায় কোথায় রেখে যাবে? মুমূর্ষ জননী ধীরে ধীরে উর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিলেন "ওঁর কাছে" তোমায় রেখে যাচ্ছি। ওঁর নাম কখন ভুলো না। উনিই তোমায় রক্ষা করবেন।" এ দৃশ্য দেখিয়া শ্রীপতির চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। চক্ষু মুছিতে মুছিতে তিনি গৃহের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর রাত্রি শেষে বৃদ্ধার দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া তাঁহার জীবন-বিহঙ্গ কোন অজানিত দেশে চলিয়া গেল। তাঁহার দুঃখ পূর্ণ জীবনের ইতিহাস এতদিনে শেষ হইল। শ্রীপতি লোকজন লইয়া যথা-বিহিত বৃদ্ধার শবদেহ গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া সংকার করিলেন। শ্রীপতির মাতা কন্যাটীর নিকট গিয়া বহু সান্ত্বনাবাক্যে তাহার শোক প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, তাহার পর শ্রীপতিও ফিরিয়া আসিয়া রমণীর নিকট গিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন; আরও বলিলেন "আপনি একা এই নির্জ্জন স্থানে কেমন করে থাক্‌বেন্? চলুন, আমাদের বাড়ীতে আমার মার কাছে থাক্‌বেন্। মা আমাকে আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য বলে দিয়েছেন্। রমণী বলিলেন, "মায়ের দয়ার শরীর, তাই আমাকে দয়া করে আশ্রয় দিতে চেয়েছেন, কিন্তু ক্ষমা করবেন, আমি কারও গলগ্রহ হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে পারব না।" তাঁহার এইরূপ দৃঢ়তার কথা শুনিয়া শ্রীপতি কি বলিবেন কিছু ভাবিয়া পাইলেন না, কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "দেখ্‌ছি আপনি সধবা, আপনার সিঁথের সিন্দুর চিহ্ন রয়েছে, তবে আপনার স্বামীকে সংবাদ দিন্ না, কেন?"

রমণী বলিলেন, "বিধাতা আমাকে সে সুখে বঞ্চিত করেছেন। স্বামীকে সংবাদ দেবার অধিকার আমার নেই।"

আশ্চর্য্য হইয়া শ্রীপতি বলিলেন "কেন?"

রমণী বলিলেন, "আমার স্বামী আমাকে পরিত্যাগ ক'রেছেন।"

শ্রী। কেন, আপনার অপরাধ?

রমণী। নত মস্তকে বলিলেন, "অপরাধ জানিনা।—আমার অদৃষ্ট! এই জানি।"

শ্রীপতি বলিলেন, আপনার মত গুণবতী স্ত্রীকে যে ত্যাগ করে সে পশু সে নরাধম!" কথাগুলি বলিয়াই চট্ করিয়া তাঁহার নিজের কথা মনে পড়িয়া গেল, তিনি নত মস্তকে বসিয়া রহিলেন। রমণী বলিলেন, "না, না, অমন কথা বল্‌বেন না; তিনি মহাপুরুষ, তিনি দেবতা। আমি অভাগী, দেবসেবা আমার ভাগ্যে নেই, তা তিনি কি কর্‌বেন?

শ্রীপতি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন সে মুখে যেন একটা স্বর্গীয় দীপ্তি প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। তাহা কি সুন্দর! কি পবিত্র জ্যোতিঃ! শ্রীপতি ভাবিলেন "হিন্দু-নারী ভিন্ন এমন স্বার্থগন্ধ-হীন নিষ্কাম পতিপ্রেম আর কাহার সম্ভবে!"

শ্রীপতি তাঁহাকে নিজের বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রমণী কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি জন্ম দুঃখিনী, দুঃখিনী মায়ের গর্ভে জন্মেছি, দুঃখিনী মায়ের কুটীরেই এতদিন কাটিয়েছি, জীবনের বাকি দিনগুলো এই মায়ের কুটীরে অতিবাহিত কর্‌বো। আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আর অনুরোধ কর্‌বেন না।

কিন্তু ইতোমধ্যে শ্রীপতি এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিলেন। রমণী যখন তাঁহার দুই হস্তে চক্ষুর জল মুছিয়া ফেলিতেছিল, সেই সময় তাঁহার বাহুর বসন কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ সেইদিকে শ্রীপতির দৃষ্টি পড়িল, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাম হাতটী ধরিয়া, কাছে টানিয়া আনিয়া দেখিলেন বাহু নিম্নে লিখিত রহিয়াছে—শ্রীশ্রীপতি রায়—সোনার কমল!" সুখের দিনে একদিন শ্রীপতি নিজের হাতে এই অক্ষর কয়টি কমলের বাহুতে লিখিয়া দিয়াছিলেন। তিনি উন্মাদের মত কমলকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিলেন, কমল! কমল—আমার সোনার-কমল! কেন এতদিন আত্মগোপন করে ছিলে কেন আমাকে এতদিন কিছু বলনি? আমি চিনি চিনি ক'রেও তোমাকে চিন্‌তে পারিনি! ওঃ—আমি যে বিনা অপরাধে তোমাকে নির্ব্বাসিত করে ছিলুন্! তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে?"

আর কমল! কমল স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া অশ্রু জলে তাহা সিক্ত করিতে লাগিল, তাহার হৃদয়ের বহুদিনের রুদ্ধ উৎস আজ একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বহুক্ষণ পরস্পর এই ভাবে কাটাইলেন। পরে সকল কথা প্রকাশিত হইল, কমল বা তাহার মাতা কেহই আত্মহত্যা করেন নাই। ভীষণ কলঙ্কের কথা শুনিয়া লজ্জায় ঘৃণায় তাঁহারা লোক সমাজে বাস করা দায় মনে করিয়া কমলের মাতা গোপনে কমলকে লইয়া কাশীতে আসিয়া এই নির্জ্জন পল্লীতে জীবনাতিপাত করিতেছিলেন। এমন কি দামোদর শর্ম্মাকে পর্য্যন্ত তিনি সকল কথা জানান নাই। লোকাপবাদ তাঁহাকে এমনই করিয়া তুলিয়া ছিল। তাঁহাদের হঠাৎ এই অন্তর্ধানে লোকে মনে করিল তাঁহারা গঙ্গায় আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছেন। এবং জন প্রবাদ চিরদিন যেমন অতিরঞ্জিত ভাবে প্রচারিত হয়, এস্থলেও সেই প্রকার হইয়াছিল।

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

একটী চিত্র।

১

বৈশাখ মাস। মার্ত্তণ্ড দেব, মধ্য গগনে বসিয়া প্রখর কিরণ-জালে বসুন্ধরা দগ্ধ করিতেছেন। মানবগণ শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে একটু সুশীতল স্থান অন্বেষণের জন্য ব্যস্ত। পশুগণ ছায়া-শীতল বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতেছে। বিহগকুল ঘন তরু পত্রাবলী মধ্যে অঙ্গ ঢাকিতেছে। মধ্যাহ্ন সমীর হু হু শব্দে অনল বর্ষণ করিতেছে। চাতক আর্ত্ত স্বরে "ফটিক জল ফটিক জল" রবে ঊর্দ্ধমুখে ছুটিতেছে।

এই দারুণ গ্রীষ্মে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য রামময় দত্ত মহাশয়ের একমাত্র আদরের অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা লতিকা, জননীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া ছট ফট করিতেছে, এবং এক এক বার ক্ষীণ কণ্ঠে মাতার নিকট জল চাহিতেছে। মাতা, পাষাণ প্রতিমার ন্যায় উপবিষ্টা। সে করুণ স্বর তাঁহার কর্ণ কুহরে পৌছিতেছে কিনা সন্দেহ। হায়! যে জননী সন্তানের বিবর্ণ মলিন বদন দেখিলে ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় পাগলিনীর ন্যায় হইয়া যান, যে জননী সন্তান নিদ্রিত থাকিলে তাহার ঘুমন্ত মুখের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া থাকেন, কতক্ষণে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইবে, কতক্ষণে সে আহার করিবে, যে জননী সন্তানের সামান্য পীড়া হইলে দেব মন্দিরে মস্তক খুঁড়িয়া রক্তপাত করেন, সন্তানের আরোগ্য কামনায় বুক চিরিয়া রক্ত প্রদান করেন, এ নশ্বর জগতে যদি কেহ চিরস্নেহময়ী থাকেন, যদি কেহ চিরহিতৈষিণী থাকেন, সে একমাত্র জননী। হায়! আজ সে জননী পাষাণীর ন্যায় কন্যার সে করুণ স্বরে কর্ণপাত করিতেছেন না! তাহার সে দারুণ তৃষ্ণায় এক বিন্দু জল প্রদান করিতেছেন না! ইহার তাৎপর্য্য কি? তিনি জননী না পিশাচী?

আমরা এইস্থলে রামময়বাবুর পারিবারিক বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ বিবৃত করিব। রামময়বাবু একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। কমলা তাঁহার গৃহে চির বিরাজিতা। সংসারে তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না। নানা সদ্গুণ বিভূষিত প্রিয়দর্শন পুত্র, সরলতার প্রতিমূর্ত্তি স্নেহময়ী কন্যা, সুখ দুঃখের সমভাগিনী ধর্ম্মপরায়ণা সহধর্ম্মিণী—সংসারে যাহা কিছু সুখের, ঈশ্বর সকলই তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু সুখ যদি চিরস্থায়ী হইত, তাহা হইলে দুঃখের অস্তিত্ব থাকিত না। যেমন আলোকের পার্শ্বে অন্ধকার, পূর্ণিমার পর অমাবস্যা, তদ্রূপ সুখের পার্শ্বে দুঃখ। দুঃখ আছে বলিয়াই আমরা যেন সুখটাকে বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চাই। যদি পৃথিবীর সুখ চিরস্থায়ী হইত, দুঃখ বলিয়া কিছু না থাকিত, তাহা হইলে বোধহয় সুখের জন্য এতটা কেহ লালায়িত হইত না। সুখের পার্শ্বে দুঃখ আছে বলিয়াই সুখটা বড়ই মধুর।

রামময়বাবু যেন তাঁহার সুখের ষোল কলা পূর্ণ করিবার জন্য—কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তদ্ভিন্ন অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা দান করিয়া গৌরী

দানের ফল লাভের লোভটুকুও তিনি সম্বরণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। বিবাহের জন্য অতিশয় উৎসুক হইয়া পড়িলেন। ধনবানের সুন্দরী কন্যার পাত্র মিলিতে বিলম্ব হইলনা। শীঘ্রই সুপাত্র জুটিল, মহাসমারোহে রামময় বাবু কন্যার বিবাহ দিয়া গৌরীদানের ফল লাভ করিলেন, কিন্তু হায়! অলক্ষ্যে যে নিষ্ঠুর ভবিতব্য বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছিল, তখন কি তিনি তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন? তাহা যদি জানিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাকে ভগ্ন-প্রাণে দুঃখের নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে দিন যাপন করিতে হইত না।

বিবাহের ছয় মাস যাইতে না যাইতে কুসুমকোমলা সারল্যের প্রতিমা রামময় বাবুর আদরের দুহিতা লতিকা বিধবা হইল। তাঁহার সুখের কুঞ্জে দাবানল জ্বলিল—সুখের সংসার বিষাদ হিল্লোলে ভাসিতে লাগিল। রামময়ের বড় আশায় ছাই পড়িল। আত্ম পরিজন বিমর্ষ হইল, গৃহিণী শয্যা লইলেন, সোনার সংসার শ্মশানে পরিণত হইল। কিন্তু এত দুঃখেও দিন যাইতে লাগিল। সময় কাহারও হাত ধরা নয়, সে কাহারও মুখাপেক্ষী নয়, দিন যেমন যাইবার যাইতে লাগিল কিন্তু দুঃখের হ্রাস হইল না। আজ একাদশী; লতিকা কয়েকবার জননীর নিকট আহার চাহিয়া পায় নাই, জীবনে সে কখনও জননীকে এমন নির্দ্দয়া দেখে নাই। দুই দিন পূর্ব্বে জ্বর হইয়া অনাহারে অবসন্ন আছে, এখন দারুণ পিপাসায় তাহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে, সে দারুণ যন্ত্রণায় বারংবার জল চাহিতেছে। মাতা ধর্ম্ম ভয়ে একাদশীর দিন বিধবা কন্যার মুখে জল দিতে ইতঃস্ততঃ করিতেছেন। তিনি অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কন্যার গাত্রে তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতেছেন। কিন্তু হায়! যাহার প্রাণের ভিতর দাবানল জ্বলিতেছে তাহার বাহিরে বাতাস করিলে কি হইবে? অগ্নিতে বিজন করিলে সে যেমন দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠে, লতিকার অবস্থাও তদ্রূপ। আজ গৃহিণীও জলস্পর্শ করিলেন না, তাঁহার প্রাণের দুহিতা এক বিন্দু জলের জন্য ছটফট করিতেছে, আর তিনি কোন মুখে অন্নাহার করিবেন? আজ রামময়বাবুর গৃহে যেন মূর্ত্তিমান বিষাদ বিরাজ করিতেছে।

ক্রমে সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িলেন, তাঁহার সে প্রচণ্ড তেজ ক্রমশঃ খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইল। এখনকার সূর্য্যের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাঁহাকে আর বিশ্ব দগ্ধ-প্রয়াসী মধ্যাহ্ন তপন বলিয়া অনুভূত হয় না। জগতের নিয়মই এই—অদ্য যাহাকে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতে দেখিতেছ, যাহার ছত্রতলে শত শত ব্যক্তি নত শির, কল্য হয়ত দেখিবে সে নিতান্ত জরা-গ্রস্ত, উত্থান শক্তি বিরহিত পরমুখাপেক্ষী।

অপরাহ্ন সময়ে রামময়বাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহিণীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আর শুনেছ গিন্নি, রাসবিহারী ষাট বৎসর বয়সে চতুর্থ পক্ষে বিবাহ করিতেছে। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনুরোধে রাসবিহারীকে এ বিবাহ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে কাহারও কথা না শুনিয়া এইমাত্র পুরোহিত সঙ্গে লইয়া বিবাহ করিতে চলিয়া গেল।" গৃহিণী সে কথার কোনও উত্তর করিলেন না। লতিকা,

পিতাকে দেখিয়া কহিল, "বাবা! আজ মার কি হইয়াছে? আমাকে সমস্ত দিন কিছু খাইতে দেন নাই। এখন জল তৃষ্ণায় যে আমার প্রাণ গেল।"

কন্যার এ সকরুণ উক্তি কে যেন রামময় বাবুর হৃদয়ে দগ্ধ শল্যের ন্যায় প্রবিষ্ট করাইয়া দিল। তিনি গৃহিণীর প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। গৃহিণী অশ্রুপূর্ণ নেত্রে কহিলেন, "আজ একাদশী"। রামময় কহিলেন, "হউক একাদশী, তুমি জল লইয়া আইস।" গৃহিণী করুণ কণ্ঠে কহিলেন, "আর জন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম, তাই এ জন্মে তাহার ফল ভোগ করিতেছি। আবার বিধবা মেয়ের মুখে জল দিয়া একাদশীর দিন অধর্ম্ম করিব?"

রামময় উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, "ধর্ম্ম—ধর্ম্ম—একেই কি ধর্ম্ম বলে? এ যে ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার, আমার দুধের বাছা এক বিন্দু জলের জন্য হাহাকার করিতেছে, সে রুগ্ন, তার মুখে একবিন্দু জল দিলে যদি অধর্ম্ম হয় হউক, আমি তেমন ধর্ম্ম চাহিনা। হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্র কি একথা বলিয়াছে যে, তোমরা পিতা, মাতা, কন্যার মৃত্যু সম্মুখে বসিয়া দেখ কিন্তু একাদশীর দিন বিধবা কন্যার মুখে জল দিয়া পাপ সঞ্চয় করিও না? শাস্ত্র যদি একথা বলে, আমি সে শাস্ত্র চাহিনা। আমি স্বামী, আমি তোমার গুরু, আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি শীঘ্র জল লইয়া আইস। ইহাতে যদি কোন পাপ হয়, সে ফল আমি ভোগ করিব। তাহাতে তোমার কোন দায়িত্ব নাই।"

গৃহিণী পতির হৃদয় ভাল রকমই জানিতেন। আজ যে অনেক দুঃখে তাঁহার মুখ হইতে একথাগুলা বহির্গত হইয়াছে, তাহা বুঝিলেন। তাই আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। একটী পাত্রে করিয়া একটু গঙ্গাজল লইয়া আসিলেন। রামময় কন্যার মুখের নিকট পাত্র ধরিয়া কহিলেন, "মালতী! জল খাও।" লতিকা ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, "না বাবা! আর জল খাইব না।" রামময় কহিলেন, "কেন মা খাইবে না?" লতিকা কহিল, "বাবা! মা বলিয়া থাকেন, আর আপনিও বলেন যে কাজ করিলে পাপ হয়, তাহা প্রাণ গেলেও করিতে নাই।"

রামময় চমকিত হইয়া কহিলেন, "পাপ কিসের মা? লতিকা কহিল, "এই যে মা বলিলেন, আজ আমার জল খাইতে নাই; তাহা হইলে পাপ হইবে।" রামময় আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না, মনে মনে কহিলেন, "হা ভগবান! যে বালিকার এত ধর্ম্মজ্ঞান, তাহার প্রতি এ কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা না করিলে কি তোমার বিশ্বরাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইত?"

হায়! মূঢ় মানব তুমি সংসারে যখনই বেদনা প্রাপ্ত হও, তখনই সেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বপতিকে তাহার জন্য দায়ীকর, কিন্তু তুমি কি ভ্রমেও কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, মানব ইহ জগতে নিজ নিজ কর্ম্ম ফলই ভোগ করে? রামময়, নয়ন মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, "সত্য মা! যে কাজ করিলে পাপ হয়, তাহা প্রাণ গেলেও করিতে নাই। কিন্তু আজ তোমার জল খাইলে কোন পাপ হইবে না।"

বালিকার পবিত্র সরল হৃদয়ে একদিন যে পাপ ও পুণ্যের কাহিনী গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছিল, আজ তাহার পুণ্যফল প্রসূত